( নাটক )

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

( মথুরানাথ সাহার যাত্রায় অভিনীত )

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস দ্বারা সুর-লয়ে গঠিত।

১২ নং হরীতকী বাগান, কলিকাতা, শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যালয়
হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩২৮

মূল্য ১৷৷০

৩০ নং হরীতকী বাগান, কলিকাতা।
"পশুপতি-প্রেসে"
শ্রীরাজকুমার রায় দ্বারা মুদ্রিত।

# ভূমিকা।

"জয়লক্ষ্মী" আখ্যায়িকা যদিও প্রাচীন অবন্তিকা-রাজ্যের একটী কল্পনাময়ী প্রবাহিনী, তাহা হইলেও বৌদ্ধযুগপুরাবৃত্তের নানাছায়াসম্পাতে লোকদৃষ্টির বহির্ভূত একটী অজ্ঞাত গর্ভে এই প্রবাহিনীর উৎপত্তি। সুতরাং ইহার আদি গূঢ় ইতিহাস যে একেবারে নাই, এমন নয়; গোধূলিশয্যাশায়ী সূর্য্যালোকের ন্যায় কল্পনার ক্রোড়ে যে সত্যাংশ নিহিত রহিয়াছে, তাহা লইয়াই এই নাটকখানি রচিত।

কল্যাণপুর
জেলা—হাওড়া

গ্রন্থকার।

## নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

### পাত্র।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন (অবন্তিকার বৌদ্ধ রাজা), শ্রীহর্ষ (ঐ পুত্র), বিদ্যাধর (চঞ্চলার গুপ্তপ্রণয়ী কুটিল লম্পট, রাজনামাভিধেয় দেশপ্রসিদ্ধ খুড়ো), পদ্মনাভ (রাজভক্ত বৃদ্ধ সেনাপতি), বলাদিত্য (ঐ পুত্র), শক্তিপ্রসাদ (শক্তিভক্ত, সিদ্ধিনাথের গুরু), সিদ্ধিনাথ (রাজ্য-হিতাকাঙ্ক্ষী শক্তিভক্ত ভবানী-পূজক বলাদিত্যের গুরু), বীরবিনোদ (জয়লক্ষ্মীর জনৈক বীর-রক্ষক), দরাস (জনৈক বিধর্ম্মী ভক্ত), জল (ছদ্মবেশী বিজয়) গজারু (জনৈক কৃষক যুবক), বীর যুবকগণ, নাগরিকগণ, সন্ন্যাসীগণ, সৈন্যগণ, ভৈরবগণ, বীরমল্লদ্বয়, গুজরাট দূত, জনৈক বৃদ্ধ কৃষক (গজারুর জেষ্ঠ্যতাত), অনুচরদ্বয়, প্রহরী-গণ, কৃষক প্রতিবেশীগণ, পারিষদ্‌গণ, ঘোষণাবাদক, গুপ্তচর ইত্যাদি।

### পাত্রী।

ভবানী (সিদ্ধিনাথের পালিতা কন্যা, ছদ্মবেশা ভগবতী), জয়লক্ষ্মী (অবন্তিকার জনৈকা ধনাঢ্য-কুমারী), ভামতী (পদ্মনাভের কুমারী কন্যা), সম্ভূতি (রাজপুত্রবধূ), চঞ্চলকুমারী (রাজার জনৈকা রক্ষিতা রমণী), চম্পাবতী (পদ্মনাভের স্ত্রী বা বলাদিত্যের মাতা), নীরুজা (জয়লক্ষ্মীর ধাত্রী), বিজলী (ছদ্মবেশা বিজয়া), চটুলা (চঞ্চলকুমারীর সখী), প্রতিবেশিনীদ্বয়, জয়লক্ষ্মীর সখীগণ, চঞ্চলকুমারীর সখীগণ, গুজরাট্-রমণীগণ, নাগরিকাগণ, কুমারীগণ, ভৈরবী-গণ, সহচরীগণ ইত্যাদি।

## শাস্ত্রপ্রকাশ প্রকাশিত

## গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| পদ্মিনী | ( বাঁধান ) | ( মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত ) | | ১৷৹ |
| বিদুর | " | " | " | ১৷৹ |
| তারা | " | " | " | ১৷৹ |
| দুর্গাসুর | " | " | " | ১৷৹ |
| চাণক্য | " | " | " | ১৷৹ |
| যদুবংশধ্বংশ | | ( সচিত্র ) | | ১৷৹ |
| ভৃগুচরিত | " | " | " | ১৷০ |
| শুকদেব চরিত | | " | " | ১৷৹ |
| প্রহ্লাদ চরিত | | " | " | ১৷৹ |
| রুক্মাঙ্গদরাজার হরিবাসর | | " | " | ১৷৹ |
| দময়ন্তী | ( বাঁধান ) | " | " | ১৷৷০ |
| রামনির্ব্বাসন | | " | " | ১৷৹ |
| শ্রীগৌরাঙ্গ | " | " | " | ১৷৹ |
| মেঘনাদ | " | " | " | ১৷৹ |
| ক্ষণাদেবী | " | " | " | ১৷৹ |
| রগড় | | " | ( প্রহসন ) | ৷৹ |

প্রবীর পতন বা জনা ( অভয় দাসের যাত্রায় অভিনীত ) দাতাকর্ণ, কঙ্কালহ্রে, লবণ-সংহার, কালাপাহাড়, অন্নপূর্ণা, মহীরাবণ প্রত্যেকের মূল্য ১৷৹

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| জয়দেব | ( ষ্টাসন্তান, মিনার্ভা, ষ্টারপ্রভৃতি থিয়েটারে অভিনীত ) | | | ১৲ |
| ব্রহ্মতেজ | " | " | " | ১৲ |
| নীলকণ্ঠ | " | " | " | ৷৹ |

পাঁচোয়ারসিং ( নক্সা ) ৵৹, চাল্‌তার অম্বল, থাসাদই, ছানার পায়েস, ক্ষীরের-নাড়ু ( খোসগল্প ) প্রত্যেকের মূল্য ৶৹, খুল্লনা—পাঁচখানা হাফটোন ছবি সহ ( স্ত্রীপাঠ্য ) ৷৵০, অলোক চতুরা (গার্হস্থ্য উপন্যাস) ৸৹, সত্যনারায়ণ (ব্রতকথা) ৵০, আদর্শপত্রদলিল ৷৶৹, হস্তলিপির আদর্শ ৶৹

## তালপাতায় ছাপা শাস্ত্রগ্রন্থ—

চণ্ডী ১৲, গীতা ১৲, কালীপূজা-পদ্ধতি ৷৹ জগদ্ধাত্রীপূজা-পদ্ধতি ১৲ পঞ্চদেবী পূজা-পদ্ধতি ৸৹ রাস-দোলযাত্রা-পদ্ধতি ৸০ অন্নপূর্ণা-পূজা-পদ্ধতি ৸৹ জয়দেব ১৷৹, পশুপতি ১৷৹, দুর্গাপূজা-পদ্ধতি তিন প্রকার ( কালিকা, দেবীপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বর ) প্রত্যেকের মূল্য, ১৷৹, ব্রতমালা ১৷৹, নাগরী অক্ষরে চণ্ডী ১৲, রুদ্রচণ্ডী ৸৵৹ ।

## শাস্ত্রপ্রকাশ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত

অন্যান্য গ্রন্থাবলী। (দেবনাগর অক্ষরে)

**ভট্টিকাব্যম্**—১—৯ সর্গ, মূল, জয়মঙ্গল ও ভরতটীকা সহ

**ভট্টীচন্দ্রিকা**—(ভট্টির অন্বয় খণ্ড) ১—৯ সর্গ, ইহাতে অন্বয়, বাচ্যপরিবর্ত্তন সরলার্থ, ধাতুরূপ এবং সংক্ষিপ্তসার, কলাপ ও সুপদ্ম ব্যাকরণের জ্ঞাতব্যবিষয়, টিপ্পনী, সর্গসংক্ষেপ বাঙ্গালা, ইংরাজী ও হিন্দি অনুবাদ প্রভৃতি ছাত্রগণের পাঠোপযোগী সমুদায় বিষয় বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে একত্রে দুইখানি ৩৷৷৹

**ভট্টিকাব্যম্**—৯—২২ সর্গ সানুবাদ সটীক মূল্য ৩্

**রঘুবংশম্**—১—১৯ সর্গ, ভট্টির ন্যায় দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ডে মূল, মল্লিনাথকৃত সঞ্জীবনী টীকা, দ্বিতীয় খণ্ডে ব্যাকরণসম্বন্ধীয় বিষয়, পৌরাণিকী বার্ত্তা, ভৌগলিক বিবরণ, কালিদাসের জীবনী, অন্বয়, বাচ্যান্তর, সরলার্থ, ভাবার্থ, বঙ্গানুবাদ, ইংরাজী অনুবাদ, হিন্দি অনুবাদ, পরীক্ষার প্রশ্নমালা ইত্যাদি সমুদায় জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। উভয় খণ্ডের মূল্য ২৷৷৹

**কুমারসম্ভবম্**—১—৭ সর্গ, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। রঘুবংশের ন্যায় সমুদয় বিষয় লিখিত হইয়াছে। মূল্য ১৷৹ টাকা।

**মেঘদূতম্**—দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। রঘু ও কুমারের ন্যায় বিশদভাবে লিখিত, মূল্য ১্ টাকা।

**সাহিত্যদর্পণ** মূল ও রামচরণ তর্কবাগীশ কৃত টীকা, উদাহৃতশ্লোকের ব্যাখ্যা সহ মূল ২৷৷৹ টাকা।

**সংস্কৃতবোধিকা**—প্রথম ভাগ, প্রথম সংস্কৃত পাঠার্থিগণের বিশেষ উপযোগী পুস্তক, মূল্য ৶৹

**বাঙ্গলা অক্ষরে**—মুগ্ধবোধ ব্যাকরণম্ ৩্, সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণম্ ৪্, ছন্দোমঞ্জরী ৷৷৹, হিতোপদেশ ৷৷৹, শ্রুতবোধঃ ৵৹, শ্রীমদ্ভাগবতম্ (দশম স্কন্ধ) মূল, চারিটী টীকা সহ মূল্য ১২্ উপনিষদাবলী ১১৪ খানির মধ্যে ১০ খণ্ডে ৭৬ খানি বাহির হইয়াছে। প্রত্যেকের মূল্য ১্ আগ্নেয়পর্ব্বম্ ১৷৷৹

প্রাপ্তিস্থান—শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যালয়,

১২ নং হরীতকী বাগান লেন, কলিকাতা।

# জয়লক্ষ্মী

## প্রথম অঙ্ক।

### প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পথ।

কতিপয় বীরযুবক ও বলাদিত্যের প্রবেশ।

বলাদিত্য। কি অন্যায় বজ্রকঠোর অত্যাচার! কি লোক-নীতিবিরুদ্ধ মর্ম্মন্তুদ জ্বালাময় অবিচার! রাজপুত্র নিরুদ্দেশ ব'লে নিরপরাধ প্রজার প্রাণদণ্ড! এ কোন্ রাজার শাসননীতি না ধর্ম্মনীতি!

জনৈক যুবক। তা জান না ভাই! এ নব বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী প্রদ্যোতবর্দ্ধনের বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের কূট নীতি!

বলাদিত্য। তা হ'লে এ অত্যাচারের প্রতীকার?

জনৈক যুবক। আত্মদান। ধর্ম্মের জন্য কোন্ হিন্দু সন্তান না এ ব্রতানুষ্ঠানে স্বতঃপ্রয়াসী হবে?

বলাদিত্য। তবে চ'লে এস, বধ্যভূমিতে যাই চল। আজ

রাজা রাজপুত্রঘাতী সন্দেহে পাঁচটী নিরপরাধ প্রজার শূলদণ্ডের ব্যবস্থা ক'রেচেন, তাদিগে মুক্ত ক'র্‌তে যাই চল। বল জয় মা রাণী ভবানীর জয়।

সকলে। জয় মা রাণী ভবানীর জয়।

[ সকলের বেগে প্রস্থান।

নাগরিকাদ্বয় ও বিদ্যাধরের প্রবেশ।

নাগরিকাদ্বয়। ওমা মিন্‌সে বলে কি মা! আমরা রাজ-পুত্তুরকে মেরেছি?

বিদ্যাধর। হাঁ, হাঁ, নিশ্চয়ই মেরেছিস্, তোদেরই কাজ। এই আমি বিরেশি সিক্কের ওজনের গলায় চেঁচিয়ে ব'ল্‌ছি, হয় তুই, নয় এই ছুঁড়িরই কাজ।

১ম নাগরিকা। ওমা বলে কিগো, এ মিন্‌সে যে রাত্‌কে দিন, দিনকে রাত ক'র্‌তে পারে! জন্মে যে কখন রাজার ছেলের চেহারাই দেখিনি!

বিদ্যাধর। তবেরে ছুঁড়ি, এবার যাও কোথায়? চোর কি সাধে বলি মণি, বোঁচ্‌কায় যে বদনাম রটিয়ে দেয়! ঠাকুর ঘরে কে রে, না আমি ত কলা খাইনা! ন্যাকামি রাখ্, রাজধানীতে থাকেন, আর রাজার ছেলেকে দেখেন না? দেখ্ ছুঁড়ি, সে সব কথা থাক্, এখন বেশ সাফ্ সিদে রাস্তায় পা ফেল্। আর একেবারে হজম ক'রে থাকিস্ ত আমাকে চুপে চুপে বল্, আমি রাজার কাছে সব সেরে নোব।

২য় নাগরিকা। মর্ মিন্সে! মুখ সাম্‌লে কথা ক'স। রাজার রাজ্যি, রাজপুত্তুরকে আবার মার্‌বে কে?

বিদ্যাধর। তাই বল না মণি, মারনি লুকিয়ে রেখেছ। তা বেশ ক'রেছ, তা অমন ঢের হয়! এখন বের ক'রে দাও। বাবা! সাঁত গেঁয়ের কাছে আবার মাম্‌দো বাজি! আমি যে তোমাদের চিত্তি-কীর্ত্তি জানি মণি! ছোঁড়া দেখেছে কি আর ছুঁড়িরা অমনি গিলেছে! এই ত সেই জয়লক্ষ্মীর পাড়া! ছুঁড়ি বিয়ে না ক'রে কেবল ছোঁড়া পটায়! আমার সে সব জানা আছে।

১ম নাগরিকা। মিন্সেটা দিদি পাগল না কি?

বিদ্যাধর। চোপ্‌রাও ছোঁড়াধরা ফাঁসিলি! আমি পাগল! আমাকে বুঝি চিনিস্ নি? আমাকে ভেল্‌কী দেখাতে চাস্। জলজ্যান্ত ছোঁড়া হজম ক'রে বলে কিনা আমি পাগ্‌লা! কিসে নয়? প্রমাণ কর্ যে, কিসে তোরা ছোঁড়াধরা নয়?

১ম নাগরিকা। পেরমাণ আবার কি? তুই বা কিসে পেরমাণ পেলি?

বিদ্যাধর। সে ছোঁড়া, আর তোরা ছুঁড়ি ব'লে।

১ম নাগরিকা। ওলো দিদি, এ মিন্সে সত্যি সত্যি পাগল! তানা হ'লে মুখের রাখ্ ঢাক্ নেই।

বিদ্যাধর। তা নেই থাক, আমি পাগল! এখন কথা রাখ্, রাজার ছেলে ছ মাস নিরুদ্দেশ, আমি রাজার খুড়ো, আমার মান আগে, তারপর রাজার মান! আমি সেই রাজার খুড়ো রাজপুত্তুরের অনুসন্ধানে নগরে বেরিয়েছি, তা জানিস্

রসিকতা রাখ ধন, রাজপুত্তুর—তাকে ছেড়ে দাও, রাজার আজ্ঞা শুনেছ ত? সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার! ও ছুঁড়িরা, শোন্, আর তোদের ছোঁড়া ধরাধরি ক'রতে হবে না, একটা নিয়েই মজ্‌তে পারবি। বেশ্যাগিরি কাজটা কি আর ভাল ধন!

২য় নাগরিকা। তবেরে পোড়ার মুখো, আমরা বেবুশ্যে! তোর যত বড় মুখ, তত বড় কথা! আমরা তোর মত ঢের গোয়েন্দা দেখেছি।

১ম নাগরিকা। ডাক্ ত নবদুর্গা, তোর দেওরকে। মুখপোড়ার গেরস্থ বাড়ীর বৌকে বেবুশ্যে বলা ঠিক ক'রে দিক!

বিদ্যাধর। কি, রাজার খুড়োর অপমান! অমাকে ঠিক ক'রে দিবি! এমন স্পর্দ্ধা! ডাক্ তোদের বাবাকে। আমাকে—আমি রাজার খুড়ো—আমাকে চিনিস্ না! আমি মারি ত রাখে কে? আজ এ পাড়ার সব শালা-শালীকে শূলে দোব। চল্ শালীরা, ছোঁড়াধরা ঘাগী ছুঁড়ি! ( আক্রমণ )

নাগরিকাদ্বয়। ওগো, কে কোথায় গো, এস না গো, কে কোথায় আছ—এসে অবলা কুলবালার সম্ভ্রম রক্ষা কর।

( উচ্চ চীৎকার )

নেপথ্যে প্রতিবেশিগণ। মার্, মার্, আমাদের মায়ের জাতির প্রতি অত্যাচার, মার্, মার্,—

বিদ্যাধর। এ যে চারিদিকে আগুন জ্বলেছে! অরাজক! অরাজক! তাইত, তাইত এ যে চারিদিক থেকে লাঠি সোটা

হাতে পিপড়ের সারের মত লোক ছুটে আস্‌ছে, ও বাবা, ও সব জয়লক্ষ্মীর গুণ্ডার দল !

[ বেগে প্রস্থান।

দ্রুতপদে নাগরিক ও নাগরিকাগণের প্রবেশ।

গীত।

হায় হায় হায় হ'ল কি !
আপাই মাথা ভাই রে বৃথা খুঁজে পাইনা ফল কি ॥
কাকতাড়ানে বাড়ীর কর্ত্তা বাবু ছকো পাননামা,
গিন্নি গেলেন গোয়াল ঘরে ভাঁড়ার নিলেন ঝি বামা,
বক হলেন ভদ্রলোক মাছরাঙা হয় পাতকী
দেখ্‌নু কত দেখ্‌ছি কত, আর' দেখ্‌ব কত কি ॥
ছিরে হ'ল হীরের জোড়া, কাচ হ'তে চায় সোণা,
সিক্কু হ'ল চিনির পানা বিন্ধ্য পাহাড় লোনা,
হয় কি এমন কালের নিয়ম এত উলট পালট কি।
দেখ্‌নু কত দেখ্‌ছি কত আর' দেখ্‌ব কত কি ॥

[ সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে প্রজাগণ। মহারাজ ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, নগরাধ্যক্ষ খুন ক'র্‌লে, খুন ক'র্‌লে !

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্রণাকক্ষ।

ইতস্ততঃ ভ্রমণরত প্রদ্যোতবর্দ্ধন।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। (অসি নিষ্কাসনপূর্ব্বক) চীৎকার কেন? চীৎকার কেন? বর্ত্তমান কালে তোমরা কি চাও? রাজ-রাজেশ্বর অবন্তিকা-স্বামী সার্ব্বভৌম সম্রাটের নিকট তোমরা কি চাও? আমার একমাত্র বংশধর পুত্র নিরুদ্দেশ,হ'ক সে পত্নীঘাতী—কে কোথা নষ্টচরিত্র পত্নীর মুখাবলোকন ক'রেছে? কর্ত্তব্যপ্রিয় পুত্র আমার, কর্ত্তব্য প্রতিপালন ক'রেছে, তাই এই বৃহৎ বিশাল রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশে, প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক পল্লীতে স্পষ্ট বিষদভাবে ঘোষণা পত্র প্রেরিত হ'য়েছে; কেউ কি তা জ্ঞাত নয়? এত বড় একটা যাণ্মাসিকব্যাপিনী দুর্ঘটনা—হিমাদ্রির গুরুভার আমার মাথায় দিয়ে আমাকে নিষ্পে-ষিত ক'রছে—বলি—এই রাজ্যে এমন রাজভক্ত প্রজা কেউ নাই কি যে, আমার প্রিয়তম পুত্রের সংবাদ দানে আমাকে কৃতার্থ করে! কেউ নাই, কেউ নাই!

ছদ্মবেশী দূতের প্রবেশ।

ছদ্ম-দূত। রাজাধিরাজ সম্রাটের জয় হোক্!

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। সংবাদ!

ছদ্ম-দূত। সেনাপতি-পুত্র বলাদিত্য শূল-দণ্ডিত পাঁচটী রাজদ্রোহীকে বধ্যভূমি হ'তে বলপূর্ব্বক হরণ ক'রলে!

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। বকধার্ম্মিক সেনাপতিকে এই মুহূর্ত্তে মন্ত্রণাকক্ষে প্রেরণ করগে। খুল্লতাত বিদ্যাধর কোথায়?

ছদ্ম-দূত। নিরুদ্দিষ্ট রাজকুমারের অনুসন্ধানার্থে জয়লক্ষ্মী-পল্লীতে।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। জয়লক্ষ্মীকে সন্দেহ! জয়লক্ষ্মী বালিকা। সে রাজদ্রোহিণী অসম্ভব!

ছদ্ম দূত। জয়লক্ষ্মী বালিকা নয়—যুবতী। রাজদ্রোহিণী নয়, কুমারের প্রণয়িণী।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। অসম্ভব কি? যাক্, তুমি এখন আস্‌তে পার।

[ ছদ্মবেশী দূতের প্রস্থান।

প্রকৃতই বলাদিত্য রাজদ্রোহী! বৃদ্ধ সেনাপতি পুত্রস্নেহে অন্ধ কি—না তার কপটতা! দেখা যাক্! এই মুহূর্ত্তেই অবগত হওয়া যাবে। এসেছ সেনাপতি, আচ্ছা, তুমিই বল, আমার পুত্র নিরুদ্দেশ, এ ব্যথার প্রতিদান এই অসির আঘাত নয় কি?

পদ্মনাভের প্রবেশ।

পদ্মনাভ। কাকে আঘাত ক'রবেন মহারাজ!

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। যারা আমায় আঘাত ক'রছে সেনাপতি!

পদ্মনাভ। সে কি মহারাজ, রাজরাজেশ্বর আপনি, আপনাকে আঘাত করে এমন সাধ্য কার?

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। বেশ সেনাপতি, তোমার সঙ্গে প্রথমেই তর্ক করি। তর্কে পরাজিত কর, নিরুত্তর হব। আচ্ছা বল, প্রজা-মনোরঞ্জনে, প্রজা-পরিপালনে আমার কোন ত্রুটী আছে কি না?

পদ্মনাভ। কিছুমাত্র না। প্রজারা রামরাজ্যে বাস ক'র্‌ছে!

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। (স্বগত) এটা আমাকেই ব্যঙ্গ করা হ'ল। (প্রকাশ্যে) যাক্‌ প্রতিদানে প্রজার শ্রদ্ধা, প্রজার আত্মত্যাগ, আমার প্রাপ্য নয় কি?

পদ্মনাভ। সহস্রবার মহারাজ!

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। বেশ, এখন তুমি বল, আমার শাসিত অধিকৃত রাজ্যের পরিমাণ কত?

পদ্মনাভ। ছয় শত তেত্রিশ কোটী ষাটলক্ষ বর্গহস্ত।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। প্রজাসংখ্যা কত?

পদ্মনাভ। পঞ্চদশ কোটী।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। তখন বল দেখি সেনাপতি, আমার প্রত্যেক প্রজা যদি ন্যূনাধিক ৪২০ বর্গ হস্তপরিমিত স্থান অনুসন্ধান করে, তা হ'লে আমার পুত্র এখনও কি নিরুদ্দেশ থাক্‌তে পারে? বল, নীরব রৈলে কেন?

পদ্মনাভ। মহারাজ! রাজ্যের রাজশক্তিধর সম্রাট আপনি মাত্র একজন, আপনি আপনার কর্ত্তব্য বুদ্ধির অধীন। আপনার প্রকৃতি-নীতি-জ্ঞান একমাত্র আপনার ইচ্ছায় পরিচালিত। কিন্তু পঞ্চদশকোটীসংখ্যক প্রজার প্রকৃতি কখনও একটী ইচ্ছাসূত্রে

গ্রথিত হ'তে পারে না। আপনার রাজ্যে অনেক কর্ত্তব্য জ্ঞান-হীন নির্ব্বোধ নিষ্ঠুর প্রজাও আছে যে, তারা নিজের রুগ্ন পুত্রেরও রোগ-চিকিৎসার বিধান করে না। মহারাজ! সংসারে কয়জনের কর্ত্তব্য বোধ আছে! প্রজাশক্তি সমবেত হ'তে পারে না ব'লেই রাজশক্তির আবশ্যক। তাই সকল শক্তি অপেক্ষা রাজশক্তি শ্রেষ্ঠ। প্রজার শতদোষ থাক্‌তে পারে, কিন্তু রাজাকে দোষ-লেশহীন হ'তে হয়। রাজা তাই ভগবানের অবতার। রাজা প্রজার পিতা, রাজা স্বয়ং ধর্ম্ম।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। ( স্বগত ) অতি ভক্তি সাধুর লক্ষণ নয়। ( প্রকাশ্যে ) ভাল, তা হ'লে তুমি ব'লতে চাও কি সেনাপতি, আমার নিরুদ্দেশ পুত্রের জন্য আমার রাজ্যবাসী কোন প্রজাই দায়ী নয়?

পদ্মনাভ। প্রজা দায়ী হবে কেন মহারাজ! নিজ কর্ম্মফল-ভোগী আপনি, প্রজাকে নিমিত্ত ক'র্‌বেন কেন? কত দিন কত প্রজা কত পুত্রহীন হ'চ্ছে, কৈ তারা ত কেউ এসে রাজাকে দায়ী করে না?

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। দায়ী করে না, বিরক্ত করে, অভিযোগ আনয়ন করে।

পদ্মনাভ। পুত্র পিতার নিকট বৃথা অভিযোগ ক'র্‌লে কি পিতা বিরক্ত হন! না তার প্রতিশোধ দিবার জন্য প্রতিঘাতে তাকে কঠোর শাসন করেন মহারাজ!

নেপথ্যে কতিপয় প্রহরী। খুন ক'র্‌লে, খুন ক'র্‌লে, খুন ক'র্‌লে!

নেপথ্যে কতিপয় প্রহরী। কে—কে—কে—

নেপথ্যে কতিপয় প্রহরী। বলাদিত্য রাজদ্রোহী!

নেপথ্যে কতিপয় প্রহরী। বন্দী কর, বন্দী কর।

পদ্মনাভ। বলাদিত্য রাজদ্রোহী?

প্রদ্যোতবৰ্দ্ধন। কেন, আশ্চর্য্য হ'চ্ছ সেনাপতি!

পদ্মনাভ। আমার পুত্র বলাদিত্য রাজদ্রোহী!

প্রদ্যোতবৰ্দ্ধন। হাঁ, আমার রাজ্যের প্রবীণ সেনাপতির উপযুক্ত পুত্র, রাজ্যের ভবিষ্য আশা-ভরসার স্থল বলাদিত্য রাজদ্রোহী! কেন—তা কি বুদ্ধিমান্ রাজানুগৃহীত প্রবীণ সেনাপতি অজ্ঞাত?

পদ্মনাভ। মহারাজ সাক্ষাৎ ধর্ম্ম! আর অন্তর্য্যামী জগদ্ব্যাপক নারায়ণ সর্ব্বস্থানে সর্ব্ব-হৃদয়ে পূর্ণভাবে অধিষ্ঠিত আছেন, আমি তাঁদের সম্মুখে ব'ল্‌ছি, আমি নিষ্পাপ।

প্রদ্যোতবৰ্দ্ধন। বৃদ্ধ, বাক-বিতণ্ডায় ক্রোধের উদ্দীপনা হয় মাত্র, যথার্থ কার্য্য-সাফল্য লাভ করা যায় না। কুসংস্কারাপন্ন হিন্দু তুমি, যত মনের গ্লানি নারায়ণের নামেই উৎসর্গ কর। লোকে আবর্জ্জনা—আবর্জ্জনাময় ঘৃণিত স্থানেই বর্জ্জন করে। পুত্রের পাপ-কার্য্যানুমোদনকারী পিতা নিষ্পাপই বটে! হিন্দুশাস্ত্রে পাপপুণ্যের বিচার এইরূপই বটে!

পদ্মনাভ। সেকি মহারাজ! আমার পুত্র পাপানুষ্ঠানকারী এই কি আপনার ধারণা? এ কথা আপনাকে কে ব'লে? হয় ত আমার পুত্র রাজার অপ্রিয় কার্য্য ক'রে রাজদ্রোহী হ'য়েছে,

কিন্তু সুদূরমূলে হয় ত যথার্থ সত্য নিহিত আছে! হ'তে পারে, সে প্রদ্যোতবর্দ্ধনদ্রোহী, কিন্তু সে কখনও রাজদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী বা পুণ্যদ্রোহী নয়।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। ধন্য হিন্দুধর্ম্মসেবক, ধন্য তোমার কূটতর্ক! পুত্র তোমার প্রদ্যোতবর্দ্ধনদ্রোহী, রাজদ্রোহী নয়! হে রাজান্ন-পুষ্ট কূটতার্কিক ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! তা হ'লে তুমি ব'লতে চাও, প্রদ্যোতবর্দ্ধন রাজা নয়? তা হ'লে এ রাজ্যের একজন দ্বিতীয় রাজা আছে, কিম্বা কেউ ভাবী রাজপদপ্রত্যাশীর প্ররোচনায় এই সকল কার্য্য সম্পাদিত হ'চ্ছে? বলি—চতুর বুদ্ধিমান্! রাজ-পিতা হবে ব'লে ধর্ম্মের ভাণে আমাকে প্রতারণা ক'র্‌ছ কেন?

পদ্মনাভ। মহারাজ, আমি প্রতারক হ'লে এতদিন অবন্তিকা রাজ্যের রাজসিংহাসনে প্রদ্যোতবর্দ্ধনের কোন সত্তা থাক্‌ত না! মহারাজ, আপনি হয়ত না জান্‌তে পারেন, কিন্তু আপনি যাঁর ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেছেন, তিনি জান্‌তেন, অবন্তিকা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে, রক্ষয়িতা কে, শান্তিবিধাতা কে! মহারাজ! আমি রাজান্নপুষ্ট সত্য, কিন্তু নিশ্চয়ই জান্‌বেন, মাত্র অর্থলোভে আমি আমার অমূল্য জীবন এই অবন্তিকারাজসিংহা-সন-পাদমূলে উৎসর্গ করি নাই। এ জীবনে যদি কখন মনে রাজ্যলাভের বাসনার উদয় হত, তা হ'লে রাজপিতা হবার বহু পূর্ব্বেই সে বাসনা চরিতার্থ ক'র্‌তে পার্‌তাম। যাক্‌, আপনার ভ্রান্ত ধারণা যখন স্থির বিশ্বাসে পরিণত হ'য়েছে, তখন আপনি আপনার বর্ত্তমান কর্ত্তব্য স্থির করুন।

প্রদ্যোতবৰ্দ্ধন। উত্তম—কে কোথায় আছ, সেনাপতিকে বন্দী কর। সেনাপতি, তুমি আজ বন্দী।

শৃঙ্খল হস্তে দুইজন প্রহরীর প্রবেশ।

পদ্মনাভ। তোমরা একটু অপেক্ষা কর। মহারাজ, আমি একটী ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত একবার মাত্র একটী প্রতিবাদ ক'র্‌ব সে প্রতিবাদ আমার স্বার্থসাধনের জন্য নয়, মহারাজেরই ভাবী মঙ্গল সাধনার জন্য। মহারাজ, আপনি জানেন না, আপনার পিতা স্বর্গযাত্রা কালে যখন আপনি দশমবর্ষের বালক—তখন আপনাকে আমার হস্তে সমর্পণ ক'রে আমায় শেষ আজ্ঞা দান করেন যে "বৎস পদ্মনাভ! তুমি আজীবন আমার এই শিশু পুত্রের ইষ্টানিষ্টের জন্য দায়ী রৈলে স্বীকার কর।" আমি সেই স্বীকৃতি স্মরণ ক'রে বল্‌ছি, আমাকে আপনি বন্দী ক'র্‌লেই অচিরাৎ আপনার মহানর্থপাত হবে। আমার বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গেই মেঘোদয়ের পর বজ্রপাতের ন্যায় আপনারই বেতনভোগী পরাক্রান্ত সৈন্যগণ এই মুহূর্ত্তেই রাজদ্রোহী হবে।

প্রদ্যোতবৰ্দ্ধন। মিথ্যা কথা! আমার বেতনভোগী সৈন্যগণ তোমার ন্যায় স্বার্থপর ছদ্মবেশী ভৃত্যের জন্য আমার বিরোধী হবে? সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ তোমার আত্মরক্ষার ছল মাত্র।

পদ্মনাভ। মহারাজ! প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ্‌তে চান্?

প্রদ্যোতবৰ্দ্ধন। চাই।

পদ্মনাভ। তা হ'লে আপনি আপনার এই বেতনভোগী ক্ষুদ্র ভৃত্যদ্বয়কে আমায় বন্ধন ক'র্‌তে অনুমতি করুন।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। বন্দী কর, সেনাপতিকে বন্দী কর।

উভয় প্রহরী। ক্ষমা করুন মহারাজ!

গীত।

ও গো ক্ষমা কর, রাজরাজেশ্বর, রোষ পরিহর করি প্রার্থনা।
এই নীতি-সূত্র,শত দোষী পুত্র, পিতৃশ্রীচরণে পায় মার্জ্জনা॥

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। ক্ষমা? রাজ-আজ্ঞাহেলায় ক্ষমা?

উভয় প্রহরী। (যুক্তকর প্রদর্শনে) গীত।

হেন কঠোর আদেশ করো না করো না, করি হে রাজন্, নম্র নিবেদন,
পিতৃসম তব বৃদ্ধ সেনাপতি, তাঁরে কি উচিত করিতে বন্ধন।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। তোমরা আমার বেতনভোগী ভৃত্য নও? দাস নও?

প্রহরীদ্বয়। গীত।

( ওগো ) হই বটে ভৃত্য, আর এ দাসত্ব, নাই চাই মাথে করিতে বহন,
মুক্ত কর ভার, দণ্ড তরবার, কর নরমণি সত্বর গ্রহণ॥

( তরবারি ও শৃঙ্খল রাজপদতলে প্রদান )

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনে মৃত্যুদণ্ড, তাকি তোরা জানিস্ না মূর্খ?

প্রহরীদ্বয়। গীত।

জানি নরমণি, তাই শির জানি, দণ্ড দণ্ড প্রাণ ঘুচাও যন্ত্রণা॥

( রাজার নিকট নতজানু হইয়া অবনত মস্তক প্রদান )

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। উঃ, এত দূর! দূর হ, দূর হ। ( পদাঘাত )

[ প্রহরীদ্বয়ের প্রস্থান।

পদ্মনাভ। আরও প্রমাণ চান? আপনি আপনার কর্ত্তব্য পালন ক'র্‌লেন, এখন আমি আমার কর্ত্তব্য পালন ক'র্‌ছি। এই নিন্ মহারাজ, আপনার পিতৃদত্ত তরবারি। যে তরবারির সাহায্যে এতদিন আমি অবন্তিকার রাজকুমারকে পক্ষীর পক্ষপুটাচ্ছাদিত শাবকের ন্যায় রক্ষা ক'রে এসেছি, যে তরবারি আমার হস্তে এক-দিনের জন্যও স্বমর্য্যাদা শূন্য না হ'য়ে অবন্তিকার রাজশ্রী উত্তরো-ত্তর উজ্জ্বলতর ক'রেছে, যে তরবারী দর্শনে চোর, দস্যু, আততায়ী, রাজদ্রোহী—রাজ্যলোভী শত্রু যমদণ্ডতাড়িত জীবের ন্যায় দেশ-ত্যাগী হ'য়েছে, আজ সেই উজ্জ্বল অখণ্ডগৌরব আপনার পিতৃদত্ত অসি আপনি গ্রহণ করুন। আজ হ'তে আমি আপনার এই বিশাল রাজ্যের একটী ক্ষুদ্র প্রজা হ'তেও তৃণাদপি ক্ষুদ্রতরভাবে অবস্থান ক'র্‌ব। ভগবান আপনার রাজ্যশ্রী বৃদ্ধি করুন। চল্লাম, কিন্তু মহারাজ, আমার এই যাত্রাকালে একটী শেষ নিবেদন স্মরণ রাখ্‌বেন। আমি রাজদ্রোহী নই। যদি মহারাজ আপনার কোনদিন কোন সময়ে কোন ক্ষুদ্র মঙ্গল কার্য্য সাধনের-জন্য এই ক্ষুদ্র সেনাপতির ক্ষুদ্র জীবনের আবশ্যক হয়, তা হ'লে আপনি নির্ব্বিকার চিত্তে আমায় স্মরণ ক'রবেন, আমি সানন্দে

এসে রাজ-মঙ্গলোদ্দেশে জীবন উৎসর্গ ক'রে আমার স্বর্গীয় প্রভুর শেষ আজ্ঞা প্রতিপালনের আত্মপ্রসাদ লাভ ক'র্‌ব। আসি মহারাজ !

[ ধীরভাবে প্রস্থান।

সহাস্যে বিদ্যাধরের প্রবেশ।

বিদ্যাধর। আমি সব শুনেছি, সব দেখেছি, পাছে কার্য্যে ব্যাঘাত পড়ে, তাই কাছে ঘেঁসিনি ! বেশ হ'য়েছে, উত্তম হ'য়েছে, খাসা হ'য়েছে, পাকা গাঁথনীর কাজ হ'য়েছে। ও ষাঁড়ের শত্রু বাঘ আপনা হ'তেই কায়দা হ'য়েছে। রাজা বাবা খুব বুদ্ধিমানের কাজ ক'রলেন ! ও চালচিত্তির দেবতায় কাজ নেই। সেনাপতির অভাব কি ? বাবার নামেই বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খায়। ও বলাদিত্য ফলাদিত্য—আপনার কি ক'রবে, ভাব্‌ছেন কি ? এদিকে আমি কুমার ভায়ার সব সন্ধান যোগাড় ক'রে এসেছি ! আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন। মহারাজ আমি নিশ্চিত বলছি, কুমার প্রাণে মারা যান নি ! তিনি সুস্থদেহে সাহ্লাদেই এই রাজ্য মধ্যে অবস্থান ক'রছেন।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। খুড়ো, প্রহেলিকা রাখ, সরলভাবে যথার্থ সংবাদ বল।

বিদ্যাধর। রাজকুমারের সংবাদ। রাজকুমার এই রাজধানীতেই আছেন।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। এই রাজধানীতে ?

বিদ্যাধর। হাঁ, এই রাজধানীতে।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। কোথায়? কে আমার প্রাণাধিককে গোপন ক'রে রেখেছে?

বিদ্যাধর। মেয়েমানুষে। তবে সে যে সে মেয়ে মানুষ নয় বাবা! মেয়ে মানুষের মত মেয়ে মানুষ। তারা সব পারে। হয় কে নয়, নয়কে হয় ক'রতে পারে, তারা জলজ্যান্ত পুরুষঘাতিনী।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। বল খুড়ো, এমন কে সে রাক্ষসী ডাকিনী?

বিদ্যাধর। আমার ধারণা, ভায়া আমার জয়লক্ষ্মীর পাড়াতেই হাবু ডাবু খাচ্চেন! সে ছুঁড়ি নাকি বেজায় সুন্দরী! পয়সাকড়িরও অভাব নেই। অনুসন্ধানে যতদুর বুঝ্‌লুম, তাতে জয়লক্ষ্মীর এই কাজ।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। বুঝ্‌লাম, অনুমানও যথার্থ। কিন্তু প্রাপ্তির সম্ভাবনা দুরাশা। যদি অসূর্য্যম্পশ্যা জয়লক্ষ্মী বা তৎসদৃশা কোন লাবণ্যময়ী সুন্দরী ধনাঢ্য কুমারী কুমারের স্বমতে তাকে গোপন ক'রে থাকে, তা হ'লে কোন্ শক্তিবলে তাদের অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ ক'রে তুমি কুমারের অনুসন্ধান ক'রতে পার! দুরাশা দুরাশা খুড়ো, আমি যত চিন্তা ক'রছি, ততই তোমার অনুমানের সত্যতা অনুভব ক'রছি! কিন্তু দুরাশা—দুরাশা!

বিদ্যাধর। আপনি সম্রাট্, আপনার আদেশ—কে অমান্য ক'রতে পারে?

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। খুড়ো! পারে, পারে, দুর্ভাগ্য সকলই পারে।

বিদ্যাধর। ভাগ্যধর রাজরাজেশ্বর সম্রাটের দুর্ভাগ্য? রাজার মা কাটকুড়ুনি এ যে অতি হাসির কথা রাজা বাবা! আচ্ছা থাক্, রাজা বাবার কথার উপর আমি কথা কইতে চাইনি। ভাল, তা হ'লে আর এক কাজ ক'রলে হয় না? রাজাদেশ হ'ক, রাজ্যমধ্যে কেউ প্রাপ্তবয়স্কা অনূঢ়া কন্যা রাখতে পারবে না। তারা রাজনির্দ্দিষ্ট স্বয়ংম্বর সভায় বিবাহিত হবে। তারপর সেই স্বয়ংম্বর সভায় সমুদয় রাজশক্তি মিশিয়ে নিয়ে সুন্দরীদিগে আক্রমণ। বলপূর্ব্বক সেই কন্যাহরণ। তারপর সেই কন্যা দিগে রাজগৃহে বন্দিনী ক'রে রাখা হোক্। তা হ'লেই যে যার পীরিতি জোরের টানে তাদের মনের মত মানুষের সন্ধান, ঘরে ব'সেই জান্‌তে পারা যাবে।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। এ যুক্তি গ্রহণীয়। মন্দ কি! অন্ততঃ প্রতিহিংসাও কতক পরিমাণে সাধিত হবে! রাক্ষসী ডাকিনী নারি, তুমি আমার আনন্দনাশিনী, বংশগৌরবধ্বংসকারিণী! রাজদ্রোহী প্রজা নয়, প্রকৃত রাজদ্রোহিণী তোমারই! খুড়ো, তোমার মতেই মত। তাই ঘোষণা কর, তাই রাজাদেশ! দেখি সেনাপতি, গরলঅমৃতমুখ বৃদ্ধ! তোমার রাজবিরোধী অপরিণামদর্শী পুত্র বলাদিত্য সহযোগে তুমি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কি ক'রতে পার! বলাদিত্য রাজদ্রোহী, রাজদণ্ডিত ব্যক্তির মুক্তিদানে রাজশক্তির সম্মুখে শীর্ষোত্তলোন ক'রেছে। রাজাদেশ—কে কোথায় আছ, নগরাধ্যক্ষকে সংবাদ দাও, বলাদিত্যকে বন্দী ক'রুক।

বিদ্যাধর। বাবা মেয়ে মানুষ, এবার তোমরা বিদ্যাধরের বিদ্যার কাছে দৌড় ঝাঁপ কর দেখি? আজ বলাদিত্য যখন বন্দী হবে, তখন সব ছুঁড়িকে কায়দায় পুরবো। শালীরা কিনা আঁশ বঁটি দিয়ে আমার নাক কাট্‌তে আসে! আবার বলাদিত্যের নাম ক'রে ভয় দেখায়! এ সব শালী জয়লক্ষ্মীর কাজ, শালীকে আজ যে কায়দা ক'র্‌তে পার্‌লুমনি! যত সব কাপুড়ে হেগো রাজা, মেয়ে মানুষ শাসন ক'র্‌তে পারে না ত রাজ্য শাসন ক'র্‌বে কি? আচ্ছা জয়লক্ষ্মী, থাক্ তোর অতুল ধনৈশ্বর্য্য! যে তোকে ভয় ক'রে করুক; কিন্তু আমি বিদ্যাধর; আমারও প্রতিজ্ঞা রৈল—তোকে আমার খাটে এনে তুল্‌বই! এতে যায় প্রাণ—ভিক্ষা মেগে খাব। যাই এখন, নগরে রাজাদেশ ঘোষণা ক'রে দিগে! শোনগো পাহাড়ের চেয়েও উঁচু স্বর্গবাসী দেবতারা, আমার তোমাদিগে খুব মাথা নুয়িয়ে প্রাতঃপ্রণাম করা রৈল। দিনের পাপ, কেউ নিওনা ঠাকুর! আমি বাবা, বৌদ্ধ ফৌদ্ধ নই! আমি তোমাদের পায়ের নফর গোঁড়া গোলাম হিন্দু!

[ প্রস্থান

---

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভবানী-মন্দির।

একটি পাত্রে চতুর্দ্দশ ভাণ্ডহস্তে ভবানীর প্রবেশ।

ভবানী। গীত।

সারাদিন ডাকি (ভবানীর) ভাই বোন্ ব'লে,
কেউ ভবানীর কাছে এল না।
কারেও বলি পিতা, কারেও বলি মাতা,
কারো হই মাতা, তবু মায়া, মমতার মায়া গেলনা॥
চৌদ্দটী ব্রহ্মাণ্ড (এই) চৌদ্দভাণ্ডে ভরি,
নাড়ি চাড়ি খেলি, রাখি ভাঙ্গি গড়ি,
নিজের ভাবে নিজে ঘুমে ঢলে পড়ি,
ছাড়ি ছাড়ি করি তবু ছাড়া হলোনা॥

নেপথ্যে—বলাদিত্য। ভবানি, ভবানি, দিদি আমার, একটুকু জল আন্ বোন্, তৃষ্ণায় আমার প্রাণ যায়।

ভবানী। কে ভাই বলাদিত্য, তৃষ্ণার্ত্ত তুমি! কৈ দাদা, এস, এস, এই যে আমি পিপাসাতুরের জন্য সুশীতল সুবিমল স্নিগ্ধ নির্ঝরের জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এস ভাই আমার!

আহতাবস্থায় বলাদিত্যের প্রবেশ।

ভবানী। একি দাদা, তুমিত শুধু তৃষ্ণাতুর নও, তুমি যে

আহত, সর্ব্বাঙ্গে তোমার রুধির-চিহ্ন! কে তোমার মস্তকে আঘাত ক'রেছে? ও, তুমি যে আজ রাজদ্রোহী? তাই বুঝি তার এই পরিণাম! এস দাদা, এই জল নাও, আগে পিপাসা শান্ত কর।

( জল দান )

বলাদিত্য। ( জলপান পূর্ব্বক ) আ, আচ্ছা ভবানি! আমি রাজদ্রোহী, এ কথা তোকে কে ব'ল্লে?

ভবানী। ব'ল্বে আবার কে? সে কথা কি আর লুকোন থাকে? রাজার রাজ্যে বাস ক'রে রাজার সঙ্গে শত্রুতা, একি আর গোপন থাকে? এইত রাজ-প্রহরীরা তোমাকে বন্দী ক'র্বার জন্য এই ভবানী-মন্দিরে খুঁজ্তে এসেছিল! কেন দাদা, এ দুর্ম্মতি তোমার হ'ল! আহা দেখ দেখি, সোণার গায়ে কত ক্ষত বিক্ষত হ'য়েছে!

বলাদিত্য। ভবানি, বোন্টী আমার, তুই আমার দেহকে ক্ষত বিক্ষত দেখেছিস্, কিন্তু আমার প্রাণটার অবস্থা কি হ'য়েছে, তাকি দেখ্ছিস্! তুইত বোন্টী আমার, মানুষের মন প্রাণ সবই দেখ্তে পাস্! দেখ্না ভবানি, আমার প্রাণ একবার দেখ্না!

ভবানী। তাইত দাদা, তোমার প্রাণে যে সুধার তরঙ্গ খেলে বেড়াচ্চে! তোমার চোখ দিয়ে যে সে সুধার শান্তিধারা ঝর্‌ছে! তবে বলনা দাদা, রাজার প্রহরীরা তোমায় রাজদ্রোহী ব'ললে কেন? রাজদ্রোহী মহাপাতকীর প্রাণে কি এমন সঞ্জিবনী সুধার তরঙ্গ খেলা করে?

বল্লাদিত্য। যে যা বলে ব'লুক ভবানি, তোর প্রাণে আমাকে কি বলে, তাই বল্ দেখি?

ভবানী। তুমি কি ক'রে এসেছ, তা না ব'ল্লে তুমি সাধু কি দুষ্ট, তা আমি কেমন ক'রে জান্‌ব? হাঁ দাদা, তুমি রাজার কি ক'রেছিলে?

বল্লাদিত্য। রাজা পুত্রশোকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, আজ পাঁচটী নির্দ্দোষ প্রজাকে বিনা বিচারে শূলদণ্ডের আজ্ঞাদান করেন। বধার্থে তারা বধ্যভূমিতে আনীত হ'লে আমি তা'দিগে বলপূর্ব্বক মুক্তিদান ক'রেছি।

ভবানী। তুমি খুব অন্যায় কাজ ক'রেছ! আমি ব'ল্‌ছি, সত্যই তুমি রাজদ্রোহী! তুমি ব'ল্‌ছ বিনা বিচারে রাজা নিরপরাধ প্রজার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দান ক'রেছেন! কিন্তু তাকি সম্ভব? রাজার বিচার প্রকাশ্য সভায় হ'তে পারে, আর তিনি মনে মনেও তা ক'র্‌তে পারেন! ন্যায়ের অবতার রাজা কখনই অন্যায় করেন না! রাজা প্রজার বিচারকর্ত্তা, কিন্তু দাদা, প্রজা ত রাজার বিচারকর্ত্তা নয়? তবে তুমি কেন প্রজা হ'য়ে রাজআজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ ক'র্‌তে গিয়েছিলে?

বল্লাদিত্য। তুমিও এখন রাজবিচারের মত ভ্রান্ত ধারণাতে বশীভূত হ'চ্ছ! বোন্‌টী আমার, ভাল ক'রে বুঝে দেখ দেখি, রাজা নিজের বিষয় বিচারের কতদূর ন্যায্য অধিকারী? রাজপুত্র নিরুদ্দিষ্ট, তার বিচারক স্বয়ং রাজা! সে রাজপুত্র নিরুদ্দিষ্ট কি অপহৃত—তার যথার্থতা কি? কেহই অবগত নয়! হয় ত সে

নিজেই আত্মগোপন ক'রে কোন সৎশিক্ষা লাভ ক'র্‌ছে, বা কোন তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হ'য়ে দেশভ্রমণ ক'র্‌ছে। মাত্র সন্দেহের উপর কি বিচার চলে? না রাজা মনে মনে বিচার ক'রে দণ্ডের ব্যবস্থা ক'র্‌তে পারেন? আজ যদি এই পাঁচটী প্রজার প্রাণবধের পর রাজপুত্র কাল এসে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হন, তা হ'লে কি সেই দণ্ডিতহত পাঁচটী প্রজার প্রাণ সেই সঙ্গে এসে উপস্থিত হবে! না তখন রাজার বিচারকার্য্য বৈধ হয় নাই ব'লে প্রজারা রাজার কোনও দণ্ডবিধান ক'র্‌বে? কারও কিছু হবে না। রাজা তখন হারানিধি কোলে নিয়ে হাসিমুখে আনন্দলাভ ক'র্‌বেন. আর এদিকে সেই হত পাঁচটী হতভাগ্য প্রজার দশটী মাতা-পিতার আর্ত্তনাদে, পাঁচটী সদ্য বিধবানারীর হাহাকারে, কতকগুলি পিতৃহীন অপগণ্ড শিশুর আকুল রোদনে, রাজ্যবাসীপ্রাণ কি রাজনিন্দা গান ক'র্‌বে না? তুমি ব'ল্‌ছ ভবানি,আমি রাজদ্রোহী, কিন্তু আমি জান্‌ছি—আমি রাজবন্ধু! আমি রাজার প্রকৃত মঙ্গল সাধনের জন্য এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ ক'রেছি। ভবানি, অন্যে যে যা বলে ব'লুক, কিন্তু তুমি আমায় রাজদ্রোহী ব'ল না।

ভবানী। দাদা, তর্কে তুমি আমায় পরাজিত ক'র্‌তে পার, কিন্তু আমি তর্ক চাই না। আমি আমার সরল বুদ্ধিতে যা আস্‌ছে, তাই ব'ল্‌ছি—শোন, তুমি আজ রাজ-ইচ্ছার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ ক'রেছ! হোক্ রাজা অত্যাচারী দর্পিত, কিন্তু তুমি জান—এ মন্দির সেই রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত। এ স্থান তাঁর, আমি ব'ল্‌ছি, তুমি এই মুহূর্ত্তে এ মন্দির-প্রাঙ্গণ ত্যাগ কর। আমার পিতা এ

মন্দিরের রক্ষক। পিতার অনুপস্থিতে তোমায় আমার আজ্ঞা মান্‌তে হবে।

বলাদিত্য। বল কি ভবানি, আমি তোমায় রেখে এ মন্দির-প্রাঙ্গণ ত্যাগ ক'র্‌ব? বেশ, তাই ত্যাগ ক'র্‌ব, কিন্তু ভবানি, তুমিও আমার সঙ্গে চল।

ভবানী। দাদা, তোমার সঙ্গে আমি কোথায় যাব?

বলাদিত্য। তবে ভবানি, আমি তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব? আমি হাস্‌তে হাস্‌তে এ ভবানী-মন্দির কেন—ভবানীর পৃথিবী ত্যাগ ক'র্‌তে পারি, কিন্তু বালিকা ভবানীর ভ্রাতৃস্নেহ-স্নিগ্ধ কোমল ক্ষেত্র হ'তে সূচ্যগ্র ভূমি ত্যাগ ক'র্‌তে পারিনি।

ভবানী। জানি দাদা—তোমার ভালবাসা আকাশের চেয়েও উচ্চ, মহাসাগর হ'তেও উদার, স্বর্গ হ'তেও গৌরবময়, আমার তৃপ্তি-তীর্থের মঙ্গলময় বিগ্রহ তুমি, তবু আমি বল্‌ছি দাদা, আজ তুমি রাজদ্রোহী! রাজদ্রোহীর স্থান এ রাজ-প্রতিষ্ঠিত ভবানী-মন্দিরে নয়! যদি তুমি ভবানীর আদর ভালবাসা চাও, তাহ'লে শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ কর, তুমি যে রাজদ্রোহী!

সিদ্ধিনাথের প্রবেশ।

সিদ্ধিনাথ। প্রগল্‌ভা বালিকা, কাকে রাজবিদ্রোহী ব'ল্‌ছিস, কাকে রাজদ্রোহী ধর্ম্মবিরোধী ব'লে হতাদর ক'র্‌ছিস্, কাকে রাজবিদ্রোহী ব'লে মন্দির হ'তে তাড়াচ্ছিস্? স্নেহের অবোধিনি, দেবতা চিনিস্ না?

ভবানী। বা, এই যে বাবা এসেছেন, তা বেশ, এবার তুমি দাদা যা ইচ্ছে ক'র্‌তে পার। বাবা, আমাকে মাপ্ ক'র। তোমার ঘরদোর বুঝে নাও। আমি এবার মুখ্‌টী বুঝে চুপ্‌টী ক'রে ব'স্‌লুন্। আমার ভাঁড় নিয়ে আমি খেলা করি! এখন তোমরা কথা কও। (ক্রীড়ারত)

শক্তিপ্রসাদের প্রবেশ।

শক্তিপ্রসাদ। গীত

কি দেখ্‌লামরে ভবানী-মন্দিরে।
দেখ্‌লাম অমনি ডুব্‌লাম ভাব-আনন্দ নীরে॥
কি খেলা খেলিছ মা ছদ্মবেশে ভাণ্ডোদরি,
এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে মাগো ঐ ক্ষুদ্র ভাণ্ডে ভরি,
(আর কতদিন লুকাবি মা, এ কিশোরী বালিকা সেজে)
আর করিস্‌না খেলা, ক'রে ভাণের ঘরে চুরি।
কার কাছে করিস্ লুকোচুরি, বল্ মা আমার মাথার কিরে॥

ভবানী। বিট্‌লে বামুন, আবার এসেছিস্, বাবাকে ব'লে দোব, তুই আমার সঙ্গে দিন রাত্তির লাগ্‌বি?

শক্তিপ্রসাদ। গীত

তোরে কে চিন্‌তে পারে চিন্ময়ী গো লীলা-রঙ্গিণী।
নট নর্ত্তনে নিত্য রতা নবরূপা মায়া-রঙ্গিণী।
হ'য়ে আদি প্রকৃতি ব্রহ্মাণ্ড প্রসবিয়ে বিধি-বিষ্ণু-জননী।
আজি মা বালিকা সাজিলে, পুত্র কি সকলে
থাকে ভুলে নিজ জননীরে॥

ভবানী। বিট্‌লে ঠাকুর, আমাকে খেল্‌তে দেবে না!

শক্তিপ্রসাদ। খেল্‌তে দোব না কেন মা! তোর খেলা কে ভাঙ্‌তে পারে মা! তবে আনন্দময়ী শিবরাণি! আমি এলে তুই কেন যে বিরক্ত হ'স, তাকি আমি বুঝি না? আনন্দময়ী যে তুই, তোর নিত্য আনন্দময়ী মূর্ত্তির নিকট আমার মত নরাধম আনন্দ লাভ ক'র্‌বার অধিকারী ত নয় মা! কর্‌ আনন্দময়ি, নিজের আনন্দ নিজে উপভোগ কর্‌। বৎস সিদ্ধিনাথ!

সিদ্ধিনাথ। গুরুদেব!

শক্তিপ্রসাদ। স্মরণ আছে কি, গত সিদ্ধিমহাষ্টমী কতদিন হ'য়েছিল?

সিদ্ধিনাথ। ছয় মাসেরও অধিক।

শক্তিপ্রসাদ। নিশ্চয়ই তোমার স্মরণ আছে, সেইদিন একটী মাতৃমন্ত্রগ্রহণার্থী মাতৃনিষ্ঠ সেবক—যেটীকে তুমি আমার আশ্রমে দেখেছিলে, তিনি আবার সেই সিদ্ধিমহাষ্টমীর শুভক্ষণ অনুসন্ধান করেন।

সিদ্ধিনাথ। প্রভু, তা হ'লে আপনি তাঁকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ দান ক'রে ব'ল্‌বেন, আমি অবিলম্বেই সে সংবাদ তাঁকে প্রেরণ ক'র্‌ব।

শক্তিপ্রসাদ। তা হ'লে আমি আসি, তাকে আমি তোমার এই সংবাদ জ্ঞাপন ক'র্‌ব।

[ প্রস্থান।

সিদ্ধিনাথ। যে আজ্ঞা। বৎস! প্রকৃত রাজভক্তিপরায়ণ

দেশবৎসল কর্ম্মকুশল বলাদিত্য প্রিয় শিষ্য আমার! আজ তোমার কার্য্যে এ রাজ্যের ভবিষ্য শান্তি-সুখের সহ রাজবংশের চিরস্থায়ীত্ব প্রত্যক্ষ দর্শন ক'র্‌ছি। আজ তুমি ধন্য, আর আমি তোমার গুরুদেব ব'লে আমিও ধন্য! যাও বৎস! (সর্ব্বাঙ্গে হস্তপ্রদান পূর্ব্বক) উন্মুক্ত প্রসারিত কর্ম্মক্ষেত্রে—সম্মুখে কর্ত্তব্যের বিস্তৃতায়তন মহোচ্চ মহাগিরি দেখে যেন ভীত হ'য়ো না। মহাগিরি লঙ্ঘন কর! পুরুষসিংহ তুমি, যদিও ভীতি তোমার শুদ্ধ স্বভাবের চির-নির্ব্বাসিত অপরাধী, যদিও তুমি মহাযোগী, কীর্ত্তি-অমরতায় সিদ্ধিলাভ ক'রেছ, তথাপি তুমি আমার সেই কিশোর-মূর্ত্তি বালক! স্নেহের শিষ্য বলাদিত্য! এখনও যেন আমার নিকট তুমি স্বভাবের সম্পূর্ণতা লাভ ক'র্‌তে পারনি। কিন্তু তুমি সম্পূর্ণ! তবে আমার এ যে নীতি-শিক্ষাদান—সে কেবল স্নেহের স্বাভাবিক সরল ধর্ম্ম! ভালবাসার অনবদ্য অনাবিল উচ্ছ্বাস!

বলাদিত্য। হে কর্ত্তব্য-মহামন্ত্র-দীক্ষাগুরু! আমি চিরদিনই প্রভুর নিকট অসম্পূর্ণ। আজ মাত্র আপনার নিজের আশীর্ব্বাদেই সম্পূর্ণ ব'লে সম্মানিত গৌরবমণ্ডিত হ'চ্চি! যে দিন বর্দ্ধন-রাজবংশের বর্ত্তমান গৌরবমুকুট মহারাজ প্রদ্যোতবর্দ্ধন সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে নাস্তিক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণে হিন্দু প্রজার প্রতি নিষ্ঠুর পশুবৎ আচরণে প্রবৃত্ত হ'লেন, সেই ঘোর সঙ্কটের মুহূর্ত্তে আমি আপনার পদপ্রান্তে ব'সে প্রথম দীক্ষা গ্রহণ ক'রেছিলাম। সেই দিন এখনও মনে পড়ে! সেই দিন এই ভাগ্যধরের হৃদয়-ক্ষেত্রে রাজ্যহিতৈষিতা-দেশহিতৈষিতা-কর্ত্তব্য-পরায়ণতা-মহাবীজ

বপনের সেই পুণ্যদিন! আপনিই তার বপনকর্ত্তা! সে বীজ নিষ্ফল হবে কেন? বীজ অঙ্কুরিত হ'য়েছে! আপনারই অমোঘ আশীর্ব্বাদ বারিসেচনে নিশ্চয়ই সেই অঙ্কুরিত বীজ পল্লবিত, মুকুলিত, পুষ্পিত ফলিত হবে! এ কার গৌরব গুরুদেব!

সিদ্ধিনাথ। আমার শিষ্যেরই গৌরব! বৎস, এ ভগবানের সৃষ্ট রাজ্যে অনেক প্রকার বীজ সঞ্চিত আছে, বপনকর্ত্তাও দুর্ল্লভ নয়, কেবল উর্ব্বর ক্ষেত্রেরই অভাব! আমি প্রত্যক্ষদর্শন ক'রেছি বৎস! কত উৎকৃষ্ট বীজ অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে পতিত হ'য়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হ'য়েছে।

বলাদিত্য। সত্য গুরুদেব! কিন্তু ক্ষেত্রের উর্ব্বরতাও বীজ-বপনকর্ত্তার যত্নের পুরস্কার! আপনি এও কি প্রত্যক্ষদর্শন করেন না যে, কত উর্ব্বর ক্ষেত্র কৃষির অভাবে কণ্টকী তৃণ গুল্মে পূর্ণ হ'য়ে গেছে!

নেপথ্যে—প্রহরীগণ। এই পথে—এই পথে—এই পথে রাজদ্রোহী বলাদিত্য এসেছে।

নেপথ্যে—কতিপয় সৈন্য। নারে—এদিকে যে ভবানীমন্দির।

বলাদিত্য। (অস্ত্র নিষ্কাষণপূর্ব্বক) গুরুদেব, আজ্ঞা করুন! আপনার কর্ত্তব্য-মহাক্ষেত্রে যাত্রা করি! আর রাজদ্রোহী কলঙ্কিত নাম শুনতে পারি না। আর এরূপ আত্মগোপন ক'রে কতদিন থাক্‌ব? আর মা ভবানীই বা কতদিন আমার জীবন এ ভাবে রক্ষা ক'র্‌বেন?

সিদ্ধিনাথ। স্থির হও বৎস! মাত্র বাহুবলে এ জগতে

কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। বীরত্বের আবশ্যক। সে বীরত্ব মাত্র বাহুবলে নয়! ধৈর্য্য, সংযম, তিতিক্ষা প্রভৃতিও সে বীরত্বের উপকরণ। তাই বলি স্থির হও। এখন এস, এ বিষয়ে অনেক মন্ত্রণা আছে।

[ সকলের প্রস্থান।

---

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

জয়লক্ষ্মীর অন্তঃপুর।

জয়লক্ষ্মীর সখীগণের প্রবেশ।

সখীগণ। গীত।

ওরে আমার সোণার লতা!
সোণা হ'লে নওত কঠিন সাবি তোমার কোমলতা॥
তোমার কোমল বদন, কোমল বচন
কোমল তোমার চাউনি খানি;
তোমার কোমল চরণ, কোমল চলন,
কোমল গঠন, চরণ তোমার কমল-জিনি;
সরল কোমল হৃদয় তোমার, না জানেলো কুটিলতা।
কোন্ কমলে কমলিনি! ক'রবে বরণ বল্‌লো তা॥

জয়লক্ষ্মী। ও আবার কেমন কথা! বরণ আবার কি? ও বরণ আর মরণ একই কথা! একি সুখের জীবন দেখ্ দেখি? বরণ

ক'রে আপন বন্ধন কে কোথায় চায় সখি! আমি চিরদিনই কুমারী থাক্‌ব। বল্ দেখি বোন্, কি সুন্দর কুমারী-জীবন! কারও জন্য ভাব্‌তে হয় না, কারও আশা-পথ চেয়ে থাক্‌তে হয় না, কারেও সুখের ভাগ দিতে হয় না, কারও দুঃখের ভার গ্রহণ ক'র্‌তে হয় না, কারও মলিন মুখ দেখ্‌লে সংসার মলিন দেখ্‌তে হয় না, কারও একটী মধুর কথা শুন্‌বার জন্য চাঁদমুখী চকোরীর মত উৎকণ্ঠিতা হ'য়ে থাক্‌তে হয় না। কারও একটু ভালবাসার জন্য মেঘমুখী চাতকীর মত সামান্য বারির আশায় "জল দে, জল দে" ব'লে চীৎকার ক'র্‌তে হয় না। তাই বলি সখি, কি সুন্দর এ স্বাধীন কুমারী-জীবন!

১ম সখী। অবাক্ ক'র্‌লি যে জয়লক্ষ্মি! তা আবার মেয়ে মানুষে পারে?

জয়লক্ষ্মী। পার্‌বে না কেন? আমি কি "বিয়ে, বিয়ে" ক'রে হেদুচ্চি নাকি?

২য় সখী। ওগো ও কথা মুখে সকলেই বলে! মনটাকে নেড়ে চেড়ে বেশ সত্যি কথা বল্ দেখি?

জয়লক্ষ্মী। সত্যি কথা ব'ল্লুম না কি মিথ্যে কথা ব'ল্লুম?

১ সখী। নে, ও সব কথা ছেড়ে দে বোন্! সত্যি মিথ্যে পরে বুঝে নোব। এখন তুই এমন একটী গান কর যে আমাদের জন্মের মত পুরুষের নাম গন্ধ যেন না নিতে হয়। আর তোর গানেও যেন কোন পুরুষ-গন্ধ না থাকে।

জয়লক্ষ্মী। তেমন গান আমি কোথায় পাব? গান পুরুষের

সৃষ্টি! গানের ভাষা, কাব্য, ব্যাকরণ, অভিধান সবই পুরুষের সৃষ্টি! যেখানে একটী রমণীর বিষয় আছে, সেখানে অমনি পুরুষের দৃষ্টি গিয়ে তাকে ঘেরে দাঁড়িয়েছে! ফুলের গান ক'র্‌বে, অমনি সেখানে ভ্রমর ভন্ ভন্ ক'র্‌ছে! লতার নাম ক'র্‌বে, অমনি সেখানে তমাল রসাল তরু মাথা উঁচু ক'রে তাকে দেখ্‌ছে! কোন দেবীর গান ক'র্‌বে, অমনি দেবতা এসে তাল ঠুকে দাঁড়িয়ে আছে! ছাই, পুরুষ ছাড়া কি গান, কাব্য, নাটক কিছু হবার যো আছে?

১ম সখী। অতো কাজ কি বোন্, তুই পুরুষ মানুষের ত্রি-সীমানায় যাস্ না! এখন একটা গান গা ভাই!

জয়লক্ষ্মী। তোর অনুরোধে না পারি কি? নাও সুধামুখি! সুধা পান কর।

গীত।

শাখে ব'সে পাখী করে গান, আকুল করে গো কেন প্রাণ।
ফুল ফুটে নিজ বাসে কেন আসে মনে দান প্রতিদান॥
সৌন্দর্য্যের ভোগ রূপের পিয়াসা,
একা ভোগে কেন নাহি মিটে আশা,
একায় না হয় কেন ভালবাসা, কেন কার তরে আসে অভিমান॥

১ম সখী। ওলো কুমারি! ঐ সেই এসে উঁকি দিচ্চে।

জয়লক্ষ্মী। কে সে?

১ম সখী। ঐ সে—পুরুষ!

জয়লক্ষ্মী। মর্ মর্, পুরুষ কেন হবে লো? মেয়ে মানুষ বুঝি হ'তে পারে না?

২য় সখী। তাতে অমন মন আন্ চান্ করে না! অমন ক'রে ভাবিয়ে তুলে না! অমন ক'রে আশা-পথ চাইতে হয় না।

নেপথ্যে—বাদ্য

নেপথ্যে—ঘোষণাকারী প্রহরী। রাজ্যবাসী অনূঢ়া পিতা-মাতার অভিভাবকগণের প্রতি রাজাদেশ, তাঁরা কুমারী অনূঢ়া কন্যাকে গৃহে স্থান দান ক'র্‌তে পার্‌বেন না। মহারাজ প্রদ্যোতবর্দ্ধন স্বয়ংবর সভা প্রস্তুত ক'রেছেন, সেই সভায়—নানা জাতির বিবিধ রূপগুণযুক্ত বহুসংখ্যক নিমন্ত্রিত বরপাত্র সমাগত। কুমারী কন্যার অভিভাবকগণ তিন দিনের মধ্যেই স্ব স্ব কুমারী কন্যাসহ সেই স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হ'ন।

১ম সখী। সখি! রাজ-ঘোষণাবাদ্যকারী কি ব'লে কি ঘোষণা ক'র্‌ছে নয়?

জয়লক্ষ্মী। ছেড়ে দে বোন্, রাজা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে ক্ষিপ্ত হ'য়েছেন। শুন্‌ছি রাজ্যবাসী প্রজাদের প্রতিও বিলক্ষণ অত্যা-চার ক'র্‌ছেন।

২য় সখী। আবার কে নাকি রাজার খুড়ো এসে জুটেছে! সে দিন আমাদের পাড়ায় খুড়োঠাকুর এসে খুব গর্জ্জন ক'র্‌ছিল!

১ম সখী। রাজার ছেলে নাকি নিজের স্ত্রী হত্যা ক'রে নিরুদ্দেশ!

২য় সখী। আবার রাজাকে নাকি কে ব'লেছে, তাকে কোন্ মেয়ে মানুষে ধ'রে নিয়ে রেখেছে।

১ম সখী। সে ত শেষের কথা, রাজা আগে রাজ্যবাসী

প্রজাদের ক জনকে রাজপুত্রহরণকারী সন্দেহ ক'রে শূলে দেবার আজ্ঞা করেন।

২ সখী। হাঁ, হাঁ, শুনেছি, সেদিন বৃদ্ধ সেনাপতির পুত্র বলাদিত্য না থাক্‌লে—আহা সে বেচারাদের আর প্রাণ থাক্‌ত না!

জয়লক্ষ্মী। কেন বৃদ্ধ সেনাপতির পুত্র বলাদিত্য রাজাজ্ঞার বিরুদ্ধে কি ক'র্‌লে?

২য় সখী। সে বড় অদ্ভুত বোন্! ধন্যি বলাদিত্যের সাহস! সে না কি সে দিন সেই বধাভূমিতে একা পাঁচ শো হ'য়ে গিয়ে সেই নিরপরাধ প্রজাদিগে শূলকাষ্ঠের উপর হ'তে নামিয়ে এনেছে! তাই রাজা আবার আজ্ঞা ক'রেছেন, বলাদিত্য রাজদ্রোহী, তাকে বন্দী কর।

জয়লক্ষ্মী। না, না, কেউ তাকে বন্দী ক'র্‌তে পার্‌বে না! শত রাজার শত চেষ্টা বিফল হবে! আহা বোন্! এমন অত্যাচারী রাজার রাজ্যে এমন নরদেবতারও বাস আছে? আহা বলাদিত্য! রাজভয়ে ভীত হয়ো না! ভগবান্ তোমার সহায় হবেন, রাজ্যবাসী লক্ষ লক্ষ প্রজার বক্ষোত্থিত আশীর্ব্বাদ তোমার অক্ষয় কবচরূপে তোমায় রাজ-অস্ত্র হ'তে রক্ষা ক'র্‌বে!—না—না—এ সব কথা থাক্। রাজার কথা—রাজ্যের কথা—যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা—অবলা মহিলা অন্তঃপুরে কেন? না—না, একটা গান কর। সত্য সত্যই বলাদিত্য দেবতা, একদিন দেখেছি, রূপে সে অনঙ্গদেব, আর রূপেগুণে সে কুমার উঃ দেবতার প্রতিও এত অত্যাচার! না, না, পরচর্চ্চা কেন, না, না, না—তোরা গান কর্! তোরা গান কর্।

সখীগণ। গীত।

বাজে সই মধুর স্বরে কার বীণা।
শোন্ গো শোন্ বিধুমুখি, ও স্বর চেনা চেনা নয় কিনা॥
অলসে ঘুমিয়ে প'ড়িস্, স্বপনে কারে হেরিস্,
অমনি তারে বুকে ধ'রিস, ( কেন ) জেগে ম'রিস সে বিনা॥
তুই মনে মনে সবি জানিস্, ( কেন ) মুখ ফুটে বল্ ব'ল্‌বি না॥

জয়লক্ষ্মী। মুখ ফুটে ব'ল্‌ব না কেন? ভালবাসি তোদের! আমি শপথ ক'রে ব'ল্‌তে পারি, আমি জীবনে কখন কোন পুরুষকে ভালবাসি না!

২য় সখী। রাম, রাম, মহাভারত, মহাভারত! কি সত্য-বাদিনী গো! উনি কখন পুরুষকে ভালবাসেন না! তবে বল্লাদিত্য দেবতা, রূপে সে কাম, রূপেগুণে সে কার্ত্তিক—একে কি আর ভালবাসা বলে? রাম কহ!

জয়লক্ষ্মী। ভালকে ভাল ব'ল্‌ব না? ভাল বলার নামই কি ভালবাসা? এই পূর্ণিমার চাঁদ সুন্দর, ফুল্ল-মল্লিকা সুন্দর, গজমুক্তা সুন্দর, এই রাগ সুন্দর, শ্যাম সুন্দর, কল সুন্দর, ফুল সুন্দর, তা হ'লেই কি ভালবাসা হ'ল! মহাভারত অশুদ্ধ হ'ল?

২য় সখী। ওগো না সুন্দরি, তা নয় গো—

নেপথ্যে—নীরজা—জয়লক্ষ্মী!

জয়লক্ষ্মী। চুপ, চুপ বোন্! ধাইমার কণ্ঠস্বর নয়? কে—ধাইমা!

নীরুজার প্রবেশ।

নীরুজা। কে ধাইমা? রাক্ষসী মা তোর আমি!
জয়লক্ষ্মি! মা আমার!
এ দগ্ধ অদৃষ্টে আছে কত বিড়ম্বনা,
কত কুগ্রহের ফলভোগ, ইয়ত্তা কি তার!
প্রতিদিন কহি বাছা তোরে, নহে ভাল
কুমারী-জীবন,
কবে নানা জন নানা ভাবে নানা মন্দ কথা।
পাবি নিজে ব্যথা, পাব মনস্তাপ আমি!
বংশের উজ্জ্বলপ্রভা হইবে মলিন—
যদি কেহ হীনভাবে চাহে জয়লক্ষ্মী তোরে!
তবু তোর পণ—পরিণয় দাসত্ব-বন্ধন,
সে বন্ধনে আবদ্ধ না হ'তে চাও তুমি।
কিন্তু এবে শুনিছ ত' দেশ-স্বামী রাজার ঘোষণা?

জয়লক্ষ্মী। মাগো, বুঝি এইমাত্র সে ঘোষণাধ্বনি—
আমাদের কণ্ঠসৃত সংগীত-হিল্লোলে করি ঘাত-প্রতিঘাত,
ঘোষণার অর্থহীন ভাষা ছিল করিতে প্রকাশ!
বল ওমা, ক্ষিপ্ত রাজা কিবা করিছে ঘোষণা?

নীরুজা। নৃপ-রাজ্যে রহিবে না কেহ—
পবিত্র বিবাহ-যোগ্যা কুমারী অনূঢ়া!
তাই স্বয়ংবর-সভা রাজাদেশে হ'য়েছে সজ্জিত,
সমাগত নিমন্ত্রিত নানারূপ গুণধর বর রাজ-নিমন্ত্রণে।

যে জনে বাসনা কর বর সত্বর কুমারি,

নয় রাজবৈরী হবে তুমি, এই তব শেষ পরিণাম।

জয়লক্ষ্মী। ধাত্রী দেবী স্নেহময়ী তপস্যার ফল করুণা-অমৃতরূপা—

স্নেহময়ী জননী আমার!

হেন রাজ-আশা মরীচিকা সম!

অসম্ভব সম্ভবে কি দেবি!

নীরুজা। রাজ-আশা-মরীচিকা না বল কুমারি,

সরোবর তাহা, রম্য মনোহর!

অধিকৃত প্রকৃতির তরুলতাবৃত রম্য উপবনে—

কে বা কবে ছায়ার কাঙাল!

ভিখারী কে কোথা লভে ধনপতি কুবেরের—

অলকার ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার?

না জান নন্দিনি, রাজা কেবা,

একচ্ছত্রী রাজশক্তি কত গো মহতী,

রাজবাঞ্ছা—সিন্ধুমুখী নদী,

ধ্রুব সে মিলিবে সিদ্ধি-সিন্ধুমাঝে।

জয়লক্ষ্মী। না বল মা, হেন বাণী হ'য়ে তুমি জ্ঞান-বিজ্ঞাবতী—

সরস্বতী; কে রাজা মা! জান নাকি সতি, রাজা হ'তে—

রাজা এক, ব্রহ্মাণ্ডের একচ্ছত্রী যিনি,

তারি রাজ্য সব—স্থায়-মৃত্তিকায় গড়া,

জাননা কি সে রাজ্যের সীমা কত দূর,

জাগ্রত কল্পনা তার নহে সীমা,

বঙ্গোপসাগর হ'তে নহে গিরি-হিমালয়—
এই পৃথিবীর মুষ্টিমেয় ভূমি! এই মুষ্টিমেয় ভূমি হ'তে
কত বৃহত্তর হয় মা পৃথিবী, কত দূর তার পরিমাণ,
তাহার সমান তা হ'তে মহান্—তা হ'তেও ক্ষুদ্র কত
অগণিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—
এক রাজ্য হয় সেই রাজাধিরাজের।
মাত্র তাঁর ইচ্ছা হবে জয়ী!
মাত্র অদ্বিতীয় সেই—আর কেহ নাই তাঁর তুলনায়,
যথা হয়—অনন্তের অনন্ত তুলনা,
দ্বিতীয় উপমা মিলে না ধরায় যাঁর।
এ যে ন্যায় রাজ্য তাঁর, এ রাজ্যের রাজা ন্যায়-অবতার,
প্রলাপী উন্মাদ নহে।

নীরজা। কি জানি মা আমি, বিদ্যাবতী তুমি,
ভেবে দেখ' এর পরিণাম,
আমি মা ক'দিন—অবসান জীবনের অপরাহ্ন বেলা,
অস্তগামী আয়ু-রবি, ভবঘাটে বিক্রেত্রী মানবী—
সকল বাণিজ্য করিয়াছে শেষ—
এতদিন লাভালাভ না ক'রেছে নির্দ্ধারণ,
আছে কি না আছে মূলধন তাও না দেখেছে,
এবে আহ্বানিছে কাল যেতে পরপারে,
ভাবিয়ে প'ড়েছে নারী! এখন কি পারে আর—
চিন্তিবারে হাটের বিষয়,

উপজয় ক্ষুধা-তৃষ্ণা অবসাদ তার সব এককালে!

জয়লক্ষ্মী। যাও মা, বিরলে ইষ্টচিন্তা কর গিয়া,
বিপদ সম্পৎ—মনের অন্তর-ক্রিয়া!
মনোবলে অভেদ সকল! তাই দুর্ব্বলের বল—
ভগবান ঠাঁই, চাই মাত্র সেই মনোবল!

নীরুজা। শুনি ইচ্ছাময় বিশ্বনাথ!
শুভেচ্ছা নন্দিনি! চিন্তামণি পূরাণ তোমার।

[ প্রস্থান।

১ম সখী। বলি হাঁগা কুমারি! তুমি ত সব কথা এক কথায় চাপা দিয়ে ধাইমাকে এখান হ'তে বিদায় দিলে, কিন্তু নিজের কথা কি কিছু ভাব্‌লে?

জয়লক্ষ্মী। কি ভাব্‌ব! ভাব্‌বার কি আছে? অত্যাচারীকে ভাব্‌ব? তাকে ভয় ক'রে ধর্ম্ম ত্যাগ ক'র্‌ব? এ সংসারে ত চিরদিনই অত্যাচারী আছে, সংসার যদি অত্যাচারীকে ভয় ক'র্‌ত, তা হ'লে এতদিন সমুদয় জগতের জাতিধর্ম্ম একাকার হ'য়ে অত্যাচারীর পদানত হত'! জাতিধর্ম্ম রক্ষা ক'র্‌তে হ'লে মাত্র সাহস-ধৈর্য্যকে আশ্রয় ক'রে—অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বুক পেতে দাঁড়াতে হবে! আর ভাব্‌তে হবে—একমাত্র অনাশ্রয়ের আশ্রয়, দুর্ব্বলের বল ভগবান! তা না হ'লে অকালে পিতৃহীন শিশু পঞ্চপাণ্ডব অত্যাচারী দুর্য্যোধনের রাজত্বে একদিনও জীবন ধারণ ক'র্‌তে পার্‌ত না। এত গেল হিন্দুর ইতিহাস! এমনি জগতের

ইতিহাসে অনেক নরক-রাজত্বে পুণ্যের রম্য-উদ্যান সাজান র'য়েছে।

### নীরুজার পুনঃ প্রবেশ।

নীরুজা। ভদ্রে জয়লক্ষ্মি!

জয়লক্ষ্মী। পুনঃ কেন আসিলে জননি!

নীরুজা। রাজবাটী হ'তে রাজকর্ম্মচারী এক সমাগত দ্বারে,
বারেকের তরে ভেটিবারে চায় তব সনে।

জয়লক্ষ্মী। রাজকর্ম্মচারী! আমার সাক্ষাতে কোন্ কাজ!
কোন্ অভিলাষে মাতঃ!
আছে মম কর্ম্মদক্ষ বর্ষীয়ান্ কার্য্যাধ্যক্ষ যত,
বৈষয়িক কার্য্যকলা সাধেন তাঁহারা ;
যদি রহে রাজকার্য্য—রাজকর্ম্মচারী যথা করুন গমন,
জয়লক্ষ্মী অনভিজ্ঞা অবলা কুমারী,
তার সাথে কিবা প্রয়োজন?

নীরুজা। যুক্তিপূর্ণ কথা তোর মেয়ে,
এই উক্তি আমি ক'য়েছিনু তাঁর পাশ,
কিন্তু অভিলাষ নহে তাহা তাঁর,
ক'ন বার বার সানুরোধে বিনম্র-বচনে—
তব সনে একবার ভেটিবারে!

জয়লক্ষ্মী। রাজকার্য্যে রাজকর্ম্মচারী আসে, কুমারীর পাশে!
নাহি বুঝি মাতঃ! রহস্য ইহার।
এই পঞ্চদশ বর্ষ বয়স আমার, এর মাঝে বহু—

রাজকার্য্য হইয়াছে সংঘটন,
অনাটন ঘ'টেছে অর্থের রাজার ভাণ্ডারে,
সব কার্য্য সাধিয়াছে মম কর্ম্মচারী যত।
আজ মম সাথে কোন্ বিশিষ্ট কার্য্যের হেতু—
চায় রাজকর্ম্মচারী মম দরশন।

নীরুজা। ভাবিবার চিন্তিবার কথা বটে মেয়ে,
কিন্তু কর গবেষণাময়ী বিবেচনা,
আসে রাজকর্ম্মচারী, বিশেষতঃ ভদ্র সম্ভ্রান্ত সন্তান,
কৈলে প্রত্যাখ্যান—রাজ-অপমান তাহে।

জয়লক্ষ্মী। জ্ঞানে, বয়ে, দূরদরশনে তুমি বৃদ্ধা মাতঃ,
বয়সে বালিকা আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি, তুমি কর যুক্তি স্থির।

নীরুজা। জয়লক্ষ্মি! সতী-গর্ভে জন্ম তোর—
এত কি দুর্ব্বলা তুই! শোন্ ওমা,
জানকীর রূপে ম'জেছিল দুষ্ট দশানন,
কত না পীড়ন করিল সে নিজনিয়োজিতা চেড়ী ক'রে—
সে মায়েরে অশোক-কাননে!
দময়ন্তী ব্যাধহস্তে হইয়ে পতিত—
কিনা নিগৃহীত নিষ্পেষিত হয়.
স্বামীত্যক্ত নির্জ্জন কান্তারে!

জয়লক্ষ্মী। কর ক্ষমা তেজস্বিনি!

নীরুজা। থাক সুখে আয়ুষ্মতি! উজ্জ্বলা পবিত্রা যজ্ঞশিখা!

[ প্রস্থান।

জয়লক্ষ্মী। তোরা কিছু বুঝ্‌লি সুভদ্রা! এ রাজকর্ম্ম-চারীটী কে? আমার কাছে কোন্ প্রয়োজন?

১ম সখী। আমার বোধ হয়, সেই রাজার খুড়ো! এই যে তখন ব'ল্লুম্ সখি, তাকে এক রোগে ধ'রেছে, ছুঁড়িতেই তাদের রাজপুত্র হ'য়েছে!

২য় সখী। তাই বুঝি সে আমাদের সখী জয়লক্ষ্মীর ঘরে তারি তল্লাসে এসেছে।

১ম সখী। আসুক না অধঃপেতে মিন্‌সে! বেশ দু'কথা শুনিয়ে দোব এখন!

জয়লক্ষ্মী। না সখি! তিনি রাজার খুড়ো, রাজারও পূজনীয়, বিশেষতঃ আমাদের গৃহে অতিথি! তাঁর সম্মানের যেন কোন শ্রীহীন ক'রো না, তাঁকে কোন অসম্মানের কথা ব'লো না।

নীরুজা সহ বিদ্যাধরের প্রবেশ।

বিদ্যাধর। মা, আপনারই কন্যার নাম কি এই ভারতবিশ্রুত স্বর্গ-সুন্দরী জয়লক্ষ্মী! ধন্য মা, আপনিই ধন্য—ধন্য আপনার কন্যা, সার্থক জন্মগ্রহণ ক'রেছে! এই ত সেই সুবর্ণ-নলিনী—যে বিলাস-হর্ম্যে নিখুঁত চাঁদের ছাঁকা আলো হেথা সেথা ছড়িয়ে দিচ্ছে! আমরি—মরি, কি রূপের ছটা! ছিঃ ছিঃ সোণার চাঁপা, ছাই তুমি রংয়ের গর্ব্ব কর!

নীরুজা। মহাশয়! মহাশয়! অসন্তুষ্ট হবেন না, সম্ভবতঃ মহারাজ আপনাকে আমার কন্যার রূপবর্ণনায় এখানে প্রেরণ করেননি

বিদ্যাধর। না, না, মহাশয়া অসন্তুষ্ট হ'চ্ছেন কি ? অসন্তুষ্ট হবেন না, অসন্তুষ্ট হবেন না, আমি অতি সরল প্রকৃতির লোক। প্রকৃত বস্তুরই প্রকৃত মহিমা বর্ণন ক'র্‌ছি। তাতে দোষ হবে জান্‌লে, ব'ল্‌তাম না। যাক্, আমার ক্রটী মার্জ্জনা ক'র্‌বেন। এখন আপনার কন্যা শ্রীমতীর সহিত কতকগুলি রাজকীয় গোপনীয় কথা আছে। তা, তা, এত জনতার মধ্যে সে সকল কথা কিরূপে হ'তে পারে ?

জয়লক্ষ্মী। সখীগণ! তোমরা অপর কক্ষে যাও। মা, আপনি এখানে থাকুন।

[ সখীগণের প্রস্থান।

বিদ্যাধর। আমরি মরি, কোকিলকণ্ঠ! কোকিলকণ্ঠ! যেন বীণা এস্‌রাজের তার আপনা হ'তে বেজে উঠ্‌ল! ছার শ্যামের বাঁশী!

নীরজা। মহাশয়! ক'র্‌ছেন কি ? আপনি জানেন, এ আপনার স্বাধীন মুক্ত বিলাসক্ষেত্র নয়, এ শুদ্ধ গণ্ডীবদ্ধ মহিলা-অন্তঃপুর।

বিদ্যাধর। তা সত্য, তা সত্য, আবেগ, আবেগ! আবেগে গণ্ডীর বার হ'য়ে প'ড়েছিলাম। তবে কি জান্‌লেন, রাজা হ'চ্ছেন—রাজ্যের পিতা, আমি হ'চ্চি সেই রাজার খুড়ো, আমার সহিত জয়লক্ষ্মীর ঠাকুরদা নাতনী সম্বন্ধ! তাই নাতনীর রূপগুণের কথা নিয়েই আনন্দ করা, আনন্দ করা; তা ছাড়া অপর কিছুই নয়!

তা যাক, তা যাক, মার্জ্জনা ক'র্‌বেন! মার্জ্জনা ক'র্‌বেন! তাহ'লে ব'ল্‌তে পারি কি? আপনিও একটু স্থানান্তরে যাবেন না?

নীরুজা। আমার স্থানান্তরে যাবার কি প্রয়োজন? রাজকীয় এমন কি গুপ্ত কথা, যা আমি জয়লক্ষ্মীর অভিভাবিকা ধাত্রী জননী হ'য়েও আমার নিকটে তা গোপন ক'র্‌বেন! বিশেষতঃ জয়লক্ষ্মী বালিকা! ও রাজকীয় কার্য্যের কি বোঝে? আমিই চিরদিন রাজকীয় যাবতীয় কার্য্যই সম্পাদন ক'রে আসছি! কেন আপনি কি তা জানেন না, যদি না জানেন, তাহ'লে মহারাজকে তা আপনি জিজ্ঞাসা ক'রে আস্‌তে পারেন। অপরিচিত অজ্ঞাত পুরুষ আপনি, আপনার সহিত বয়স্থা কুমারী কন্যা—একাকিনী নির্জ্জন গৃহে কথপোকথন ক'র্‌বে, একি ভদ্রবিধি মহাশয়!

বিদ্যাধর। হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য) ক্ষমা ক'র্‌বেন, ক্ষমা ক'র্‌বেন, ও সকল কি জানেন, আপনারা হ'লেন সে কালের আদিপর্ব্বের লোক—আপনারা কতকগুলি কুসংস্কারে জড়সড় বাঁধাসাঁধা হ'য়ে আছেন। কেমন জয়লক্ষ্মি, তুমি ত আর তা নও, তুমি বুঝিয়ে শুঝিয়ে মাকে বল! ওতে আর দোষ কি? তুমি হ'লে নাতনী আর আমি হ'লুম ঠাকুরদাদা! এ সম্বন্ধে যদি আমোদ প্রমোদ না হ'বে, তাহ'লে আর লোকালয়ে থাক্‌বার প্রয়োজন কি? ঘটি কম্বল নিলেই হয়!

নীরুজা। আপনারা বর্ত্তমান মুষলপর্ব্বের লোক, সুতরাং আদিপর্ব্বের লোকের সহিত আপানার মিলন হ'তে পারে না সত্য, কিন্তু সেই আদিপর্ব্বের কুসংস্কারগুলি আপনার নিজের

সংসারকে আদর্শ ক'রে বর্জ্জন ক'র্‌তে পারেন কি? আপনার যুবতী স্ত্রী, যুবতী ভগিনী-কন্যা-পুত্রবধূ বা কোন নিকট আত্মীয়াকে কোন দিন কোন অজ্ঞাত কুলশীল পুরুষের সহিত নির্জ্জনে যথেচ্ছ আলাপে অনুমতি দিয়েছেন কি, বা দিতে পারেন কি?

বিদ্যাধর। অসম্ভব, রাজকুলমর্য্যাদার সহিত একটা সাধারণ প্রজার কুলমর্য্যাদা সমান হ'তে পারে না।

নীরুজা। সে কি ব'ল্‌ছেন মহাশয়! রাজকুলবধূর সতীত্ব—আর দরিদ্র কৃষকরমণীর সতীত্ব কি অবস্থাভেদে লঘু গুরু হয়! প্রকৃত রাজা যিনি, তিনি নিজের কুলবধূ অপেক্ষা প্রজার কুলবধূকে অধিক গৌরবের চক্ষে দেখেন।

বিদ্যাধর। মাগো, সে সেকেলে আদিপর্ব্বের রাজা, আদি পর্ব্বের রাজা! রাজা—রাজা, সে সকলের চেয়ে বড়! তার রাজ্যে সে যা খুসি ক'র্‌তে পারে।

নীরুজা। কি ব'ল্লেন, রাজা যা ইচ্ছা হয়, ক'র্‌তে পারেন! তিনি কুলধর্ম্মে হস্তক্ষেপ ক'র্‌তে পারেন? স্ত্রীজাতির সম্মান নষ্ট ক'র্‌তে পারেন? অন্যের শুদ্ধান্তঃপুরে নিজ প্রভুত্ব বিস্তার ক'র্‌তে পারেন? যে এমন রাজা, আমরা সে দৈত্য রাক্ষস রাজাকে রাজা ব'ল্‌তে চাই না। কখন নয়, কখনও নয়, আমাদের রাজা কখন হীনরুচিসম্পন্ন নন! এ আপনার নিজের রুচির কথা ব'ল্‌ছেন!

বিদ্যাধর। যাক্, তুমি স্ত্রীলোক, তোমার সঙ্গে বাদানুবাদ ক'র্‌তে চাই না! "নির্জ্জনে জয়লক্ষ্মীর সহিত কথোপকথন ক'র্‌বে,"

এই রাজ-আজ্ঞা! এখন শুন্‌তে চাই, তুমি সেই রাজাজ্ঞা পালন ক'র্‌বে কিনা ?

নীরুজা। যদি না করি।

বিদ্যাধর। তাহ'লে বাধ্য হ'য়ে আমাকে বলপ্রকাশ ক'র্‌তে হবে।

নীরুজা। কার প্রতি বলপ্রকাশ ক'র্‌বেন ?

বিদ্যাধর। তোমার প্রতি! বলপূর্ব্বক তোমাকে গৃহ হ'তে বহিষ্কৃত ক'র্‌ব!

জয়লক্ষ্মী। কি ইতর! তুমি আমার অন্তঃপুরমধ্যে আমার সম্মুখে আমার পূজনীয়া মাতার গাত্রে হস্তক্ষেপ ক'র্‌বে! এত নীচ তুমি? এত ঘৃণিত পশুপ্রকৃতি তুমি! তুমি না ব'ল্‌ছ, তুমি রাজার পিতৃব্য! এই কি রাজবংশের রাজপুরুষের সভ্যতা ভদ্রতা! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! দেখ, তোমার রাজা যেমন তাঁর রাজ্যের হর্ত্তা, কর্ত্তা, অধীশ্বর, আমিও তেমনি আমার এই ক্ষুদ্র গৃহরাজ্যের হর্ত্রী, কর্ত্রী, অধীশ্বরী। তুমি মনে ক'রো না, আমি একজন তোমার রাজ্যের কুটীরবাসিনী রাজানুগ্রহভিখারিণী দরিদ্র কুলবালা! শোন— ইতর, শোন—পশু, আমি ব'ল্‌ছি, তুমি বর্ত্তমান কালে যার রাজ্যে— যার গৃহে উপবিষ্ট আছ, সেই রাজ্যের রাজেশ্বরী সেই গৃহের গৃহকর্ত্রী আমি, আমি ব'ল্‌ছি, তুমি এই মুহূর্ত্তে বিনা বাক্যব্যয়ে এ স্থান ত্যাগ কর।

বিদ্যাধর। স্থান ত্যাগ ক'র্‌ব, চ'লে যাবো! তোমাকে রাজাজ্ঞা পালনে বাধ্য না ক'রে চ'লে যাবো! এমন কাপুরুষ

আমি! আমি রাজার খুড়ো, আমার নিজের একটা ব্যক্তিগত রাজশক্তি নেই, তুমি আমাকে একটা কেউকেটা পেয়েছ!

জয়লক্ষ্মী। সখি সুভদ্রে!

সশস্ত্রে বীরাঙ্গনা বেশে সখীগণের প্রবেশ।

সখীগণ। গীত।

দেবীর আহ্বান!

গম্ভীর মন্দ্রে সূর্য্যচন্দ্রে করিছে সংহার গান॥
খর্পরে পড়িল মহিষাসুর, গর্জ্জে যোগিনী কম্পে ত্রিপুর,
চতুর্দ্দিকে বাজে রণং দেহি স্বর, শিহরে অসুর প্রাণ।
ধরি উলঙ্গ অসি, নাচে এলোকেশী হারাইয়া আত্মজ্ঞান॥

১ম সখী। অনুমতি মহারাণি!

বিদ্যাধর। বা, বা, এই না তোমরা এখানে ছিলে! নৃত্য ক'র্‌ছিলে, এ আবার কোন্ নৃত্য! আজকাল ত নৃত্যের অনেক রকম ঢং দেখি! এ আবার কোন্ ঢং! বা, বা, ভয় দেখাচ্ছ! আমাকে তোমরা নিতান্ত অসহায় পেয়েছ! তা ভেবো না সুন্দরি! মাইরি প্রাণ—তা নয়! (বংশী-সঙ্কেত)

বিদ্যাধরের শরীররক্ষী সৈন্যদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম সখী। বটে! এতদূর! তবে খুড়োঠাকুর, প্রাতঃ প্রণাম!

(বংশী বাদন)

বীরবিনোদের প্রবেশ।

বীরবিনোদ। মা, সন্তানে অসময়ে আহ্বান কেন? তাহ'তে

কে এরা ? মায়ের পবিত্র অন্তঃপুরে দস্যু কেন ? মা, এরা কি আহূত না আততায়ী ?

জয়লক্ষ্মী। মায়ের সন্তান ! মায়ের সম্মান রক্ষা কর, এরা আততায়ী।

বীরবিনোদ। কে বাবা তোমরা ! আমার মায়ের মন্দিরে এসেছ, কি পূজা এনেছ ? এখানে যে পূজা দিতে হয় ! ভুল ক'রেছ নন্দী ভৃঙ্গী বীরভদ্র ভায়ারা ! বাবার ভাং চুরি ক'রে খেয়ে এত বড় ভুল ক'রেছ ! আচ্ছা, আমি ভুল সংশোধন ক'রে দিচ্চি ! ( সৈন্যদ্বয়ের তরবারি গ্রহণ ) বীরভদ্র ভায়া, কোথা কি লুকিয়ে রেখেছ, বের করত' ! এই যে—বেশ গুপ্তচুরি ! ( বাহির করণ ) এখন এস, মাকে নরবলি দিয়ে তৃপ্ত করি ! নৈলে মা রাগ্‌লে তোমাদের যে রাজার রাজ্য থাক্‌বে না।

জয়লক্ষ্মী। বীরবিনোদ, অনর্থক রক্তপাত ক'রো না। নীচ দুর্ব্বল রক্তে পুরী অপবিত্র হবে।

বীরবিনোদ। যাক্ বীরভদ্র ভায়া, ( বিম্বাধরের গ্রীবা ধারণ ও সৈন্যদ্বয়ের কর ধারণপূর্ব্বক ) মায়ের আশীর্ব্বাদে এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলে ! কিন্তু বলি একদিন হবে—তার ভুল হবে না।

[ প্রস্থান।

নীরজা। জয়লক্ষ্মী—এবার বিপদের কাল মেঘ উঠ্‌ল ! মা, ভয় পেয়োনা। সত্য পথ পিচ্ছিল হ'লেও নিরাপদ ! আমাদের

মা ভবানী আছেন ! এ সময় একবার হে গুরুদেব সাধু দেরাস্ ! প্রভু, কোথায় তুমি , হে বিপদ-পরাবারের কর্ণধার ! একবার এস ; চল মা জয়লক্ষ্মি ! এ সময় একবার মায়ের মন্দিরে গিয়ে মাকে প্রণাম ক'রে আসি ।

[ সকলের প্রস্থান ।

---

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ।

পদ্মনাভের অন্তঃপুর ।

পদ্মনাভ ও চম্পাবতীর প্রবেশ ।

পদ্মনাভ । চম্পা, আমার কর্ত্তব্য কিছু স্থির ক'র্‌লে ? আর যে বৃদ্ধ শরীরে চিন্তাভার বহন কর্‌তে পারিনা চম্পা ! আমি যে স্বর্গগত পূজ্যাস্পদ মহারাজের নিকট সত্যপ্রতিশ্রুত ; তাঁর রাজ্য আর তাঁর বংশধরগণকে তাদের সহস্র অপরাধেও নিজপ্রাণ বিনিময়ে রক্ষা ক'র্‌ব, আজ সে সত্যভঙ্গ কেমন ক'রে করি চম্পা ! এক দিকে সত্যব্রত, অপর দিকে পুত্র-স্নেহ ; দুই মহাশক্তির ভীষণ সংঘর্ষ ! দুই পরাক্রান্ত বলবান সিংহ দুই দিক থেকে আমার চিত্ত-হরিণশিশুকে প্রবল ভাবে আক্রমণ ক'র্‌ছে ! আমি কিরূপে—কি উপায়ে—কোন্ পন্থায় উভয়কে রক্ষা করি ?

চম্পাবতী । উভয়কে ত্যাগ ব্যতীত উভয়কে রক্ষা করা হয় না ।

পদ্মনাভ। ত্যাগে ধর্ম্মরক্ষা কোথায় হয় দেবি! উভয় ধর্ম্মই যে নষ্ট হয়।

চম্পাবতী। যেখানে উভয় সঙ্কটের সন্ধিস্থল, সেখানে কর্ত্তব্য ব'লে পরম বিচারপতির আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌তে হয়। তখন তাঁরই নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত হ'তে হয়। নতুবা সঙ্কটঘাতকের কবল মুক্তির আর দ্বিতীয় যুক্তি নেই।

পদ্মনাভ। তুমি কি ব'ল্‌ছ, কর্ত্তব্য বিচারপতির বিচারে আমার উভয়কে ত্যাগ! তাহ'লে কি ক'র্‌ব?

চম্পাবতী। সংসার ত্যাগ, বার্দ্ধক্যে বাণপ্রস্থ অবলম্বন, ভোগবিলাস বিসর্জ্জন, দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ।

পদ্মনাভ। কেন. কিসের জন্য? একের জয় দানের জন্য? এ পক্ষপাতিত্বের আবশ্যক দেবি!

চম্পাবতী। চিন্তা-সঙ্কটে আত্মরক্ষা!

পদ্মনাভ। ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে আত্মরক্ষা, এ ত ঘোর স্বার্থ-পরতা! এখনও স্বার্থ! অস্তমিত রবি আসন্ন সন্ধ্যার পারাপারের ঘাটে দাঁড়িয়ে! এখনও নিজসুখভোগের লালসা? হা স্বার্থ! তুমি এমনি ক'রে মানুষকে নাসিকাবিদ্ধ বলীবর্দ্দের মত ঘোরাচ্চ! যাক্ চম্পা, বলাদিত্য কেন রাজদ্রোহিতা ত্যাগ করুক না।

চম্পাবতী। কেন দেব! বলাদিত্য রাজদ্রোহী কিসে? রাজদ্রোহী ব্যক্তি ত মহাপাপী পশু! আমার বলাদিত্য কি তাই?

পদ্মনাভ। বল কি চম্পা! বলাদিত্য রাজদ্রোহী নয়? স্নেহে এত অন্ধ হ'য়েছ? রাজার বিরুদ্ধাচরণ কর্‌লে কি রাজদ্রোহী হয় না?

দ্রুতপদে বলাদিত্যের প্রবেশ।

বলাদিত্য। মা, বলাদিত্যের প্রসন্নময়ী মহাদেবী মা, কে মা তুমি! পদধূলি দাও জননি! আজ আমার জীবন-মরণের সন্ধি-ক্ষণে মা বলার এই অন্তিম ক্ষীণমুহূর্ত্ত উপস্থিত। পিতা, পিতা, আপনারও উভয় সঙ্কটের প্রধান সঙ্কট-মুক্তির এই সুযোগ মুহূর্ত্ত উপস্থিত!

চম্পাবতী। একি কথা বৎস! এত ব্যাকুল হ'য়েছ কেন? এমন কি দুর্ঘটনা ঘটেছে যে, তোমার মত বীরপুত্র আমার চঞ্চলতার অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ ক'রে মায়ের অভয় অঞ্চল ত্যাগের আশঙ্কা ক'র্‌ছ? বল বৎস! তোমার বর্ত্তমান বিপদের বিবরণ বল।

বলাদিত্য। মাগো, যথেচ্ছাচারী রাজা প্রদ্যোতবর্দ্ধন বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ হ'তে এ পর্য্যন্ত যত প্রকার অত্যাচারের যজ্ঞানুষ্ঠান ক'রেছেন, আজ স্বহস্তে তার চরম দক্ষিণান্ত ক'র্‌তে প্রস্তুত হ'য়েছেন! মা, শুন্‌লে তোমার নারীহৃদয় কেঁপে উঠ্‌বে, পিতা, তোমার রাজভক্ত হৃদয় স্তম্ভিত হবে, আমাদের চিরশান্ত কুটিরভূমি-বিচারী কীটাণুগণও শিউরে উঠ্‌বে, সেই অত্যাচার—যা এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে পৃথিবীর কোন স্থানে কোন লোক সমাজে দেখা যায় না, সেই অত্যাচার—কুলনারীর প্রতি বল-প্রকাশ! মা, উচ্চারণ ক'র্‌তেও রসনা সঙ্কুচিত হয়,—কুমারীর কুলধর্ম্ম নাশে স্বয়ংবর-সভার ভাণ! বলপূর্ব্বক কুমারী-হরণ! গুপ্ত

রাজগৃহে কুমারী বন্দিনী! আজ তাদের বসুন্ধরাভেদী চীৎকারে পাতালে বাসুকিও অস্থির হ'য়েছে! কৈলাসে মা কৈলাসেশ্বরী মহাশক্তি লজ্জিতা হ'য়েছেন! তাঁদের করুণ অশ্রুকণায় দ্রবময়ী মা চতুর্থা গঙ্গার উৎপত্তি হ'চ্চে! তাই মা, এই চঞ্চলতা!

পদ্মনাভ। তা তুমি কি তার প্রতিবিধান ক'র্‌বে? সিংহ-শক্তির তুলনায় কতটুকু শক্তি তোমার! ক্ষুদ্র পিপীলিকা পক্ষ কি প্রখর সূর্য্যকর আচ্ছাদনে সমর্থ? এ দুরাশার বশবর্ত্তী হ'য়েছ কেন? রাজশক্তির প্রবল প্লাবনে ক্ষুদ্র বল্মীক তুমি কোথায় ভেসে যাবে, জান কি? এখনও সময় আছে, বৃদ্ধের উপদেশ শোন, তোমার কি শক্তি যে, সেই অত্যাচারের প্রতীকার ক'র্‌তে পার? তোমার কোন শক্তি নাই। শক্তি আছে কার—যিনি এই অত্যাচারের চালক! সেই সর্ব্বশক্তি ভগবানই এই অত্যাচারের চালক এবং প্রতিকারক! তাঁর প্রতি আত্মনির্ভর কর, তাঁকে আত্মসমর্পণ কর। তিনি মঙ্গলময়। তিনিই রাজ্যের পিতা—রাজা কর্ত্তৃক রাজ্যে মঙ্গল ঘট স্থাপন করাবেন। সেই আশাপথ প্রতীক্ষা কর, ব্যাকুল হ'য়ে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হ'ও না।

চম্পাবতী। একি দেব! পুত্রকে কুশিক্ষায় শিক্ষিত ক'র্‌ছ কেন? কর্ম্মক্ষেত্রে বিপদমুহূর্ত্তে ভগবানে আত্মনির্ভর—পুরুষকার-শালী পুরুষের কর্ত্তব্য নয়। সে কর্ত্তব্য স্থবিরের! তাঁর দত্ত পুরুষকার—তাঁর দত্ত শক্তিসম্পৎ থাক্‌তে তাঁর প্রতি আত্মনির্ভর করা কখনই তাঁর অভিপ্রেত নয়! তুমি শাস্ত্রজ্ঞ—তুমি ত জান, কুরুক্ষেত্রে মোহবিমূঢ় অর্জ্জুন অস্ত্র ত্যাগ ক'র্‌লে ভগবান তাঁকে

কি উপদেশ দান ক'রেছিলেন। তাঁর প্রতি আত্মনির্ভর ক'র্‌তে না অস্ত্র ধারণ ক'র্‌তে? এই ক্ষুদ্র কুরুক্ষেত্রে ক্ষুদ্র অর্জ্জুন পুত্র আমার যদি আজ তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত থাকে, তাহ'লে যে তাঁর অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করা হবে। স্বামিন্! দেব! আত্মসংকীর্ণতা ত্যাগ কর! এস, আমরা দু জনে আমাদের অর্জ্জুনকে কুরুক্ষেত্ররূপ এই কর্ম্মক্ষেত্রে যুদ্ধ সাজে সাজিয়ে আশীর্ব্বাদে বিদায় দান করি।

পদ্মনাভ। কি চম্পা, আজ পুত্রের জন্য আমাকে ধর্ম্ম ত্যাগ ক'র্‌তে হবে! রাজভক্তি বিসর্জ্জন দিতে হবে! রাজ-অন্নের কৃতজ্ঞতা ভুল্‌তে হবে! তা পার্‌বো না, শতপুত্র ত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌ব, কিন্তু একমাত্র ধর্ম্মকে ত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌ব না। বলাদিত্য, তুমি আমার পুত্র, তাই তোমায় এখনও ব'ল্‌ছি, তুমি রাজ-আজ্ঞা ও পিতৃআজ্ঞার অনুবর্ত্তী হও।

বলাদিত্য। ক্ষমা করুন পিতঃ! আমি মহাগুরু মাতার নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপথ ত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌বো না।

পদ্মনাভ। তবে যাও, আজ হ'তে সংসারক্ষেত্রে তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'ল! কর্ম্মক্ষেত্রে উভয়ের সাক্ষাৎ হবে। তখন যদি কর্ত্তব্যের অনুরোধে পিতা পুত্রের গাত্রে অস্ত্রক্ষেপ করে, তাহ'লে মনে যেন অভিমান ক'রো না।

বলাদিত্য। তাহ'লে পিতা, আমারও শ্রীপদে নিবেদন, আপনিও পুত্রের অস্ত্রপ্রণামে ব্যথিত বা দুঃখিত হবেন না।

দ্রুতপদে নীরুজা ও কুমারীদ্বয়ের প্রবেশ।

নীরুজা। এস মা, আমার সঙ্গে এস, ভয় কি মা! আমরা কার আশ্রয়ে এসেছি জান, দুর্ব্বলের—পীড়িতের আশ্রয়! বলাদিত্যের আশ্রয়!

পদ্মনাভ। জয়লক্ষ্মিধাত্রী দেবী নিরুজা! এরা কে? কেন এসেছ তুমি?

নীরুজা। সেনাপতি মহাশয়! এই সকল কুমারীর প্রতি মহারাজ স্বয়ং স্বদলবলে স্বয়ংবর-সভার ভাণ ক'রে বন্দিনী ক'র্‌বার উদ্দেশে বলপ্রকাশ ক'র্‌ছেন! লক্ষ লক্ষ কুমারী বন্দিনী হ'য়েছে! শত শত কুমারী আমাদের জয়লক্ষ্মীর পুরীতে আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছে! স্বয়ং মা জয়লক্ষ্মী বীরবিনোদকে সহায় ক'রে তাদের রক্ষা ক'র্‌ছে! বাবা সিদ্ধিনাথ স্বয়ং ভবানী-মন্দিরে সহস্র সহস্র কুমারীকে আশ্রয় দিয়েছেন! কিন্তু তাহ'লে কি হবে, মহারাজ মন্দিরের পথ এবং আমাদের পুর-পথ অবরোধ ক'রেছেন।

পদ্মনাভ। তা নীরুজা, তুমি আমার আশ্রয়ে এলে কেন?

নীরুজা। তোমার আশ্রয়ে আসিনি সেনাপতি মশায়, আমি মা জয়লক্ষ্মীর আদেশে বলাদিত্যের আশ্রয়ে এসেছি। পথিমধ্যে ভয়চকিতা নিরাশ্রয়া এই দুটী বালিকাকে দেখ্‌তে পেলাম, তাই এদের ত্যাগ ক'র্‌তে পারিনি, সঙ্গে এনেছি।

পদ্মনাভ। আমার আশ্রয়ে আসনি, বলাদিত্যের আশ্রয়ে এসেছ! রাজতাড়িত বালিকাদিগকে বলাদিত্য আশ্রয় দান ক'র্‌বে? তা ক'রুক। চম্পাবতি! আমি চ'ল্লাম, আর এ দৃশ্য দেখ্‌তে পারি না। পিতার গৃহে পুত্রের বিদ্রোহ, আর সহ্য হয় না! পুত্র ল'য়ে থাক, স্বামীকে বিদায় দাও।

[ প্রস্থান।

চম্পাবতী। ক্ষমা কর দেব! যৌবনে—প্রৌঢ়ে তোমার অধীনা ছিলাম, এখন বার্দ্ধক্যে আমি পুত্রের অধীনা! এস পুত্র, কর্ম্মক্ষেত্রে আরও কর্ত্তব্য তোমার সম্মুখীন হ'য়ে আহ্বান ক'র্‌ছে! বিলম্ব ক'রো না, অগ্রসর হও! থাক মা, তোমরা আমার বুকে থাক, অঞ্চলে ঢেকে রাখ্‌ব, ভয় কি?

বলাদিত্য। তবে দাও মা, তোমার অক্ষয় কবচ-পদধূলি! সর্ব্বাঙ্গে ধারণ ক'রে কর্ম্মক্ষেত্রে যাত্রা করি। ( প্রণাম )

নীরজা। মহাপুরুষ! মা জয়লক্ষ্মী-দত্ত এই ধনরত্ন গ্রহণ কর! অর্থ-সাহায্যে লোকবল সংগ্রহের জন্যই মা জয়লক্ষ্মীর এই ক্ষুদ্র দান।

বলাদিত্য। ( গ্রহণ ) উঃ, এ যে বহু অর্থ। কে তুমি পরার্থে আত্মত্যাগিনী নারীরত্ন! ধন্য তোমার উদার প্রাণ! মা, আশীর্ব্বাদ ক'রুন, আমা হ'তে যেন এই মহাদানের সদ্ব্যয় হয়! তবে আসি মা!

[ প্রস্থান।

চম্পাবতী। যাও পুত্র, কর্ম্মক্ষেত্রে বিজয় টীকা লাভ করগে

হে সর্ব্বব্যাপী দেবগণ। আমার সর্ব্বস্বত্যাগী বীর পুত্রকে সর্ব্ব-বিপদে রক্ষা ক'রো। এস মা!

[ সকলের প্রস্থান।

---

## ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

পথ।

নাগরিক ও নাগরিকাগণের প্রবেশ।

গীত।

নাগরিকগণ। আমাদের জাত রাখগো—কুল রাখগো,
হে রাজা, তোমার ধরি পায়।
নাগরিকাগণ। তুমি রাজ্যের রাজা সবার পিতা, তোমার সমান কে ধরায়॥
নাগরিকগণ। মায়ের জাতি নারী জাতি, তাদের রক্তে মানব-জাতি,
নাগরিকাগণ। ক'র্‌লে তাদের এ দুর্গতি, বিশ্বপতি রুষ্ট তায়।
সকলে। ধ'র্‌লে মানুষ হ'য়ে পশুর রীতি, মানুষ নাম ত ডুবে যায়॥
নাগরিকগণ। রাজা তুমি মর্ত্ত্যে ভগবান্, তোমার পুণ্যে প্রজা পুণ্যবান্,
নাগরিকাগণ। তুমিই প্রজার গৌরব স্থান, ধন মান প্রাণ সমুদায়।
সকলে। তুমি হ'লে বাম, তোমার সন্তান, সংসারে স্থান পায় কোথায়॥

---

## সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

ভবানী-মন্দির।

### সিদ্ধিনাথ, ভবানী ও কুমারীগণের প্রবেশ।

ভবানী। ভয় কি বোনেরা, ভয় কি! এ যে মায়ের মন্দির! মায়ের মন্দিরে মায়ের মেয়েদের ভয় থাক্‌বে কেন? এখানে রাজা, দস্যু, আততায়ী, শত্রু—কারো কোন অধিকার নেই। যে মায়ের বিনা অসম্মতিতে এ মন্দিরে আস্‌বে,—ঐ দেখ্‌ছ ত'—মায়ের হাতে খাঁড়া, ঐ খাঁড়া গিয়ে তার গলায় প'ড়্‌বে। তোমরা নির্ভয়ে মায়ের নাম কর। চল, মায়ের ঐ অতিথিশালায় বিস্তীর্ণ স্থান আছে, সেইখানে গিয়ে বিশ্রাম ক'র্‌বে। আমি আর বাবা দু'জনে মিলে আজ আমরা এখানে প্রহরা দোব।

[ কুমারীগণের প্রস্থান।

সিদ্ধিনাথ। মা ভবানি! আজ বড় সঙ্কটের দিন।

ভবানী। সঙ্কটের দিন ব'লো না বাবা, আজ মাতৃ-মাহাত্ম্য পরীক্ষার দিন।

সিদ্ধিনাথ। আজ এ সময়ে তোমার দাদা—আমার বলাদিত্য কোথায় রৈল মা!

ভবানী। দাদা ত'? সে ঠিক আস্‌বে বাবা! মায়ের মাহাত্ম্য-পরীক্ষার দিনে দাদা আবার আস্‌বে না বাবা! আজ

কুমারীদের প্রতি যেমন মায়ের আহ্বান হ'য়েছে, তেমনি দাদার প্রতিও হ'য়েছে ।

দরাসের প্রবেশ।

দরাস। গীত।

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্যপদারবিন্দে নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে।
নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমানস্বরূপে নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দস্বরূপে নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দেবী নিস্তারদাত্রি নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যেঽনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে,
ত্বমেকাগতির্দেবী নিস্তারহেতুর্নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

সিদ্ধিনাথ। মেঘাচ্ছাদিত পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র! তুমি কি আজ বসন্তের পিককণ্ঠ নিয়ে—মাতৃস্তবে মাতৃভক্ত সন্তানের মাতৃভক্তির বহুধারা একমুখী ক'র্‌তে এ মাতৃ-মন্দিরে এসে উপস্থিত হ'য়েছ! কে তুমি ভস্মাবৃত তেজোদীপ্ত-জ্যোতিষ্মান্ অগ্নিমূর্ত্তি! কে তুমি ঋষিবর্ণিত তপোলব্ধপুণ্যের পূর্ণপ্রভাময় পরম পুরুষ পুরুষোত্তম! এস, এস, ভাই, আনন্দ-স্বরূপ! আজ বড় আনন্দ, বড় আনন্দ! আমার আনন্দময়ীর প্রকৃত পুত্র তুমি, তাই তোমার স্তোত্রের প্রত্যেক মাত্রা মাধুর্য্যে তোমার ভক্তির অকৃত্রিমতা প্রকাশ পেয়েছে! এস সহোদর, তোমরা না এলে এ নিরানন্দে এ আনন্দ পাবো কেন? এস ভাই, ওখানে কেন, অত দূরে কেন? মায়ের ছেলে আমরা, মায়ের কোলের কাছে এস ভাই!

দয়াল। মা, মা, রাজরোষ-সঙ্কটের দিনে তোর কোলে কি স্থান পাবো মা, ছেলেকে কোলে নিবি ত মা! ( গমনোদ্যত )

ভবানী। হাঁ, হাঁ, তুমি কি ক'র্‌ছ গো, কোথা যাচ্চ! মন্দিরে এস না! মন্দিরে এস না! বাবা কাকে মন্দিরে আস্‌তে ব'ল্‌ছ, ও যে যবন!

সিদ্ধিনাথ। কে যবন ভবানি! এ ভ্রম কি মা, তোরও আছে? মায়ের পুত্র আবার হিন্দু-ম্লেচ্ছ যবন কি? যবন ত, ঘৃণার পাত্র মা! কিন্তু সে যবন কে? মায়ের কুপুত্রেরাই যবন! মায়ের যোগ্য পুত্র কখন কি যবন হয়? তারা ত' দেবতাঋষি, ব্রাহ্মণ হ'তেও শ্রেষ্ঠ! মা ভবানী গো, তুই মা আমার মা হ'য়ে— এতদিন এ ভবানী-মন্দিরে থেকে তোর এ ভ্রান্তি এখনও যায় নাই মা!

ভবানী। ভ্রান্তি কি, মা ব'লে ডাক্‌লেই কি মায়ের যোগ্য পুত্র হয়? এমন যে অনেক পাষণ্ড আছে বাবা, যে তারা গর্ভ-ধারিণী মাকে মা ব'লে ডেকেও মাতৃসেবা করে না।

দয়াল। কে তুই মা জ্ঞানময়ী বালিকে, সত্যই মা, সত্যই ব'লেছিস্ মা, আমি মায়ের সেই কুসন্তান! মাতৃগর্ভে জন্মে মাতৃ-যত্নে লালিত-পালিত-বর্দ্ধিত হ'য়ে অমৃতময়ী মা বাণীর স্বাদ দিবা-রাত্রি উপভোগ ক'রেও তবু মা বিন্দুমাত্র মাতৃতত্ত্ব বুঝ্‌তে পারিনি! সত্যই মা আমি যবন! আমি মায়ের অযোগ্য পুত্র নরাধম যবন জননি! মাপ কর' দাদা, আমি এখনও মাতৃ-মন্দিরে যাবার অধিকারী হইনি!

সিদ্ধিনাথ। কি ক'র্‌লি ভবানি, মা ক'র্‌লি? কার প্রাণে ব্যথা দিলি? মা হ'য়ে পুত্রের যোগ্যাযোগ্য ভেদ মনে স্থান দিয়ে আজ উপযুক্ত মাতৃভক্ত পুত্রের প্রাণে বেদনা দিলি? মাগো, এই কি মায়ের কাজ!

ভবানী। ও বাবা, আমাকে কি ব'ল্‌ছ গো! তা আমি কি ক'র্‌লুম? আমি কেন ব্যথা দোব? আমি কি জানি বাবা!

সিদ্ধিনাথ। ভবানি! এখনও আমার কাছে ছলনা ক'র্‌বি মা! তোতে যে মহামাতৃত্বের মহাশক্তি বিরাজিতা! বালিকামূর্ত্তি যে তোর প্রকৃতিরই ছলনা! এস, এস ভাই, বালিকার প্রতি অভিমান ক'রো না! আমরা সব এক মায়ের সন্তান! দুই সহোদর ভেয়ে আবার হিন্দু যবন ভেদ কেন? এস ভাই, ভক্ত-প্রধান দাদা আমার! তোমার জন্য মায়ের প্রাঙ্গণদ্বার উন্মুক্ত হ'য়ে আছে! এস ভাই, মাতৃ-মন্দিরে বিশ্রামলাভ ক'র্‌বে এস! মাত্র মাতৃ মন্দিরে কেন? তোমার সহোদরের হৃদয়ে এস! (আলিঙ্গন)

দরাস। (পদধূলি মস্তকে গ্রহণ) কুসংস্কারান্ধবিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সংকীর্ণ মানব! আর কি তোমরা ব'ল্‌তে চাও, হিন্দুধর্ম্ম সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ, অনুদার! যে হিন্দুধর্ম্মের বাহ্য ব্যবহারে আর্য্যেতর চণ্ডাল ম্লেচ্ছ যবনজাতি অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য, আজ সেই হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মাভ্যন্তরে দেখ, কি মহান্ অসঙ্কোচ বিরাট উদারতা! এখানে জাতি-বিদ্বেষ, বর্ণ পার্থক্য, ধর্ম্মবিভিন্নতা নাই! পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, গুণী-নির্গুণ জ্ঞানী, অজ্ঞানের মর্য্যাদা ভেদ নাই! আছে কেবল সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, বিশ্বজনীন প্রেম আর নির্ব্বিকার নিত্য-

মিলন ! এই হিন্দুধর্ম্মের প্রথম ক্ষেত্র সংকীর্ণ কণ্টকাবৃত আবর্জ্জনা-ময় ক্লেদপঙ্কিল হ'লেও এই বেদান্ত-উপনিষৎনির্দ্দিষ্ট হিন্দুধর্ম্মের চরমক্ষেত্র অনন্ত মহাসমুদ্র ! এখানে ব্রহ্মপুত্রের রক্তস্রোত, বৈতরণীর পুরীষস্রোত, কর্ম্মনাশার মূত্রস্রোত এবং সুরতরঙ্গিণী মা জাহ্নবীর অমৃতস্রোত, নর্ম্মদা-যমুনা গোদাবরী-সরস্বতীর নির্ম্মল স্বাদু ক্ষীরস্রোত সমভাবে এসে পতিত হ'চ্ছে। তবুও তার মলিনতা নাই, স্বাদ গৌরব নাই, বর্ণ বৈচিত্র্য নাই, সে নিরঞ্জন বিকারহীন ! দাও দাদা,—আলিঙ্গনে বক্ষে স্থান দিতে হবে না, পদতলে স্থান দাও, আর মাতৃ-প্রিয় পুত্র তুমি, মাকে ব'লে রাজ-ক্রোধসন্তপ্তা রাজ্যের বিপন্না কুমারীদের মাতৃকোলে আশ্রয় দাও।

সিদ্ধিনাথ। মায়ের সন্তান, আজ মায়ের মহাহ্বানে সহস্র সহস্র মায়ের কুমারী—মায়ের মন্দিরে এসে উপস্থিত হ'চ্ছে ! তুমিও মায়ের সন্তান, সেই মায়ের আহ্বানে মায়ের মন্দিরে উপস্থিত হ'য়েছ ! তখন আর মায়ের কুমারীদের ভয় কি দাদা ! মা থাক্‌তে, মায়ের সন্তান থাক্‌তে মাতৃ-কন্যাকে লাঞ্ছিত ক'র্‌তে পারে কে দাদা !

দরাপ। মহারাজ স্বয়ং মন্দির-পথ রুদ্ধ ক'রেছেন, মাতৃ-মন্দিরাভিমুখিনী লক্ষ লক্ষ কুমারী "মা মা" শব্দে দিগন্ত-আকাশ কাঁপিয়ে তুল্‌ছে ! সে বড় করুণ দৃশ্য ! আমার একটী প্রিয় শিষ্যা—সে এই সময় মাতৃ-আশ্রয়ে আস্‌বার জন্য আমার আশ্রয় গ্রহণে আমাকেও চঞ্চল ক'রেছে ! তাই ছুটে এলাম, মাকে ব'ল্‌তে ছুটে এলাম—আর দেখ্‌তে এলাম, ৷৷

ঘুমিয়ে আছেন কি জেগে আছেন? দেখ্‌লাম, মা জাগ্রত! বরাভয় করে ল'য়ে—তাঁর নিকটে যাবার জন্য অবিরল সঙ্কেত ক'র্‌চেন! এখন আসি—নিরাশ্রয়া কুমারী মাদিগে এই নিরাপদ স্থানে আন্‌বার ব্যবস্থা করিগে।

[ প্রস্থান।

ভবানী। আমিও সঙ্গে যাবো বাবা. রাজা কেমন ক'রে আমার বোনেদের পথ আগুলে দাঁড়িয়েছেন, তা আমাকেও দেখ্‌তে হবে।

[ প্রস্থান।

সিদ্ধিনাথ। দেখিস্‌ মা ভবানি! যেন মাতৃমন্দিরের মাহাত্ম্য নষ্ট না হয়।

[ প্রস্থান।

---

## অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

মন্দির প্রবেশ-পথ।

**বলাদিত্য ও কুমারীগণের প্রবেশ।**

বলাদিত্য। এস মা সকল, আমার সঙ্গে এস।

**বিদ্যাধর ও সৈন্যগণের প্রবেশ।**

বিদ্যাধর। তোমরা সব দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ কি? সব চ'লে গেল, সব চ'লে গেল। একটাকেও ধ'র্‌তে পার্‌লি না!

নেপথ্যে বলাদিত্যের সৈন্যগণ। জয় মা ভবানীর জয়! জয় মা ভবানীর জয়!

বলাদিত্য। সাবধান, এখনও কথা শোন, কুমারী-গাত্রে কেউ করস্পর্শ করিস্‌নে! তাহ'লেই মৃত্যু দর্শন ক'রতে হবে। যাও মা, তোমরা নির্ভয়ে চ'লে যাও।

[ বলাদিত্য ও কুমারীগণের প্রস্থান।

বিদ্যাধর। সব শালা যেন কাঠের পুতুল! ছুঁড়িদিগে দেখে সব শালা হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে! বলে আমরা কত যুদ্ধ জয় ক'রেছি! সব মিথ্যে! সব চ'লে এস, এগিয়ে এস! এ মন্দির রাজার মন্দির! এখানে কোন্ শালা শালী উঠে! ঐ আস্‌ছে! ঐ আস্‌ছে!　　( গমনোদ্যত )

[ সৈন্যগণের প্রস্থান।

বীরবিনোদের প্রবেশ।

বীরবিনোদ। ( বিদ্যাধরের হস্ত ধারণপূর্ব্বক ) কোথা যাও বঁধু! এতক্ষণ শিকারে ক'রলে কি? কটা ধ'রলে! একটাও পারনি। আহা বিধুমুখখানি যে ঘেমে গেছে! ধেড়ে ছুঁড়ি দেখে একটা ডাক্‌বো! একটু বাতাস ক'রবে এখন!

বিদ্যাধর। একি, বীরবিনোদ ভায়া, তুমি আমার হাত ধ'রলে যে, তুমি কাদের দিকে?

বীরবিনোদ। কেন তোমারই দিকে! বঁধু, হামি তোমারি!

বিদ্যাধর। তাইত বলি, তাইত বলি, আমার বীরবিনোদ ভায়া কি তেমন! হাজার হোক রাজার নিমকখাওয়া লোক! কিন্তু ভায়া, জয়লক্ষ্মী ক'র্‌ছে কি? শুন্‌ছি,সে নাকি রাজার কার্য্যে এসে বাধা দিচ্চে! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, তুমি আমাদের দলের লোক হ'য়ে আমার হাত জোর ক'রে ধ'র্‌ছ কেন? ঐ যে সব এসে প'ড়্‌ল! বীরবিনোদ ভায়া! ফিরাও, ফিরাও! রাজ-বাড়ীতে সব জায়গা করা হ'য়েছে! সেইখানে বাছাই ক'রে নেওয়া হবে। ওদিকে সব সেখানে নিয়ে চল! একি, তুমি যে আরও জোর ক'রে হাত ধ'র্‌ছ! ওকি—শয়তানী আরম্ভ ক'র্‌লে যে? না, তুমি ত লোক সহজ নও, তবে তুমি কখনও আমাদের দিকে নয়।

বীরবিনোদ। কে ব'ল্লে নয়? তোমাতে আমাতে আধা অঙ্গ! তোমার বঁধু না ছাড়িব সঙ্গ! এখন চল, চল বঁধু, নিভৃতে করিগে কিছু রঙ্গ। (হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)

বিদ্যাধর। ওকি, ওকি, এমন সময়—ওকি ছাড় ছাড়, ওরে শালারা, তোরা সব কোথারে—আমাকে যে ধ'রে নিয়ে যায়! ওরে শালারা আমাকে যে যুদ্ধ ক'র্‌তে দেয়নারে!

বীরবিনোদ। বঁধু! যাও, যাও, যুদ্ধ করগে যাও! কিন্তু মনে রেখ' তোমাতে আমাতে খুব ভাব। (বিদ্যাধরকে ত্যাগ)

বিদ্যাধর। শালার ভয় নেই—আমি রাজার খুড়ো।

[ বেগে প্রস্থান।

বীরবিনোদ। ক্রমশঃ রাজসৈন্যের জনতা হ'চ্চে! মা ভবানি! দেখিস্ মা! তোর অংশভূতা কুমারীকন্যাগণকে—তাদের ধর্ম্ম রক্ষার ভার আজ তোর প্রতি! তাই তোকে জানাতে এসেছি। বাবাঠাকুর, মন্দির দ্বার মুক্ত ক'রে রাখ! শুন্‌ছি মহারাজ নাকি আজ নিজে অস্ত্রধারণ ক'রেছেন! দেখি যদি আজ মহাবলির যোগাড় ক'র্‌তে পারি।

## প্রদ্যোতবর্দ্ধন, সৈন্যগণ, বিদ্যাধর, বলাদিত্য ও বীরযুবকগণের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। একি, একি সকলেই আজ রাজদ্রোহী। পরম বিশ্বস্ত বীর বীরবিনোদও রাজদ্রোহী! এত ষড়যন্ত্র! বলাদিত্য, এখনও তুমি আমার পিতৃসম বৃদ্ধ সেনাপতির একমাত্র পুত্র ব'লে আমার নিকট ক্ষমার দান পাচ্চ! তাই ব'ল্‌ছি, আমার বিরোধী হ'ও না! এখনও আত্ম সমর্পণ কর।

বলাদিত্য। মহারাজ! রাজাজ্ঞা আমার অবশ্য পালনীয়! আমি ত রাজদ্রোহী নই মহারাজ! তখন আমার আত্মসমর্পণে বাধা কি, তবে আপনিও আমাদের একটী ক্ষুদ্র নিবেদন রক্ষা করুন। রাজার পক্ষে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অধর্ম্ম অত্যাচার—প্রজার কুলকুমারীর প্রতি বলপ্রকাশ—সেইটী হ'তে আপনি নিরস্ত হোন! সকলই আমরা আপনার পদানত হব'। শুধু আপনার নিকট আত্মদান কেন—আপনার কার্য্যে আমরা আত্ম-প্রাণ উৎসর্গ ক'র্‌ব।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। আরে দাম্ভিক রাজদ্রোহি! তাহ'লে আমাকে তোমার আজ্ঞা পালন ক'র্‌তে হ'বে! আমার কার্য্যের বিচারক তুমি? আমাকে তোমার অধীনে কার্য্য ক'র্‌তে হবে? রাজার উপর একজন তুমি রাজরাজেশ্বর আছ? গর্ব্বিত! তবে আয় নিজ ঔদ্ধত্যের ফলভোগ কর্। মনে ক'রিস্ না, প্রদ্যোত-বর্দ্ধন মুষ্টিমেয় প্রজাশক্তির ভয়ে রাজ্য ত্যাগ ক'রে পলায়ন ক'র্‌বে! সৈন্যগণ, প্রস্তুত হও! এখন যথেচ্ছাচার—ভবানী-মন্দির ব'লে ভয় পেও না। আজ রক্তস্রোতে ভবানী-মন্দির ভাসিয়ে দাও। যে কুমারীদের রক্ষায় পাষণ্ডগণের এই বিরাট রাজ-বিরুদ্ধতাচরণের আয়োজন, সেই কুমারীদের প্রতি যথা ইচ্ছা বীভৎস আচরণে অগ্রবর্ত্তী হও।

বিদ্যাধর। যাও এবার যমের ঘর!

[ প্রস্থান।

ভবানী। চণ্ডাল, চণ্ডাল, গুপ্ত অস্ত্রাঘাত ক'র্‌লি! ভয় নেই দাদা, মায়ের চরণামৃত দিচ্চি! এই নাও সর্ব্বাঙ্গে লেপন কর। আর এই মায়ের খাঁড়া! ( খড়্গদান )

## জয়লক্ষ্মী ও কুমারীগণের প্রবেশ।

জয়লক্ষ্মী। বীরবর! এই ধর মায়ের জয়মাল্য! আমি সকল কুমারীদের পক্ষ হ'য়ে তোমায় এই জয়মাল্য পরিয়ে দিলাম। এই জয়মাল্যে স্বয়ং জয়লক্ষ্মী তোমার আজ্ঞাকারিণী হবেন। যাও বীরবর! অক্ষত দেহে কুমারী-সম্মান রক্ষা কর্‌গে!

বীরবিনোদ। মা, মা, আজ শারদীয়া মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণ মা! বলি নে, বলি নে, বলি নে।

(ঘোর যুদ্ধ, মন্দিরমধ্য হইতে বাহির হইয়া কুমারীগণের যোগদান)

সিদ্ধিনাথ। যাও মা, মায়ের মহাশক্তি! আজ এই শেষ মুহূর্ত্তে মার পায়ে আত্মবলিদান কর গে।

কুমারীগণ। গীত।

রক্ত-তরঙ্গে নেচে নেচে যাও রক্ত-তরঙ্গিণী।
মা নাচে গো রক্ত মেখে রক্তমুখী রণ-রঙ্গিনী ॥
প্লাবি মহাগিরি বন, ঘাট মাঠ উপবন,
কর সত্য আপনকুমারী-করুণ-কাহিনী।
প্রলয় ঝনৎকারে দেখি কম্পে কিনা মেদিনী ॥

ঐকতান বাদন।

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চঞ্চলার গৃহ।

**চঞ্চলা ও বিদ্যাধরের প্রবেশ।**

চঞ্চলা। দেখ' বিদ্যাধর! যদি ভাল চাও, এখনও ব'ল্‌ছি, তুমি আর আমার কাছে এস' না।

বিদ্যাধর। কেন মণি, কেন মণি! গোলাম এমন কি অপরাধী?

চঞ্চলা। লম্পট কামাসক্ত কি কখন নিজের অপরাধ বুঝ্‌তে পারে? সে যে নিজ অভিলাষ পূরণে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য।

বিদ্যাধর। বিলক্ষণ, তাকি হয়! আমি তোমার এখন গোলামের গোলাম হ'য়ে কাজ ক'র্‌ছি। তোমার তৃপ্তির জন্য পাপ-পুণ্য-ধর্ম্মাধর্ম্ম-লাভালাভ কিছুই মনে স্থান দিচ্ছি না।

চঞ্চলা। মনুষ্যত্ব-বিহীন পশু, এই নীচত্ব ত তোর কামাসক্তির বিনিময়! উঃ, আমি ক'রেছি কি? পশুর প্ররোচনায় আমি

সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়েছি ! লক্ষ্মীস্বরূপিণী নারীকুলের মর্য্যাদা আসনে আজ দানব-পিশাচকে স্থান দিয়েছি !

বিদ্যাধর। দেখ' চঞ্চলা, তুমি অমন ক'রছ কেন ? আমি তোমার ক'রেছি কি যে, অতো খাপ্পা হ'চ্চ ?

চঞ্চলা। আবার সে কথা তুল্‌তে তোর লজ্জা হ'চ্চে না ছাগ ! নিজের বংশের অনূঢ়া কুলকুমারীকে প্ররোচনায় বাধ্য ক'রে কুলত্যাগিনী ক'রেছিস্ ! আপন পাশবৃত্তি চরিতার্থের জন্য পাপ-পুণ্য-ধর্ম্মাধর্ম্ম বিসর্জ্জন, কুমারী-হরণরূপ ঘোর নিষ্ঠুরতা-যজ্ঞের আয়োজন—বেশ বেশ—এ সকল মনুষ্যত্বের ভূষণ বটে ! আজ রাজ্যে প্রজাসকল রাজদ্রোহী কেন ? লোকললাম রাজকুমার নিরুদ্দেশ কেন ? চির শান্তিপ্রিয় মহারাজ আজ সেই পুত্রশোকে আত্মজ্ঞান, রাজন্যোচিত নিজ পদমর্য্যাদা ভুলে একটা নিন্দা-কুৎসার-ঘৃণার হাটে—আত্মবিক্রয় ক'র্‌তে প্রস্তুত কেন ?

বিদ্যাধর। বেশ বেশ ঠাণ্ডা হও, তোমার বক্তৃতার দৌড় সব বোঝা গেছে ! তাহ'লে কি তুমি ব'ল্‌তে চাও, রাজপুত্রবধূর মৃত্যুর পাপে আমি পাপী, যার প্রমাণ রাজপুত্র নিজে পেয়ে সেই দিনই রাজ্য-ত্যাগী !

চঞ্চলা। কি বিশ্বাসঘাতক ! রাজ-পুত্রবধূ—অভাগিনী সম্ভূতিকে আমি হত্যা ক'রেছি ! সে মন্ত্রণা-কালকূট ত তোরি দেওয়া ! তোর দত্ত যে কালকূটে আমি পিতা-মাতার সরল প্রাণে, বংশের অমলিন স্বচ্ছ দর্পণে কলঙ্কের দাগ দিয়ে জ্বালায় জ্বালায় আজ বিষময়ী রাক্ষসী সেজেছি, আবার তোর দত্ত সেই কালকূটই ত

আমি পাচককে দিয়ে খাদ্যে মিশ্রিত ক'রে সরল-প্রাণা রাজ-পুত্র-বধূ সম্মতিকে তার পারিজাতের বাগান থেকে—মৃত্যুপুরীতে পাঠিয়েছি। হায়, হায়, কে জান্‌ত যে, তার পরিণাম আজ এই!

বিদ্যাধর। দেখ' চঞ্চলা, আমি অনেক দোষের দোষী বটে, কিন্তু তুমি যে একেবারে ভাগীরথী গঙ্গাজল, সেটা কিন্তু মনে ক'রোনা। নিজের দারিদ্র্যের অবস্থা মনে কর, দরিদ্র পিতা-মাতা অনশনে থাক্‌লে খুড়ো ব'লে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে কাছে এসে দাঁড়াতে না? তারপর তোমার মিষ্টি কথায়—মিষ্টি চেহারায়, মিষ্টি চাহনিতে আবার মাথা বিগ্‌ড়ে দিলে! যা বল ভাই, এ কিন্তু মানুষে ঠিক থাক্‌তে পারে না। আর দোষই বা এমন হ'য়েছে কি? আমি ব'ল্‌তে পারি, তুমি যদি এখনও ঠিক থাক, তাহ'লে আমি সব কাজ গুছিয়ে নিতে পারি। একেই বলে—যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর! বা, কাল বাবা, বড় মজার কাল! বলি, মুখখানায় অত কালি মেখেছ কেন? একটু হাস!

চঞ্চলা। যা, রঙ্গ রাখ্! মনটা বড় খারাপ হ'য়েছে! আন্ একটু মদ আন্।

বিদ্যাধর। তা এতক্ষণ ত ব'ল্লেই হ'তো, সীতাঠাকরুণ সেজে অশোকবনকে "হা রাম হা রাম" শব্দে আকুল ক'র্‌ছিলে কেন? ( মদ্য ও মদ্যপাত্র বাহির করিয়া ) এস, ধর, খাও।

চঞ্চলা। আর কেন—খাও না! মহাপ্রসাদ ক'রে দাও।

বিদ্যাধর। না বাবা, এর পর ব'ল্‌বে—আমাকে মদ খাইয়ে মাতাল ক'র্‌লে। ( মদ্য পান, চঞ্চলাকে প্রদান )

চঞ্চলা। (মদ্যপান) তার পর, এখন কি ক'র্‌তে হবে? দেখি বাবা, ডুবেছি না ডুব্‌তে আছি—পাতাল কত দূর! না বুঝে যেমন প্রেতিনী সেজেছি, তেমনি প্রেতিনীর মত কাজ ক'রব। তখন দয়াধর্ম্ম লজ্জা কি! বিদ্যাধর খুড়ো, এস ত দাদা, একটু নাচ গান ক'রে ফুর্ত্তি জমাই, কিছু ভাল লাগ্‌ছে না! প্রাণ যেন হু হু ক'র্‌ছে! দাও, দাও, আমায় সব ভুল্‌তে দাও—আর একটু মদ দাও দাদা! (মদ্যপান)

গীত।

আউর বেইমানি শয়তানি মৎ করো শয়তান।
সেঁইয়ারে সেঁইয়ারে—তু মেরা জান॥
তু মেরা জান—তু মেরা ইমান্,
তেরা নজ্জিসে তামাম্,
তু মেরা হাম তেরা, তেরা মেরা সব্বি সমান॥

বিদ্যাধর। আজই ম'র্‌বো, মদ খেয়ে আজই ম'র্‌বো, বিবি! তোম্ ব'ল্‌তা হামি শয়তান!

## বীরবীনোদের প্রবেশ।

বীরবীনোদ। বিবি, বোল্‌তাও নয়, ভীমরুলও নয় বাবা, এই সাহেব দস্ত-বদস্ত-ধরতা তোম্—শয়তান্, দাগাবাজ, দাগাদার, দম্‌বাজ, ইমানখোর! এই চঞ্চলা নাম্নী—আন্ধার সে বিজ্‌লী ছোড়্‌কে সাচ্চা দলিলমে দস্তখত কিয়া! জান্‌তা রে উল্লুক! বাবা শুকনি! তুমি হস্তিনায় ভাগ্‌নের বাড়ীতে ঢুকে

কি ক'রেছিলে বাবা,—তাহ'লে বুঝি,—সে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তোমার মৃত্যু হয় নি! তাই এ অবন্তিকায় বিদ্যাধররূপে জাহির হ'তে পেরেছ!

বিদ্যাধর। একি বীরবিনোদ! তুমি! তুমি কোথা হ'তে? জান, এ কার গৃহ? এতদূর স্পর্দ্ধা তোমার, অনধিকারে রাজোপ-ভোগ্যা কামিনীগৃহে প্রবেশ কর?

বীরবিনোদ। ঠাণ্ডা হও, সে অধিকার—অনধিকারের গুপ্ত-কথা সব ত' প্রকাশ পেয়েছে! এখন কথা ইতি ক'রে নাও না বন্ধু! এখন শেষ কথা বল? রাজ-পুত্রবধূকে হত্যা ক'রেছ, সেই দোষ রাজপুত্রের ঘাড়ে চাপিয়ে রাজপুত্রকে ত রাজ্য হ'তে তাড়িয়েছ! রাজাকে ত কাঠের পুতুল সাজিয়েছ! রাজ্যের লক্ষ লক্ষ কুমারীর ত ধর্ম্মনাশ ক'র্‌তে দাঁড়িয়েছ! রাজ্যের সমস্ত প্রজাকে ত রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত ক'রেছ! এখন তোমাদের, রাজ্যের আর প্রজাদের ভাগ্যলক্ষ্মী টল্‌টল্‌ ক'র্‌ছে! বলি, তোমাদের দু'জনেরই কি অবন্তিকার রাজরাণী হ'বার ইচ্ছা? তা মাণিক জোড় দুটী মন্দ মানাবে না! তবে ভুল ক'রেছ কেন বন্ধু! তোমাদের রাজত্ব ত অবন্তিকা নয়. তোমাদের রাজত্ব যে শ্মশান, সিংহাসন যে তরুতল, প্রজা যে পিশাচ!

বিদ্যাধর। বীরবিনোদ! সাবধান, গায়ে বল আছে ব'লে মনে ক'রোনা, বাবার বাবা নেই, রাজারাণীর কথা কি ব'ল্‌ছ, রাজ্যের রাণীই ত চঞ্চলাকুমারী।

বীরবিনোদ। আর রাজা নিজে বীরভদ্র খুড়ো—খোদকর্ত্তা!

বিম্বাধর। কি ব'ল্‌বো, গুরুর কাছে শপথ ক'রেছি, স্ত্রীলোক আর নিরস্ত্র হতভাগ্যের গাত্রে অস্ত্রক্ষেপণ ক'র্‌ব না, তা না হ'লে এখনি সব সাধ মিটিয়ে দিয়ে যেতুম! বলি সাক্ষাৎ কলিরাজা, বড় চুল্‌কুনি তোমার! নিকটে অস্ত্র আছে মহারাজ!

চঞ্চলা। নাও বাবা, নেশাটেশা সব চ'টিয়ে দিলে! শোন বীরবিনোদ! মারামারি ক'র্‌তে চাও নাকি? সাধ থাকে ত এস, (ছোরা বাহির পূর্ব্বক) আজ মাতা পুত্রের যুদ্ধ। জানি, তুমি অতি সত্যবাদী, সত্য বল, একদিন এ পিশাচিনীকে মা ব'লে নিজের রসনা অপবিত্র ক'রেছ কিনা?

বীরবিনোদ। পবিত্র কি অপবিত্র ক'রেছি তা বাবা, ভগাই ব'ল্‌তে পারে। তবে রমণীমাত্রই আমার মা! পুত্রের মাতৃ-চরিত্র সমালোচনার ত আবশ্যক নেই। মাতৃমূর্ত্তি তুমি—তুমি তখনও মা, এখনও মা।

চঞ্চলা। তবে বল পুত্র, বলপূর্ব্বক অজ্ঞাতে মাতৃ-বিলাস গৃহে আগমন—এই কি পুত্রের ন্যায়-যোগ্য কার্য্য?

বীরবিনোদ। তুমিও ত' এইরূপে অজ্ঞাতে ছদ্মবেশে গত-কল্য রজনীতে জয়লক্ষ্মীর বাটীতে গমন ক'রেছিলে!

চঞ্চলা। সত্য, কিন্তু আমি স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের গৃহে গমন ক'রেছিলাম। (স্বগত) ওরে পাগল, আমার গমন-উদ্দেশ্য যে প্রাণাধিক বলাদিত্যকে দেখ্‌তে! আমি যে তার পাগলিনী। কিন্তু জয়লক্ষ্মী আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী! ঐ আবার পাগল ক'র্‌লে রে (প্রকাশ্যে) হাঁ বল, আমার কথার উত্তর দাও?

বীরবিনোদ। আমি পরাস্ত, মার্জ্জনা চাই, মায়ের কাছে পুত্রের অপরাধ মার্জ্জনীয়।

চঞ্চলা। অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কর, নিশ্চয়ই মার্জ্জনা পাবে।

বীরবিনোদ। বল, কি ক'র্‌তে হবে, আমি কৃতকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে প্রস্তুত।

চঞ্চলা। তুমি সত্যবাদী, তুমি স্বীকার কর যে, আমাদের এই গুপ্ত-কাহিনী তোমার আমৃত্যু গোপন থাক্‌বে।

বীরবিনোদ। বড় কঠিন প্রায়শ্চিত্ত, আচ্ছা স্বীকার ক'র্‌লাম। আমা হ'তে এ গুপ্ত রহস্য প্রকাশ পাবে না। কিন্তু এখনও ধর্ম্ম আছে কালসাপিনি। তাই আমিও ব'ল্‌ছি, যদি আমি সত্য-মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে প্রকৃত সত্যদাস হ'তে পারি, তাহ'লে এই লোমহর্ষণময় ভীষণ রহস্য তোমাদের হ'তেই রাষ্ট্র হবে। সর্ব্ব চক্ষু ধর্ম্মের নিকট কিছুই গুপ্ত নয়! সূর্য্য মেঘাচ্ছাদিত হ'লেও দিনের আলোর ব্যাঘাত জন্মে না।

[ দ্রুতপদে প্রস্থান।

বিম্বাধর। ক'র্‌লে কি, ক'র্‌লে কি, ছেড়ে দিলে! বেটা তোমার ছোরা দেখে হাব্‌ড়ে গেছ্‌লো! একবার লেগে প'ড়্‌লেই হ'তো, আমি পেছন থেকে এক পাথর ছুড়েই বেটাকে সাবাড়্‌তুম্। এখন উপায়! তুমি ওর কথায় বিশ্বাস ক'র্‌লে? ঐ বেটাই আমাদের একজন প্রধান দুষ্‌মণ।

চঞ্চলা। ওহে বীরপুরুষ! ঠাণ্ডা হও, ও তোমার মত বেই-

মান বিম্বাধর নয়। ওর সঙ্গে লাগ্‌তে গেলেই প্রাণ হারাতে হ'তো।

বিম্বাধর। বুঝ্‌লে না, বুঝ্‌লে না। ও দুর্ম্মণকে সাবাড়তে না পার্‌লে আর কিছুতেই রক্ষা নেই। তার ফিকির আমিই ক'র্‌ছি। চল এখন—তোমার সতীকুমারীদিগে দেখ্‌বে চল। সব ছুঁড়ীদেরই ফল্গুধারার মত ভিতরে ভিতরে আগুনাই চ'লেছে। ছুঁড়িরা কারাগারে আছে—তবু কি কিছু স্ফূর্ত্তি ক'মেছে! এতেই বলে বাবা, যৌবন অতি বিষম কাল। ( মদ্যপাত্র লইয়া ) আর এই টুকু থাকে কেন বাবা, টেনে নাও।

চঞ্চলা। যাইরি ভাই, এ জিনিষ কে তৈয়ারী ক'রেছিল ( উভয়ের মদ্যপান ) বলাদিত্য, প্রাণসখা! আমি হৃদয়ের বিনিময়ে, রূপ-যৌবনের বিনিময়ে তোমার দাসী হব। আর জয়লক্ষ্মি, তোমাকে পথের কাঙালিনী ক'র্‌ব। কেন না তুমিই আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী। তুমিই আমায় বলাদিত্যলাভে বঞ্চিত ক'র্‌ছ! তুমিও নারী আর আমিও নারী, দেখ' তোমায় আমায় প্রভেদ কত?

## গীত।

**আমি ব'ল্‌তে নারি, তোমায় নারি, বল তুমি কে?**
**তুমি কোথাও সতী সাবিত্রী, কোথাও শূর্পনখা যে॥**
**তোমার এক চোখে ঝরে মধু বকুল ফুলের হাওয়া,**
**আর চোখে ঝরে বিষ সোণার সৃষ্টি খাওয়া,**

তোমায় নহরূপে চমক লাগে, সুপ্ত পরাণ আপনি জাগে,
তোমার মিহিসুরের মধুবাণী জ্যান্ত মারা যে,
তুমি কোন্ দেশের গো বিদেশিনি, বল বিশেষে॥

[ সকলের প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

জয়লক্ষ্মীর গৃহ।

আহত বলাদিত্য, বীরবিনোদ, জয়লক্ষ্মী
ও নীরুজার প্রবেশ।

বলাদিত্য। বীরবিনোদ! আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? আমি ছিলাম কোথায়?

বীরবিনোদ। তুমি কুমারী জয়লক্ষ্মীর গৃহে আছ। এক প্রকোষ্ঠ হ'তে অন্য প্রকোষ্ঠে তোমায় নিয়ে যাচ্চি।

বলাদিত্য। এ স্থান পরিবর্ত্তন কেন?

বীরবিনোদ। চিকিৎসকের ব্যবস্থায় আর জয়লক্ষ্মীর শুশ্রূষার সুবিধার জন্য তোমায় কক্ষান্তর ক'র্‌ছি।

বলাদিত্য। এতে আমার বড় কষ্ট হ'চ্চে। আর কতদূর এই ভাবে নিয়ে যাবে?

জয়লক্ষ্মী। না আমরা কক্ষান্তরে এসেছি। আপনি এই শয্যায় উপবেশন করুন। ( শয্যায় বলাদিত্যকে স্থাপন )

বলাদিত্য। উঃ - বড় কষ্ট! বড় পিপাসা,—

জয়লক্ষ্মী। ( জলদান পূর্ব্বক ) এই যে জল,—পান করুন।

বলাদিত্য। ( জলপান পূর্ব্বক ) আঃ—আর ব'স্‌তে পার্‌ছি না। ( জয়লক্ষ্মীর এক হস্তে মস্তক রক্ষা )

নীরুজা। বাবা, একটু শোবে? শোওনা।

বলাদিত্য। না, এই বেশ আছি। আমার শুশ্রূষার জন্য আর আপনারা কত কষ্ট ক'র্‌বেন? এ ঋণ আমি কেমন ক'রে পরিশোধ ক'র্‌ব?

জয়লক্ষ্মী। ঋণের কথা ব'ল্‌ছেন কেন, সেবাই ত নারী-জাতির ধর্ম্ম, তাতে আবার আপনি রুগ্ন! এ অবস্থায় ঋণী বা ঋণদাতা কেউ নাই। কর্ত্তব্য প্রতিপালন ক'র্‌লে কি ঋণ দান করা বলে?

বলাদিত্য। বল কি জয়লক্ষ্মি! তুমি যে সাক্ষাৎ সেবারূপিণী মহাদেবী! আমি বাল্যে মাতৃসেবা লাভ ক'রেছি—ভগিনী-সেবা ভোগ ক'রেছি, কিন্তু এ যে তোমার দুর্লভ সেবা। এ সেবা তোমার আকাশঘেরা আত্মহারা সেবা! রাজরোষের মহা সঙ্কটকে উপেক্ষা করে—অযাচিতা সেবার আশ্রয় দান ক'রেছ! একি তোমার মহাত্যাগ নয় দেবি! আমি সৈনিক, আমার পিতা সেনাপতি—এ সৈনিকজীবন পরার্থে বিসর্জ্জন দেওয়াই আমার জীবনের ব্রত! কিন্তু তুমি নারী—বিশেষতঃ কুমারীবালিকা,

তোমার পক্ষে আমার নিমিত্ত প্রবল রাজরোষের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হওয়া—কতদূর মহত্ত্ব, তাকি আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। তুমি লোকদৃষ্টির যুগপৎ আশ্চর্য্য ও আনন্দময়ী মূর্ত্তি! তুমি মূর্ত্তিতে কোমলা বালিকা, কিন্তু কার্য্যে তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা!

নীরুজা। বাবা নিরস্ত হও, নিরস্ত হও! বেশী কথা কইলে আরও ক্লান্ত হবে। সরল মহাপ্রাণ তোমার, একটু উচ্ছ্বাসেই বিচলিত হয়। ঐ যে কপালে ঘাম দিয়েছে। মা জয়লক্ষ্মি, বেশী কথা ক'ওনা! বাছার ঘাম মুছিয়ে দিয়ে বাতাস কর। ঔষধ খাওয়ান হ'য়েছে কি?

জয়লক্ষ্মী। (ঘাম মুছাইয়া) তাইত মা ভুলে গেছ্‌লাম মা! ঔষধ খান্। (ঔষধ প্রদান)

বীরবিনোদ। এবার একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর' বাবা!

বলাদিত্য। না এতে আমার কষ্ট হ'চ্চে না। বরং শান্তি-রাণীর সেবায় আমি শান্তি অনুভব ক'র্‌ছি। আমার শরীরের কোন ক্ষত ত গভীর নয়, মস্তকে গুপ্ত আঘাতেই সংজ্ঞাহীন হ'য়েছিলাম। কুমারীগণ কোথায়?

বীরবিনোদ। তারা এই খানেই আছে।

বলাদিত্য। মহারাজ তাদের অনুসন্ধান ক'র্‌ছেন না?

বীরবিনোদ। অনুসন্ধান যথেষ্টই ক'রেছেন, কিন্তু কার্য্যসফলতা লাভ ক'র্‌তে পারেননি! আমার অনুগত সুশিক্ষিত সৈন্যসকল জয়লক্ষ্মীর পুরী বেষ্টন ক'রে পুরী রক্ষা ক'র্‌ছে! মহারাজ গত রাত্রিতে জয়লক্ষ্মী-পুরী-রক্ষিত কুমারীগণের সংবাদ পেয়েছেন।

বলাদিত্য। কিরূপে—কিরূপে সংবাদ প্রাপ্ত হ'লেন ?

বীরবিনোদ। মহারাজের আশ্রিতা পিশাচী চঞ্চলা গত রাত্রিতে ছদ্মবেশে এই পুরীমধ্যে প্রবেশ করে !

বলাদিত্য। ছদ্মবেশে চঞ্চলা আমাদের এতগুলি সৈন্যের চক্ষে ধূলি দিলে ?

বীরবিনোদ। ভাই তুমি কি চঞ্চলাকে চেন না, সে যে অলোকচতুরা ! তোমার মাতার প্রেরিতা পরিচারিকা-বেশী সহজেই প্রবেশ ক'রেছিল।

বলাদিত্য। পরে জানলে কিরূপে যে, সে পাপিন চঞ্চলা ?

বীরবিনোদ। সে পাপিনী পুরী হ'তে প্রস্থান ক'রলে তোমার মাতা এখানে আগমন করেন। তাঁর মুখে শুনলাম যে, তিনি স্বয়ং আসবেন ব'লে গত কল্য তাঁর কোন পরিচারিকা প্রেরণ করেন নাই।

বলাদিত্য। উঃ, দুশ্চারিণীর কি সাহস ! সে আমাকেও এক-দিন তার পুরীমধ্যে যেতে আহ্বান ক'রেছিল ! জানি না ভাই বীরবিনোদ ! পাপিনীর পাপোদেশ্য কি ? সেই মায়াবিনী কুহ-কিনী হ'তেই এই অশান্তির আগুন জ্বলেছে ! হায় হায়, কতদিনে আমি সুস্থ হ'তে পারবো ! কতদিনে আমি মাতৃ-অংশভূতা কুমারীগণের ভীতি নাশ ক'রে হাসতে হাসতে মায়ের মন্দিরে গিয়ে ক্ষতচিহ্ন দেখিয়ে মায়ের পূজা সম্পূর্ণ ক'রতে পারব !

## নির্ম্মাল্য চরণামৃত হস্তে ভবানী ও কুমারীগণের প্রবেশ।

ভবানী। কাল সকালেই পার্‌বে দাদা! এই চরণামৃত পান কর, এই নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ কর। এখনি মহাশক্তির শক্তি অনুভব ক'র্‌তে পার্‌বে। দু'দণ্ড পরেই অন্যের বিনাবলম্বনে এই গৃহে পাদচারণা ক'র্‌তে পার্‌বে! দেবতা ভাই আমার, তোমার শরীরের বেদনা যে, মা ভবানী নিজ দেহে অনুভব ক'র্‌ছেন!

( চরণামৃত ও নির্ম্মাল্য দান )

বলাদিত্য। ( চরণামৃত পান ও নির্ম্মাল্য ধারণপূর্ব্বক ) সত্যই বোন্‌টী আমার, তোমার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। সত্যই আমি এক অজ্ঞাত শক্তির অনুভব ক'র্‌ছি! বোধ হ'চ্চে, যেন আমি এই মুহূর্ত্তে সমস্ত নগর পরিভ্রমণ ক'র্‌তে পারি। ভবানী, দিদি, বোন্‌টী আমার, তবে এতদিন এই চরণামৃত, এই মায়ের নির্ম্মাল্য কেন আন্‌তে ভুলেছিলে?

ভবানী। আমি কি ভুলেছিলাম দাদা, মা যে মন্দিরেই ছিলেন না, তাঁর একটী অসহয়া কন্যার উদ্দেশে পাগলিনী হ'য়ে ছুটে ছিলেন। এ ক'দিন কি মা কারো পূজা নিয়েছেন?

বলাদিত্য। ব'লিস্ কি ভবানি, মা কারো পূজা নেননি? বাবা সিদ্ধিনাথ তবে কি ক'র্‌ছেন?

ভবানী। মায়ের যে দশা হ'য়েছিল, মায়ের ছেলেদেরও সেই দশা ঘ'টেছিল। বাবা সিদ্ধিনাথ আকুলা পীড়িতা কুমারী-

গণের জন্য কেবল মা মা ক'রে অঞ্জলি অঞ্জলি চোখের জল দিয়ে মায়ের অভিষেক ক'রেছিল!

বলাদিত্য। বাবা সিদ্ধিনাথ! তুমি মায়ের ধন্য পুত্র! তোমারি উদ্বোধনে মা আজ জাগ্রত হ'য়েছেন! তা না হ'লে সে পাষাণীকে জাগায় কে? মা যে জাগ্রত হ'য়েছেন, তা আমি তাঁর চরণামৃত পান ক'রেই বুঝ্‌তে পার্‌ছি! সে চরণামৃত পানে আমার শরীরের নষ্ট শক্তির পুনঃ সঞ্চার হ'য়েছে! আর যেন আমার দেহে বেদনার লেশমাত্র নাই! (দণ্ডায়মান হইয়া) এই যে আমার মা ভবানীর গৌরীমূর্ত্তি মায়েরা! মা—মা—মায়ের প্রসাদে আর তোদের কোনও ভয় নাই মা!

কুমারীগণ। গীত।

ভয়? আর কিসের ভয়?
সভয়ে অভয়া-পায় যবে নিয়েছি আশ্রয়॥
যোগ্য-ভ্রাতা তুমি হে বীর-কুমার, যুগ্মবাহু তব শক্তির আধার,
তাহাতে আবার কৃপাদৃষ্টি মার একাধারে মোরা পেয়েছি উভয়॥
আমরা কুমারী মার স্নেহে ভাসি, মার মুখ চেয়ে থাকি দিবানিশি,
সদাই নিরখি মার মুখে হাসি, মার কোলে বসি খেলে নিয়ে ভয়॥

জয়লক্ষ্মী। ভগিনিগণ! আমরা অসহায়া নই! আমরা মায়ের মেয়ে, বীরভ্রাতার ভগিনী! এতদিন আমরা মায়ের পূজা ক'রেছি! কিন্তু মায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র বীরভ্রাতার পূজা করেনি! এস ভগিনিগণ, আজ জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে গললগ্নীকৃতাঞ্চলে আমাদের বড়

গৌরবের ধন বীরভ্রাতার যুগল চরণে প্রণাম ক'রে সম্মিলিত কণ্ঠ-স্তবে তাঁর পূজা করি। বল—

নিবিড় তিমির আবৃত দেশের উজল প্রদীপ তুমি হে আর্য্য!

কুমারীগণ। (পুনরাবৃত্তি)

জয়লক্ষ্মী। স্বরগে দেবতা মরতে মানব চকিত হেরিয়ে তোমার কার্য্য॥

কুমারীগণ। (পুনরাবৃত্তি)

জয়লক্ষ্মী। হিমাদ্রি হইতে নামিল ত্রিধারা করিতে পবিত্র বিরাট বিশ্ব।

কুমারীগণ। (পুনরাবৃত্তি)

জয়লক্ষ্মী। তেমনি তোমার উদয়ে বীরেন্দ্র, হেরিল জগৎ সেরূপ দৃশ্য॥

কুমারীগণ। (পুনরাবৃত্তি)

জয়লক্ষ্মী। জাগিল নিদ্রিত লভিয়ে চেতনা, শিখিল তোমার অমোঘ মন্ত্র।

কুমারীগণ। (পুনরাবৃত্তি)

জয়লক্ষ্মী। বিজয় নিনাদ আলোড়ি চৌদিক, বাজিল সবার হৃদয়-যন্ত্র॥

কুমারীগণ। (পুনরাবৃত্তি)

জয়লক্ষ্মী। তুমি হে শরেণ্য তুমি হে বরেণ্য, তোমার পূজন অপরিহার্য্য॥

কুমারীগণ। (পুনরাবৃত্তি)

জয়লক্ষ্মী। দেশের সবিতা দেশের দেবতা নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ হে আর্য্য !

কুমারীগণ। ( পুনরাবৃত্তি ও সকলের প্রণাম )

বলাদিত্য। এ সব ক'র্‌ছ কি জয়লক্ষ্মি ! এঁদের মধ্যে যে অনেক ব্রাহ্মণ-কুমারী আছেন ! ওঁরা প্রণাম ক'র্‌লে যে আমি ধর্ম্মে পতিত হব'।

জয়লক্ষ্মী। মহাপুরুষ ! আপনার বর্ত্তমান আসন কত ঊর্দ্ধে অবস্থিত, তা আপনি আপনার নিজ উদারতায় দেখ্‌তে পাচ্চেন না। আমরা ভক্ত, আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি। সেখানে সে আসন কত যোগী-ঋষি, কত সাধু-ব্রাহ্মণ ভক্তিভরে মস্তকে ধারণ ক'রে আছেন ! সেখানে ব্রাহ্মণ শূদ্রের বর্ণ বিচার নাই ! রাজা প্রজার মর্য্যাদার ভেদ নাই ! সেখানে এক সার্ব্বজনীন নির্ব্বিকার দেব-ভাব ! তাই বলি প্রভু, ভক্ত আমি, আমার অনুরোধ রক্ষা করুন, আপনি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।

বলাদিত্য। জয়লক্ষ্মি ! তুমি যে আমার একান্ত ভক্ত, তা আমি জানি। তুমি অনুরোধ ক'র্‌লে আমার কি কিছু তোমায় অদেয় থাকে রমণীরত্ন ! আমি যে তোমার হৃদয়ে স্থান পেয়েছি, এতেই আমি ধন্য হ'য়েছি ! তোমাদের সকল পূজাই গ্রহণ ক'রেছি।

দ্রুতপদে চম্পাবতীর প্রবেশ।

চম্পাবতী। আজ আমার বলাই কেমন আছে ! স্নেহের বলাই, কেমন আছিস্ তুই ? এই যে বাপ আমার ! স্নেহের

দুলাল যাদু! বাবা আমার, সুস্থ হ'য়েছ ত? হাঁ—সুস্থ হ'য়েছ! তুমি যে আমার মা ভবানীর দাস—কালীকিঙ্কর! আর যে মায়ের দাসী তোমার শুশ্রূষার ভার গ্রহণ ক'রেছিলেন, এই যে সেই আমার মা জয়লক্ষ্মী। মাগো, তুই আমার বাছার জীবনদায়িনী। এস মা—আজ হৃদয়ের সহিত তোমায় আমি আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই, তুমি চিরসুখিনী হও। এই অনুগ্রহ যেন আমার বলায়ের প্রতি চিরদিনই থাকে। ( জয়লক্ষ্মীর প্রণাম )

বলাদিত্য। মা, আমাদের ভামতী ফিরে এসেছে কি?

চম্পাবতী। না বাবা, ফিরে আসেনি। যে তাকে তোমার মাসি-বাড়ী হ'তে আন্‌তে গিয়েছিল, সেও ফিরেনি। তাই বড় উদ্বিগ্ন আছি। তুমি একটু সুস্থ হও, তারপর তোমাকেই চান্দায় গিয়ে ভামতীর উদ্দেশ ক'র্‌তে হবে।

বলাদিত্য। আমি সুস্থ হ'য়েছি মা, তারপর আর নেই, আমি আজই তার উদ্দেশে বাহির হব'।

জয়লক্ষ্মী। আজই বাহির হবেন? চ'ল্‌তে পার্‌বেন কি? ভামতীর উদ্দেশে যাবেন, নিষেধ ক'র্‌তে পারিনা।

ভবানী। কেন গো—দাদা ত ভাল হ'য়ে গেছে।

জয়লক্ষ্মী। তাহ'লে বাবা বীরবিনোদ, তুমি শরীররক্ষক-স্বরূপ হ'য়ে সঙ্গে যাও।

বলাদিত্য। জয়লক্ষ্মি! তাহ'লে তুমি যে অসহায়া থাক্‌বে।

বীরবিনোদ। অসহায়া থাক্‌বে কেন, আমার সৈন্যগণ পুরী রক্ষা ক'র্‌বে। তুমি চল।

বলাদিত্য। তাহ'লে আসি জয়লক্ষ্মি! তোমার সেবা-ঋণ আমি জীবনে ভুল্‌তে পার্‌ব না। মা, আসুন, আপনাকে গৃহে রেখে—আমি ভগিনী ভামতীর উদ্দেশে যাত্রা ক'র্‌ব। বিশেষ সাবধানে থাক্‌বে জয়লক্ষ্মি! বিশেষ সাবধানে থাক্‌বে।

জয়লক্ষ্মী। আমার জন্য কোন চিন্তা ক'র্‌বেন না। আপনি মার নাম নিয়ে যাত্রা করুন।

[ সকলের প্রস্থান।

---

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিশ্রাম-কক্ষ।

### প্রদ্যোতবর্দ্ধন ও বিদ্যাধরের প্রবেশ।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। খুড়ো, কুমারীগণকে ত বন্দিনী ক'র্‌লে! শুন্‌ছি, তাদের প্রতি অত্যাচারও নিতান্ত অল্প হ'চ্ছে না, কিন্তু মূলকার্য্যের সংবাদ কি? কুমারের তত্ত্ব কি কিছু সন্ধান ক'র্‌তে পার্‌লে?

বিদ্যাধর। বাবা, এ কি আর দু'দিন চারদিনের কাজ! তাদের আত্মীয় স্বজন পিতামাতার কোল হ'তে বল ক'রে আনা হ'য়েছে, আগে ভয় মিটুক, তার পর ত পীরিত-প্রণয়ের কথা

উঠ্‌বে! তবে বাবা, এ জান্‌বেন—এই সূত্রই রাজপুত্র অনুসন্ধানের প্রধান সূত্র।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। তুমি ব'ল্‌ছ, কুমারীদের মধ্যেই যে কোন কুমারী আমার রূপগুণবান্ বিদ্যাধর পুত্রকে গোপন ক'রে রেখেছে! আচ্ছা খুড়ো, যদি কুমারীদের মধ্যেই কেউ আমার পুত্রের প্রেমপ্রার্থিনী হয়, তাহ'লে সে কুমারীই বা কুমারকে আমার গোপন ক'রে রাখ্‌বে কেন? আর কুমারই বা গুপ্তভাবে থাক্‌বে কেন? কোন্ কন্যার পিতা না রাজপুত্রকে কন্যাদান ক'র্‌তে আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করে? আর কোন্ রাজপুত্রের পিতা না তার একমাত্র পুত্রের বাসনা পূর্ণ ক'র্‌তে প্রস্তুত হয়?

বিদ্যাধর। তা ত সত্য বাবা, কিন্তু যদি অযোগ্যা নীচ কুলোদ্ভূতা কুমারীর সহিত কুমারের প্রণয় সঞ্চার হ'য়ে থাকে, তাহ'লে সেই কন্যার পিতা এ ঘটনা গোপন রাখ্‌তে যত্নবান্ হবে না কি? আর আপনি কি কুমারের সেই অবৈধ প্রণয় চরিতার্থ ক'র্‌তে প্রশ্রয় দিতে পারেন? আবার যদি কোন বর্ণশ্রেষ্ঠ উচ্চ ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভবা কুমারীর সঙ্গে কুমারের প্রণয় সঞ্চার হয়, তাহ'লে কি সেই ব্রাহ্মণ ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে নিজের জাতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে পারে?

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। ধন্য, ধন্য তোমার তর্ক-মীমাংসা! তাহ'লে নিশ্চয়ই তাই! তোমার এ অভ্রান্ত অনুমান! তা না হ'লেই বা কুমার শ্রীহর্ষ কেন আমার বধূমাতাকে হত্যা ক'রে পলায়ন ক'র্‌বে! বধূমাতা হন্তা যে আমার শ্রীহর্ষ, এ কথা আমি প্রথমতঃ

বিশ্বাসই করি না, কিন্তু তুমি আর চঞ্চলাকুমারী যখন তার সাক্ষ্য প্রদান ক'র্‌লে, তখন আর অসত্য ধারণা বা সন্দেহ ক'র্‌বার কি আছে! খুড়ো! এ সংসাররহস্য বড় অদ্ভুত, আবার লোক-চরিত্র তাহ'তেও অদ্ভুত! আহা, মাতৃহীন বালক শ্রীহর্ষকে আমি সমুদায় প্রাণ দিয়ে তার মাতৃহীনতার অভাব পূর্ণ ক'র্‌তাম, সেই শ্রীহর্ষ আমায় ত্যাগ ক'রে গেল! জানি না, এ ভাবে আর কত-দিন যাবে! শান্তিলাভের জন্য স্বধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগে বৌদ্ধধর্ম্ম পরিগ্রহণে রাজ্যবাসীর বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষের অগ্নিকুণ্ড সাজালুম্, এখন তাতে নিজেই পুড়্‌ছি—আর তাদিগে—সেই অগ্নিকুণ্ডের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মার্‌ছি! তারা কাঁদ্‌ছে, আমি হাস্‌ছি আর কাঁদ্‌ছি! বুঝি আর এ জীবনে এ হাসিকান্নার বিচ্ছেদ পাবো না! এর নাম শান্তি না অশান্তি!

সন্ন্যাসীবেশে পদ্মনাভের প্রবেশ।

পদ্মনাভ। মহারাজ! বর্দ্ধনকুলের কুলতিলক! আমার রাজশক্তির প্রতি সন্দিহান হ'য়েছিলেন, আজ আমি সে সন্দেহ মোচন ক'রে এসেছি। চেয়ে দেখুন মহারাজ! আমার এ দেহে আর সংসারের কোন বন্ধন নাই, যে হৃদয়ে অপত্যবন্ধনে বেঁধে পুত্রকে স্থান দিয়েছিলাম, সে হৃদয়ে এখন সে বন্ধন মুক্ত ক'রে বৈরাগ্যকে স্থান দিয়েছি! যে চিত্তে প্রণয়-বন্ধনে পত্নীকে অধি-কার দান ক'রেছিলাম, সে চিত্ত এখন শ্রীভগবানে উৎসর্গ ক'রেছি। যে দেহে ভোগ-বিলাসের অলঙ্কার ধারণ ক'র্‌তাম,

সেই দেহ এখন সামান্য কাষায় বস্ত্রে সাজিয়েছি! এখনও কি পরীক্ষা ক'র্‌তে চান্‌? রাজভক্তির বিনিময়ে সর্ব্বস্ব ছেড়েছি—ভিখারী হ'য়েছি! কাঙাল হ'য়েছি ব'লেই কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে একটী ভিক্ষা ক'র্‌তে এসেছি। মহারাজ! রাজরাজেশ্বর! ভিক্ষা দিন।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। একি সেনাপতি! আজ একি সেজেছ! ধন্য তোমার রাজভক্তি! আমি ভ্রান্ত, এতদিন তোমাকে আমি চিন্‌তে পারিনি! এখন চিনেছি, এখন তোমার জন্য রাজা সব ক'র্‌তে প্রস্তুত। বল, তোমার অভীপ্সিত ভিক্ষা কি?

পদ্মনাভ। আমার ভিক্ষা, মহারাজ! আমার ভিক্ষা—আমার একটী কুমারী কন্যা।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। তোমার কন্যা! কোথায়?

পদ্মনাভ। আপনার কুমারী-রক্ষণ কারাগারে। যেখানে আজ রাজ্যের ইতর ভদ্র কুমারী সংরক্ষিত হ'চ্চে।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। আমার কুমারী-রক্ষণ কারাগারে—তোমার কন্যা আনীত হ'য়েছে! বিদ্যাধর খুড়ো—

বিদ্যাধর। সেকি কথা বাবা! কে ব'ল্‌লে? এ যে বাবা দিনে ডাকাতির কথা!

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। সেনাপতি! শুন্‌লে? (স্বগত) আচ্ছা—বুড়ো লোকগুলো বেঁচে থাকে কেন? সে কেবল আমাদিগে ভুগোতে—নয়? (প্রকাশ্যে) বল—আর কি চাও?

পদ্মনাভ। আর চাইব কি? আর চাইবার কি আছে?

না, না, আর একটী চাই, একটী কথা শুন্‌তে চাই। তাহ'লে আশ্রিত-রক্ষক সত্যসন্ধ মহারাজ! বলুন, আমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে যেতে পারি! আর একটী স্নেহ-ভিখারিণীকে কর্ত্তব্যের সান্ত্বনা দিয়ে যেতে পারি।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। নিশ্চয়—নিশ্চয়, সে বিষয়ে পুনরুক্তিই অতিরিক্ত। এখন তুমি আস্‌তে পার, এখন তুমি আস্‌তে পার। নিশ্চিন্ত হ'য়ে যাও, নিশ্চিন্ত হ'য়ে যাও।

পদ্মনাভ। যাই, এখন পত্নীর নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ ক'রে যাত্রা করি। ভগবান্ রাজ্যের মঙ্গল করুন।

[ প্রস্থান।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। আচ্ছা বিদ্যাধর খুড়ো! আমি ত রাজভক্ত সেনাপতিকে সহজে বুঝিয়ে তার কর্ত্তব্য পালনে প্রেরণ ক'র্‌লাম! কিন্তু আমার সন্দেহ ত দূর হ'চ্চে না? আমিত স্বয়ং আজ্ঞাদান ক'রেছি যে, ধনী-নির্ধন-ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-ইতর-ভদ্রনির্ব্বিশেষের কোন কুমারীকে ক্ষমা করা হবে না। সকলেই আমার কুমারী-রক্ষণ কারাগারে বন্দিনী থাক্‌বে। তখন যে সেনাপতি-কন্যা পরম রূপবতী ভামতী আমার কারাগারে বন্দিনী হয় নাই, এ অতি অসম্ভব কথা! বিদ্যাধর খুড়ো, তুমি সত্য বল, ভামতী বন্দিনী নয় কি?

বিদ্যাধর। (স্বগত) এখন কি বলি! ভগা এবার দিলে ঠেলা!

## চঞ্চলার প্রবেশ।

চঞ্চলা। ভামতী বন্দিনী কিনা তোমার বিদ্যাধর খুড়ো কি ব'ল্‌বে মহারাজ! আমি তোমাকর্ত্তৃক কুলকুমারী-ধর্ম্মভ্রষ্টা কুলটা, আমি ব'ল্‌ছি, আমিই তাকে বন্দিনী ক'রেছি।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। অ্যাঁ, সেনাপতি-নন্দিনী—আমার পরম হিতকারী রাজভক্ত বন্ধু সেনাপতি-কন্যা আমার কারাগারে বন্দিনী! এ অতি অন্যায় কার্য্য হ'য়েছে!

চঞ্চলা। কেন অন্যায় কার্য্য হ'য়েছে ন্যায়বান্ মহারাজ! কুমারীর কুমারী-ধর্ম্ম কি সকল কুমারীর সমান ধর্ম্ম নয়? আত্মপর ভেদে কি সে ধর্ম্মের লঘুগুরু আছে? মনে ক'রে দেখ' রাজা, আমার কি সর্ব্বনাশ ক'রেছ, আমিও কি সেনাপতি-কন্যার ন্যায় পবিত্র উচ্চকুলোদ্ভূতা ছিলাম না? ন্যায়বান্! তখন তোমার ন্যায়-বুদ্ধি কোথায় ছিল? সে প্রলোভন, সে প্ররোচন স্মরণ হয় না কি? সে ধর্ম্মের বিনিময়-মূল্য কত দিতে চেয়েছিলে, মনে হয় কি? সে রাজবাসে রাজসিংহাসনে ব'সে রাজরাণী হ'য়েছি, মুদ্রায় আমার মূর্ত্তি অঙ্কিত হ'য়েছে, আমার ইচ্ছানুবর্ত্তী হ'য়ে মহারাজ প্রদ্যোতবর্দ্ধন আপনি, রাজকার্য্য প্রতিপালন ক'র্‌ছেন! ওহো সুখের আমার সীমা আছে কি?

বিদ্যাধর। হাঁ বাবা, আমাকে কেন গঞ্জনা দাও, এখন মহারাজের সঙ্গে বোঝা পড়া কর।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। কেন চঞ্চলা, আমায় বৃথা অনুযোগ ক'র্‌ছ?

তুমি আমার নিকট ক'দিন এসেছ? সময় কি গত হ'য়েছে? তোমার ইচ্ছা পূর্ণের যে আমি অবসর পাইনি।

চঞ্চলা। এ জীবনে সে অবসর আর পাবে না রাজা! সে আগ্রহ, সে ইচ্ছা এখন কৈ? আগ্রহ ইচ্ছাতেই ত অবসর। থাক্, সবই আমার অদৃষ্ট! এখন সেনাপতি-কন্যাকে কি মুক্তি দিতে চাও রাজা?

বিদ্যাধর। তা চাইলে চ'ল্‌বে কেন! তাহ'লে কি পক্ষপাতিত্ব হয় না? লোকে ব'ল্‌বে কি, ব'ল্‌বে—রাজা ভয় পেয়ে সেনাপতির কন্যাকে ছেড়ে দিয়েছেন। বিশেষতঃ সে কন্যা বলাদিত্যের বোন! বলাদিত্য একজন প্রধান রাজদ্রোহী।

চঞ্চলা। আমি বলি কি খুড়ো, যে কাজ শেষ পর্য্যন্ত রাখ্‌তে পারবে না, সে কাজে মানুষ হাত দেয় কেন? মহারাজ, অসন্তুষ্ট হ'ওনা! তুমি ত অবিবেচক নও!

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। না চঞ্চলা, আর তিরস্কার ক'রনা! আমি আজই সত্যমুক্ত হব'! বল তোমার অভিলাষ কি?

চঞ্চলা। আমার আবার অন্য অভিলাষ কি মহারাজ! আপনার মঙ্গলসাধন করাই আমার অভিলাষ! অপনি এখন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য; অস্থির চিত্ত, সেই জন্যই ত রাজ্যে এই অশান্তি! আমার ইচ্ছা যে—তুমি এ সময় নিশ্চিন্তে শান্তি সুখ ভোগ কর, আমায় রাজকার্য্য পরিচালনার ভার দান কর, আমিই রাজ্যের সব অশান্তি দূর কর্‌বো, তোমায় কোন বিষয় ভাব্‌তে হবেনা।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। অহো হো, তা হ'লে ত রক্ষা পাই! এ অশান্তি আর ভাল লাগেনা। চঞ্চলা! তুমি যে আমার এত হিতৈষিণী, তা ত আমি জান্‌তাম না, তুমি রমণী-রত্ন! কিন্তু চঞ্চলা, তুমি অবলা, রাজকার্য্য বড় কঠোর! তুমি পার্‌বে কি?

বিদ্যাধর। তা চঞ্চলা আমার খুব পার্‌বে, খুব পার্‌বে, ও অনেক পুরুষের কাণ কাট্‌তে পারে।

চঞ্চলা। মহারাজ, তোমরা পুরুষ, তোমরাই স্ত্রীজাতিকে অবলা সাজিয়েছ, নতুবা স্ত্রী জাতির শক্তি যে কত অধিক, তা তারা উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্রে স্থান পেলে দেখাতে পারে। যদি কোন ক্রটী ঘটে, তুমি আছ! আমি দেখাতে চাই, আমি কুলটা নই। আমি কুমারী, গান্ধর্ব্ব মতে রাজার বিবাহিতা রাণী। রাজা রাণী-বিয়োগান্তে অযোগ্যা নারী গ্রহণ করেননি!

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। চঞ্চলা, চঞ্চলা, তুমি রমণীকুলের গৌরবময়ী হিরণ্য প্রতিমা! বিদ্যাধর খুড়ো! তুমি আজই রাজ্যে ঘোষণা কর, আমি চঞ্চলকুমারীকে রাণী পদে অভিষিক্ত কর্‌লাম এবং অবন্তিকা রাজ্য দান কর্‌লাম। আজ হ'তে নবীনা রাণী চঞ্চলকুমারীর আদেশে সমুদায় রাজকার্য্য পরিচালিত হ'বে। এ রাজ্যের রাজা আর আমি নই, চঞ্চলকুমারীই এই রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী।

বিদ্যাধর। যে আজ্ঞা রাজা! ওরে—ওরে—মহারাজকে গান শোনা, গান শোনা! আমি চল্লাম, আনন্দের সংবাদ প্রচার করিগে। (স্বগতঃ) আর যাদু, তুমি যাও কোথা! (প্রকাশ্যে) যাক্ এখান হ'তেই ঘোষণা করি, শোন শোন রাজ্যবাসী প্রজাগণ!

আজ হ'তে চঞ্চলকুমারী এ রাজ্যের রাণী হ'লেন। মহারাজ সমুদয় রাজকার্য্য তাঁর হাতে স'পে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'লেন।

[ প্রস্থান।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। চঞ্চল, তুমি একটা গান কর, আমার হৃদয় বড় অস্থির হ'চ্চে।

চঞ্চলা। ( স্বগত ) আর কেন হৃদয় ব্যাকুল হও। যে বলাদিত্যের জন্য আকুল হ'য়েছ,এবার ত তাকে পাবার মাহেন্দ্রযোগ উপস্থিত হ'য়েছে! ( প্রকাশ্যে ) মহারাজ! গান শুন্‌বেন?

গীত।

চল বঁধু! কুঞ্জে চল হবে ভালো।
থাকবে শুয়ে তমাল তলায় বুকে নিয়ে চাঁদের আলো॥
ওরে ও ননী চোরা, আজ তুমি প'ড়েছ ধরা,
এখন ভুল' রাধার পায়ে ধরা, আমি দাসী যে তোমার কালো,
আজ বিনামূলে তোমার পায়ে দাসী তোমার প্রাণ বিকালো॥

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। চল চঞ্চলা, আজ হ'তে তোমার কুঞ্জেই আমার স্থান। সংসার কালীয়-হ্রদ! বিষয় কালসর্প! সেখানে আর জীবের শান্তি কোথায়!

[ উভয়ের প্রস্থান।

ত্যাগ ক'র্‌বেন? পায়ে ধরি নাথ! এ দুঃসময়ে—এ বিপন্ন কালে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ত্যাগ ক'রে যাবেন না!

পদ্মনাভ। কেন সাধ্বী বুদ্ধিমতী দেবি! কাতরা হ'চ্ছ? ভাবিতা হওনা, আমাকে কর্ত্তব্যের অবসর দাও। আমি চিরদিন রাজানুগৃহীত থেকে রাজার বিরুদ্ধে কখনও কোন কার্য্য ক'র্‌ব না, এই আমার জীবনের সংকল্প! সে সংকল্প ভ্রষ্ট হ'তে আমার অনুরোধ ক'রনা সহধর্ম্মিণি! হ'তে পারে সে আমার অন্ধ বা ভ্রান্ত সংকল্প, কিন্তু সে যে আমার অঙ্গীকৃত সংকল্প! অঙ্গীকৃত সংকল্প অপ্রতিপালনে ভয়ঙ্কর নরক—এই আমার বিশ্বাস! তখন তুমি সহধর্ম্মিণী হয়ে সে ধর্ম্ম রক্ষণে কেন বাধা দিবে দেবি!

সিদ্ধিনাথ। পদ্মনাভ! আমি আবার তোমায় আমার শেষ কথা বলি শোন, যদি কর্ত্তব্যরক্ষা ধর্ম্ম হয়,তা'হলে তোমার কন্যার প্রতি পিতৃকর্ত্তব্যপালন-ধর্ম্ম রক্ষা করা হয় নাই। বলাদিত্যের ভামতী অনুসন্ধান—তাতে বলাদিত্যেরই ভ্রাতৃকর্ত্তব্য নিহিত,তাতে তোমার অনূঢ়া কন্যার ঋণ পরিশোধ হয় না! যাক্, তুমি রাজভক্ত, কিন্তু রাজার প্রতি রাজভক্তের কর্ত্তব্য কি পালন ক'র্‌ছ! পদ্মনাভ! তুমি যদি প্রকৃত রাজভক্ত হও, রাজমঙ্গলে সংকল্পিত থাক, তা'হলে এ দুঃসময়ে রাজ্য থেকে বিপন্ন বেশ্যা-বশীভূত মতিচ্ছন্ন রাজার প্রকৃত কল্যাণ সাধন কর। রাজাকে সুপথে আনয়ন কর, দুষ্টা রাক্ষসী চঞ্চলার গ্রাস হ'তে মুক্ত কর, রাজ্যে শান্তি স্থাপন কর, এই তোমার কর্ত্তব্য। যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে আজ আমি সংসারত্যাগী, আমাকেও ভবানী-মন্দির ত্যাগ

ক'রে তোমার গৃহে উপস্থিত হ'তে হ'য়েছে,সেই কর্ত্তব্য তোমারও। ঐ যে মহাত্মা দরাসও আজ তোমার গৃহে উপস্থিত।

দরাসের প্রবেশ।

গীত।

মায়ের ছেলে মায়ের কাজ কি ক'রেছ ভাই।
যে মা বুকের রক্তে তোমায় রাখ্‌তে দিনরাত্রি ঘুমান নাই॥
সে ঋণ শুধিতে মার, কি করিলে হে কুমার,
ওরে মাতৃভক্তি নাইক যার, তার যোগ বৈরাগ্য সবি ছাই॥
আমি ঘুরি মায়ের তরে, প্রতি পল্লীর ঘরে ঘরে,
মায়ের ছেলে দেখ্‌লে পরে অমনি শুধাই ;—
ওরে মায়ের ছেলে মায়ের তরে কি ক'রেছ ভাই॥

মা আমার বিশ্বরাধ্যা রাজরাজেশ্বরী। এ অবন্তিকা তাঁর রাজ্যের বহির্ভূত স্থান নয়, সুতরাং যার প্রাণে সেই মাতৃ-ভক্তি নাই, সে কিরূপে রাজভক্ত হ'তে পারে? রাজ্যের সেবাই রাজসেবা ও মাতৃসেবা, রাজ্যে শান্তি রাখাই, রাজভক্তি ও মাতৃভক্তি! বৈরাগ্যে—সে মাতৃভক্তি, সে রাজভক্তি কোথায় থাক্‌বে বৎস!

পদ্মনাভ। ক্ষমা কর প্রভু, পূর্ব্বেই প্রভুর কথায় আমার সে অন্ধত্ব দূর হ'য়েছে। আমি স্বীকার ক'র্‌ছি, আমি এ রাজ্য হ'তে কোথাও যাবনা। আজ হ'তে মহারাজের নিকটে থেকে মহারাজকে সৎপরামর্শ দান ক'রে রাজ্যে শান্তি স্থাপনে বিধিমতে চেষ্টা ক'র্‌ব। এক্ষণে প্রভু, বিদায় দিন্‌।

চম্পাবতী। কেন প্রভু, নিজের গৃহে থেকে তা কি হয় না ?

পদ্মনাভ। না চম্পা, পুত্র যে রাজদ্রোহী। সে পুত্রের সংস্রবে এক গৃহে বাস করা আমার উচিত নয়। এমন কি এত সময় এখানে অপেক্ষা করাও আমার কর্ত্তব্য হয়নি। কেন চম্পা, ভাব্‌ছ, এই সব সাধুঋষিই তোমাদিগে বিপদে রক্ষা ক'র্‌বেন। আমি ত আর অধিক দূরে যাচ্চিনা! আমায় বিদায় দান কর, রাজার সঙ্গবাসই এখন আমার প্রধান কর্ত্তব্য। আসি প্রভু!

( প্রণাম ও প্রস্থান )

সিদ্ধিনাথ। ভেবোনা মা, স্বামী তোমার মহাপুরুষ। পুত্র তোমার প্রকৃত রাজভক্ত। তুমি মা, প্রকৃত ভাগ্যবতী। তোমার কখন অমঙ্গল হবে না। এস ভাই দরাস, একবার মায়ের কাছে যাই। আসি মা!

[ দরাস সহ প্রস্থান।

চম্পাবতী। ( প্রণাম ) বাবা, অনাথিনী মেয়েকে মনে রাখবেন। তাই ত, এখনও বাছা বলাদিত্য এলো না!

বীরবিনোদের প্রবেশ।

চম্পাবতী। কে—বাবা বীরবিনোদ!

বীরবিনোদ। হাঁ মা! কেন মা, আপনি এত অস্থির হ'চ্চেন ?

চম্পাবতী। বাবা, ক্রমে যে দুশ্চিন্তার মেঘ ঘোরাল হ'য়ে আস্‌ছে। পঞ্চদশ দিবস গত হ'ল, বলাদিত্য ত আজও ভামতীর

সন্ধান ল'য়ে ফির্‌লো না! অস্থিরতা যে আপনা হ'তেই আক্রমণ করে বাবা! শুধু অপত্যস্নেহের জন্য নয়, ভামতী অনূঢ়া, বয়স্থা, কুলকুমারী! রাজ্যের যে অবস্থা, তাতেই ভয় হয়! পাছে না সে রাজার কবলে পড়ে!

বীরবিনোদ। কেন মা, সে আশঙ্কা ক'র্‌ছেন, সেনাপতি মহাশয় ত স্বয়ং মহারাজের নিকট সন্ধান নিয়েছেন যে, ভামতী রাজার কারাগারে নীতা হয় নাই।

চম্পাবতী। এখনও রাজার কথায় বিশ্বাস কর? বেশ্যাশক্তের পক্ষে মিথ্যাকথা কি মহাপাপ? এই যে—এই যে—আমার বাবা বলাই! পথে কোন রাজপ্রহরীর সহিত দেখা হয়নি ত? বাবা, বাবা—আমার ভামতী কোথায়?

বলাদিত্যের প্রবেশ।

বলাদিত্য। মা, সে ভয় নাই, কিন্তু সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! শুন্‌লাম আজ সপ্তদশ দিবস গত হ'ল—ভামতী মাসিমাতার গৃহ হ'তে আপনার প্রেরিত বৃদ্ধ বিজয়বর্ম্মার সঙ্গে চ'লে এসেছে! অমনি তিলার্দ্ধ না বিশ্রাম ক'রে সেখান হ'তে উন্মাদের ন্যায় প্রত্যাবৃত্ত হ'লাম! প্রত্যেক আত্মীয়-স্বজন কুটুম্বের গৃহে সন্ধান করেছি, পথে—প্রান্তরে—অরণ্যে - লোকালয়ে—সর্ব্বত্র সন্ধান ক'রেছি, কোথাও তার কোন সংবাদ পেলাম না! কেবল ইন্দোরের নদী-তীরে দেখ্‌লাম—আপনার প্রেরিত বৃদ্ধ বিজয়বর্ম্মার ছিন্নমুণ্ড—মৃত-দেহ! তখনই আমার বিশ্বাস হ'ল যে,—সে রাজকারাগারে নীতা হ'য়েছে!

চম্পাবতী। অঁ্যা, ব'লিস কি বলাই, আমার ভামতী আজ কুলকুমারীর কুলনাশী রাজকারাগারে! মা ভবানীর চরণার্পিতা নির্ম্মলা জবা সেই বিষ্ঠা-কুণ্ডে! কি হবে বলাই, তাকে যে উদ্ধার করা চাই! চল্, চল্, বৎসহারা সিংহী আমি—আমি অনায়াসেই পর্ব্বত বিদারণ ক'র্‌তে পার্‌বো! আয়রে সিংহশাবক! তোরা আমার অনুবর্ত্তী হ'। আজ আমার কন্যা—তোদের ভগিনী রাজ-কারাগারে? ( গমনোদ্যত )

বীরবিনোদ। (ধারণ পূর্ব্বক) মা, একটু অপেক্ষা কর! আমাদের একটু ভাব্‌বার অবসর দাও! সিংহী মা, তুমি কোথা যাবে? তবে আমাদিগে তুমি গর্ভে ধ'রেছিলে কেন? আমরাই যাবো।

বলাদিত্য। আমরাই দধীচির অস্থি হ'য়ে বজ্রনির্ম্মাণ ক'র্‌ব! প্রলয়ের বায়ু হ'য়ে অবন্তিকার রাজপ্রাসাদ ধূলিসাৎ ক'র্‌ব! মা, ভাব্‌ছ কি, আজ অবন্তিকা রাজ্যে দক্ষ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান! সতীমায়ের আশীর্ব্বাদে সে যজ্ঞ নিশ্চয়ই পণ্ড ক'র্‌ব মা! দক্ষরূপী রাজা প্রদ্যোত-বর্দ্ধনের আজ অকাল মৃত্যু সংসাধিত হবে! দাও মা—পদধূলি—

[ বীরবিনোদ সহ প্রস্থান।

চম্পাবতী। মা ভবানি! মন্দির-গিরি কৈলাসের ঊর্দ্ধচূড়ায় দাঁড়িয়ে—তোমার পুত্রের জন্য তোমার পদনির্ম্মাল্যের রক্তজবা ছড়িয়ে দাও মা! বাছা আমার রক্ত সিন্ধুর রক্ত তরঙ্গে তোমার রক্ত জবা ধ'রে যেন ঘরে ফিরে।

[ প্রস্থান।

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

অরণ্য।

### শক্তিপ্রসাদ, ছদ্মবেশী শ্রীহর্ষের প্রবেশ।

শক্তিপ্রসাদ। বাবা রাজকুমার! অবন্তিকারাজের স্নেহের নন্দন বৎস শ্রীহর্ষ! তোমার মুখখানি এত মলিন কেন?

শ্রীহর্ষ। গুরুদেব! গত রাত্রে অনিদ্রায় শরীরে বড় গ্লানি বোধ হ'চ্চে!

শক্তিপ্রসাদ। অনিদ্রাজনিত গ্লানি! সে গ্লানি অঙ্গ মর্দ্দনেই দূর হবে বাবা! এস, তোমার অঙ্গ মর্দ্দন ক'রে দি। (অঙ্গমর্দ্দন)।

শ্রীহর্ষ। (স্বগত) প্রভুর নিকট কি সত্যেই আবদ্ধ হ'য়ে ছিলাম! আজ ক্ষত্রিয়কুমার আমি, ব্রাহ্মণ গুরুদেব আমার অঙ্গ সেবা ক'র্‌ছেন! তাঁর অন্তরে কি গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তা কিরূপে জান্‌ব। (শক্তিপ্রসাদ কর্ত্তৃক রাজকুমারের পদমর্দ্দন ও শ্রীহর্ষের দূরে পলায়ন, প্রকাশ্যে) একি ক'র্‌ছেন গুরুদেব! আমার পদসেবায় উদ্যত হ'য়েছেন! ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন! আর আমায় নিরয়গামী ক'র্‌বেন না।

শক্তিপ্রসাদ। পুত্র, পিতার নিকট পুত্র চিরদিনই শিশু। তখন তুমি শিশু পুত্রের ন্যায় পিতার যে কোন বাৎসল্য-সেবা নির্ব্বিকার চিত্তে গ্রহণ কর্‌তে পার। বাছারে। তুমি যে পীড়িত। এখন কি আমার তোমার শরীরের মস্তক-পদে ভেদজ্ঞান থাক্‌তে পারে! এস বাবা! (পদসেবা)

সন্ন্যাসীগণের প্রবেশ।

সন্ন্যাসীগণ। গীত।

দূর শূন্য ঊর্দ্ধ দেশে, বাজে অবিরাম ধ্বনি, ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্ ॥
স্তরে স্তরে আসে নেমে ধীরে, যুগ যুগান্তর সুমধুর ক্রম।
বাজে ব্যোম্ ব্যোম্ বোম্ ॥
নীলাম্বর অঞ্চল ঢাকি এলো একটী শ্যামা মেয়ে,
চকিতে সুচারু চিত্রে করি সৃষ্টি দিল ছেয়ে,
তিমির বিদারি দিল সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারা,
লীলা-দোলা দোলাইতে দিল জীব শতধারা,
নিজে উলঙ্গিনী হ'য়ে হ'ল মনোরম।
( অমনি ) অনন্ত আসি বক্ষ পাতি করে ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্।

[ সন্ন্যাসীগণের প্রস্থান।

সিদ্ধিনাথের প্রবেশ।

শক্তিপ্রসাদ। এস বৎস সিদ্ধিনাথ!

সিদ্ধিনাথ। ( শক্তিপ্রসাদকে প্রণাম )

শ্রীহর্ষ। ( সিদ্ধিনাথকে প্রণাম )

শক্তিপ্রসাদ। মায়ের মন্দিরের কুশল ত?

সিদ্ধিনাথ। এখনও কুশল, কিন্তু সে কুশল-সংবাদ আর প্রভুকে অধিক দিন দিতে পার্‌বনা।

শ্রীহর্ষ। কেন প্রভু, আমার বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পিতা কি এত অত্যাচারী হ'য়েছেন? পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৌদ্ধরাজারা ত কেউ কখন হিন্দুদেব-দেবীর মূর্ত্তির প্রতি অত্যাচার করেননি।

সিদ্ধিনাথ। রাজকুমার! তোমার পিতা ত আর অবন্তিকার রাজা নন্।

শ্রীহর্ষ। সে কি, তিনি কি রাজ্যভ্রষ্ট! কে তাঁর রাজ্য গ্রহণ ক'র্‌লে?

সিদ্ধিনাথ। কে আর বলপূর্ব্বক তাঁর রাজ্য গ্রহণ ক'র্‌বে কুমার! তিনি স্বেচ্ছায় চঞ্চলাকে রাজ্য দান ক'রেছেন! চঞ্চলাই এখন অবন্তিকার সর্ব্বময়ী অধীশ্বরী।

শ্রীহর্ষ। চঞ্চলা অবন্তিকার রাজরাজেশ্বরী! কি সর্ব্বনাশ! পিতার এতদূর অধঃপতন ঘটেছে! অবন্তিকা যে অচিরেই শ্মশানে পরিণত হবে! কি হবে গুরুদেব!

সিদ্ধিনাথ। মায়ের মনে যা আছে, তাই হবে বৎস! তিনি যদি অবন্তিকায় শ্মশানকালী সাজ্‌তে ইচ্ছা করেন, তাহ'লে নিশ্চয়ই অবন্তিকা শ্মশান হবে! ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা কে জানে!

শ্রীহর্ষ। এইবার দেখ্‌ছি, চঞ্চলা তার আশৈশবপোষিত পাপোদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'র্‌বে!

সিদ্ধিনাথ। তার কোন্ পাপোদ্দেশ্য সিদ্ধ না হ'চ্ছে! সে কুমারী অবস্থায় কুলভ্রষ্টা, তাই সে রাজ্যের কুলকুমারীগণের ধর্ম্ম-ধ্বংস-যজ্ঞের আয়োজন ক'রেছে। ছল ও বলপূর্ব্বক সমুদায় কুলকুমারীগণকে বন্দিনী ক'রেছে।

শ্রীহর্ষ। কুলকুমারীগণকে বন্দিনী! এ ছলের উদ্দেশ্যে কি পিতৃ-সম্মতি আছে?

সিদ্ধিনাথ। তোমার জন্য সহজেই তাঁকে সম্মতি দিতে হ'য়েছে বৎস!

শ্রীহর্ষ। আমার জন্য?

সিদ্ধিনাথ। হাঁ তোমার জন্য! তাঁকে চঞ্চলা বুঝিয়েছে, তুমি কোন সুন্দরী কুলকুমারীর প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে আত্ম-সংগোপনে বাস ক'রছ! সেই জন্য তোমার সহজ-অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে এই পাপ দৃশ্যের অবতরণা!

শ্রীহর্ষ। অহো ধিক্ আমায়! আমি কুলকুমারীর প্রতি অনুরক্ত,—এই ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে পিতা আমার রাজ্যের কুলকুমারীগণকে নিপীড়িতা ক'র্‌ছেন! হা কাল—একি তোমার নব পরিবর্ত্তন! আমার দেবোপম নিষ্কলঙ্ক চরিত্র পিতাকে তুমি নরকের প্রেত-প্রকৃতি মহাপাপীরূপে পরিণত ক'রেছ! গুরুদেব! সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী দেব-প্রকৃতি ভীষ্মের ন্যায় বৃদ্ধ সেনাপতিও কি সেই পাপ দুর্য্যোধনের পক্ষে থেকে এ কুরুক্ষেত্রের অভিনয় দেখ্‌ছেন?

সিদ্ধিনাথ। হায় বৎস! আর তাঁর সে হস্তপদ নাই। তিনি এখন জড়বৎ কাষ্ঠের পুত্তলিকা! যন্ত্রবৎ চালিত হ'চ্চেন! এ অবস্থায়ও তিনি রাজ-প্রসাদ লাভে বঞ্চিত। তাঁর একমাত্র কন্যা দেবী ভামতীও রাজ-কারাগারে আনীতা হ'য়েছে!

শ্রীহর্ষ। কি, কি ব'ল্‌লেন, সেই অপাপবিদ্ধা প্রভাতকুসুম-তুল্যা কুমারীরত্ন সরলা ভামতী চঞ্চলার পাপ-দৃষ্টির গোচরীভূতা

হ'য়েছে! গুরুদেব! বলুন, বলুন, আর একটী কথা শুন্‌তে চাই! এ পাপের প্রতিবিধান ক'র্‌তে কি রাজ্যে কেউ নাই! সেই বৃদ্ধ সেনাপতি-পুত্র আত্মত্যাগী পুরুষসিংহ মহাবীর বলাদিত্যও কি পাপ দুর্য্যোধন পক্ষে?

সিদ্ধিনাথ। তাও কি সম্ভব বৎস! বরং পৃথিবীর আহ্নিকগতি রুদ্ধ হওয়া সম্ভব—শিব-শিবানীর কৈলাস ত্যাগও সম্ভব, কিন্তু চির ন্যায়-সত্যানুরাগী পরম ধর্ম্মপ্রাণ বলাদিত্যের পাপ পক্ষ অবলম্বন করা—কল্পনারও অতীত। তবে সে একাকী—সহায়শূন্য, কি ক'র্‌বে, যথাশক্তি ন্যায়-সত্যের একটী ক্ষীণ বর্ত্তিকালোক-স্বরূপে সেই পাপ-অন্ধকারে আত্মপরিচয় দান ক'র্‌ছে! তার দুর্গতির সীমা নাই, প্রবল পক্ষের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ ক'রে আহত হ'য়েছে, রাজবিদ্রোহী ব'লে চিহ্নিত হ'য়েছে। সমুদায় পাপ প্রহরী-গণ তাকে অনুসন্ধান ক'র্‌ছে, সে শৃগাল কুকুরের মত আত্ম-গোপন ক'রে আছে!

শ্রীহর্ষ। হা রাক্ষসী চঞ্চলা, ধন্য তুই প্রণয়াগ্নির ধ্বংস-শিখারূপিণী হ'য়ে অবন্তিকা-রাজপুরীতে প্রবেশ ক'রেছিলি! ধিক্ কুহকিনি! তুই ধন্য! ধন্য তোর রূপের কুহক! তোর মোহিনী-মূর্ত্তি পিতাকে আমার অন্ধ ক'রেছে! তুই ব্যাঘ্রী, প্রথমে এসেই আমার বক্ষে ব'সে আমার আদর-সোহাগের আদরিণী সোহাগিনী প্রাণাধিকা সহধর্ম্মিণীর বক্ষরক্ত পান ক'রেছিস্! তবু তোর রক্ত-পিপাসা মিটেনি! শান্তিময় সংসারে জ্বালাময়ী বিষের ধারা ঢেলে দিয়েছিস্, তাতেও তোর তৃপ্তি হয়নি? তারপর রে পিশাচি!

তোর নরক-হৃদয়ের প্রেতিনী-লালসা পূর্ণের জন্য কি দেবকুমারীকল্পা কুলকুমারীগণের সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছিস্? হায়,হায়, কেন আমি তোকে ধ্বংস না ক'রে রাজপুরী ত্যাগ ক'র্‌লাম! কেন তখন তোকে চিনেও চিন্‌তে পার্‌লাম না। কি আশ্চর্য্য! রাজ্যে কি তোর ধ্বংসকর্ত্তা কেউ নাই? তুই কি এতই বলশালিনী! ভাল, আজই দেখ্‌ব—কি দুর্ভেদ্য বজ্র বর্ম্মে তুই তোর পাপ দেহ আবৃত ক'রেছিস্! অসহায় একাকী বলাদিত্য, ভয় কি, আজ আমি তোমার বন্ধু-রূপে সাহায্য ক'র্‌বো! অনন্যোপায় রাজশক্তি-ভীত অবন্তিকার দুর্ব্বল প্রজাকুল! আজ তোমাদের ভাবী রাজা তোমাদের রক্ষার জন্য হৃদয়-শোণিতপাত ক'র্‌তে যাত্রা ক'র্‌ছে—ভয় নাই! ভয় নাই! আমার মাতৃরূপা কুমারীগণ, মা, ভয় নাই! ( গমনোদ্যত ও মূর্চ্ছা )।

শক্তিপ্রসাদ। সিদ্ধিনাথ! দেখ দেখ, কি হ'ল! রাজকুমার যে চৈতন্যহারা হ'য়ে ভূপতিত হ'ল! কি করি—

সিদ্ধিনাথ। ভয় কি গুরুদেব! অধিক উত্তেজনায় রাজকুমার মূর্চ্ছিত হ'য়েছেন। এই কমণ্ডলুতে সুস্নিগ্ধ শীতল জল আছে, রাজকুমারের মুখে সেচন করি, তাহ'লেই কুমার চৈতন্য লাভ ক'র্‌বেন।

শক্তিপ্রসাদ। দাও, দাও, আমাকে কমণ্ডলু দাও. আমি জানি—মুখ অপেক্ষা পাদযুগলে জল সেচন ক'র্‌লে সত্বর চৈতন্য সঞ্চার হয়। ( শ্রীহর্ষের পদ ক্রোড়ে লইয়া জলসেক )।

শ্রীহর্ষ। ( চৈতন্য লাভ করিয়া ) একি গুরুদেব! আবার—

আবার আমার পদস্পর্শ ক'র্ছেন! এবার আবার পাদধৌত পর্য্যন্ত ! বুঝেছি গুরুদেব! এবার বুঝেছি, কেন যে আপনি আমাকে গুরুতর অপরাধে অপরাধী ক'র্ছেন ?

শক্তিপ্রসাদ। তবে আর নয়—শোন বৎস, আমার এ কার্য্যের উদ্দেশ্য কি তোমায় বলি শোন! আমি গুরু—প্রভু, তুমি শিষ্য—দাস। তুমি শিষ্য, তোমার সেবা ক'রে তোমাকে এই শিক্ষা দান ক'র্ছি যে, তুমি যখন অবন্তিকার রাজা হ'য়ে কোটী কোটী প্রজার প্রভু হবে,কোটী কোটী প্রজা তোমার দাস হবে,তখন তুমি রাজা প্রভু হ'য়ে দাস প্রজাগণকে এই ভাবে সেবা ক'রো। পার্বে কি ? গুরুর শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে এই ব্রত পালন ক'র্তে পার্বে কি ?

শ্রীহর্ষ। গুরুদেব! আমি পরম ভাগ্যবান্, তাই আপনার ন্যায় দেবপুরুষকে গুরুরূপে লাভ ক'রেছি। দয়াময়! এখন দীন সন্তানের কর্ত্তব্য কি ব'লুন ? আমি কি রাজ্যে গিয়ে পীড়িত প্রজাগণের সহায় হবো ?

সিদ্ধিনাথ। অস্থির হ'ও না কুমার, তোমার কর্ম্মক্ষেত্র নিষ্কণ্টক ক'র্বার নিমিত্ত আমরাও স্থির নই! আপাততঃ তোমার মন প্রবোধের জন্য জগতের ভাবী কর্ম্মক্ষেত্রের একটা দৃশ্য দেখ্তে চাও কি ?

শ্রীহর্ষ। দুর্জ্ঞেয় বুদ্ধি-কৌশল ও ধন্য যোগশক্তি আপনাদের! আপনারা অসাধ্য সাধন ক'র্তে পারেন! দেখ্তে কৌতূহল

হয় বৈকি দেব! আমাদের ভাবী কর্ম্মক্ষেত্রের ভবিষ্য দৃশ্য কেমন, তা একবার দয়া ক'রে দেখান গুরুদেব!

সিদ্ধিনাথ। ঐ দেখ বৎস! (শঙ্খধ্বনি) সব একাকার—একধর্ম্মী—এক প্রাণ!

ভবানী, দয়াস ও সৈন্যগণের প্রবেশ।

সকলে। গীত।

ধরিত্রীর নির্ম্মল ললাটে—
উজলে জ্যোতিঃ নির্ম্মল, স্বরগের আলো অতি মধুর॥
লীলা-পদ্ম হাতে নাচে নিয়তি সুন্দরী—
রুনু ঝুনু ঝুনু পদে স্বর্ণ নূপুর॥
যাবে চ'লে দূরে চিরকালের বন্ধন,
হবে সবে ভাই ভাই, যাবে বিচ্ছেদ-ক্রন্দন,
পূর্ব্ব রাগ ভার, ছাড়িছে হুঙ্কার, সে দিনের দিন নহে বহুদূর॥

শক্তিপ্রসাদ। এখন এস বৎস! তোমার হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা মা ভবানীর পাদপদ্মে অর্পণ ক'র্‌বে এস।

গীত।

মা যে ছেলের ব্যথা হৃদে নিয়ে করুণাময়ী নাম ধ'রেছে।
কোটী পুত্র প্রসবিয়ে ক'টী পুত্র মা ভুলেছে।
যখন যে দিকে চাই, মার ত্যজ্যপুত্র দেখি নাই,
এমন পুত্র কে আছে ভাই, মার দয়া না পেয়েছে।
সন্তানে মা যদি ভুলে, মা ত না সন্তানে ভুলে,

দেখেছি তাঁর স্নেহের কূলে, সদা দয়ার তরী আছে বাঁধা—
মায়ের ছেলের নাইক ভয়, রণে বনে সর্ব্বত্র জয়,
যে পেয়েছে মায়ের অভয়, সে মৃত্যুঞ্জয় নাম কিনেছে।

[ সকলের প্রস্থান।

## ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

জয়লক্ষ্মীর গৃহ।

নীরুজা ও জয়লক্ষ্মীর প্রবেশ।

জয়লক্ষ্মী। কেন মা, পিতৃপুরুষের বাস-ভবন ত্যাগ ক'র্‌বার সংকল্প ক'র্‌ছ? এই বাস-ভবনে পিতৃপুরুষেরা বহু কষ্টে মান-সম্ভ্রম, ধনৈশ্বর্য্য সঞ্চয় ক'রেছেন, আজ ত্যাগ ক'রে কোথায় যাবে মা! মহারাজও ত স্বয়ং আমাদের পিতৃপুরুষার্জ্জিত মান-সম্ভ্রম ধনৈশ্বর্য্যের প্রতি এতদিন কোনরূপে হস্তক্ষেপ করেননি, বরং পদে পদে রক্ষা ক'রে এসেছেন! আজও তিনি জীবিত, যদিও একটা দুষ্টাবুদ্ধি দুশ্চারিণী কুলটা মহারাজকে বাধ্য ক'রে নিজের আধিপত্য বিস্তার ক'রেছে, তাই ব'লে কি সে আমাদের জাতি-ধর্ম্ম-সম্ভ্রম-ধনৈশ্বর্য্য নষ্ট ক'র্‌বে, আর মহারাজ তা ব'সে ব'সে দেখ্‌বেন? এ যে অসম্ভব মা!

নীরুজা। পাগল মেয়ে! এখনও মহারাজকে তুমি বিশ্বাস ক'র্‌ছ! পাপিনী চঞ্চলা যে মহারাজকে মনুষ্যত্বহীন পশুরূপে

পরিণত ক'রেছে! তা না হ'লে তিনি উপস্থিত থাকৃতেও ত চঞ্চলার আদেশ মত পাপিষ্ঠ রাজার খুড়ো বিদ্যাধর এসে আমাদের পুরীতে বাস ক'র্‌ছে! এতে কি মা, আমাদের মান-সম্ভ্রমের প্রতি অত্যাচার করা হয়নি? আর এ সংবাদ কি মহারাজ জানেন না? এখন বল দেখি বাছা, সেই কালসর্পের সহিত এক গৃহে বাস করা কি পদে পদে বিপজ্জনক নয়?

জয়লক্ষ্মী। মা, বিপদে ধৈর্য্যের অল্পতা—অনর্থের মূল, এত আপনি অনেকবারই ব'লেছেন। আর মা, বিপদের সময় অন্যের বিপদের সঙ্গে তুলনায় সমালোচনা ক'র্‌লে মনে বেশ প্রবোধ আসে। আজ ভেবে দেখুন দেখি মা, মহাপুরুষ মহাবীর বলাদিত্যের অবস্থা! তিনিও ত আজ রাজদ্বারে বিপন্ন, পিতাকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত, তিরস্কৃত এবং পরিত্যক্ত; তাঁর কুমারী ভগিনী নিরুদ্দেশ! সে তুলনায় আমাদের এ বিপদ ত কিছুই নয় মা!

নীরুজা। তাই ত তোমায় সেদিন ব'ল্‌ছিলাম মা, তুমিও একাকিনী অসহায়া—এখন আর তোমার অনূঢ়া কুমারী থাকা উচিত নয়। বিবাহিতা হ লে অনেকটা সহায়সম্পন্না হবে।

জয়লক্ষ্মী। এমন বিপন্নের সময় কি আমার বিবাহের উপযুক্তকাল? বিবাহের উপযুক্ত পাত্র দুর্লভ ব'লেই আমি এতদিন অবিবাহিতা কুমারী-জীবনে থাক্‌ব ব'লে সংকল্প ক'রেছিলাম, সে সংকল্পচ্যুতা কিরূপে হই মা!

নীরুজা। সত্যই, বিবাহের উপযুক্ত পাত্র দুর্লভ, কিন্তু আমাদের জাতি-সমাজসাগরের অসাধারণ মুক্তাস্বরূপ পুরুষরত্ন

বলাদিত্য ত উপযুক্ত পাত্র মা! তুমি যদি মত কর, তাহ'লে আমি তোমার জন্য তার এ অবস্থাতেও এ প্রস্তাব ক'র্‌তে পারি।

জয়লক্ষ্মী। না মা, আমাদের পরস্পর এ দুরবস্থায় আপনি তাঁর নিকট এ প্রস্তাব ক'র্‌বেন না! তিনি আমায় শ্রদ্ধা করেন এবং ভালবাসেন, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তাঁর এই অনুগ্রহ চিরস্থায়ী থাক্‌লেই আমি আমার বিবাহিত জীবনের ন্যায় সহায়-সম্পন্না ব'লে মনে ক'র্‌ব।

দ্রুতপদে ক্রুদ্ধভাবে বীরবিনোদের প্রবেশ।

বীরবিনোদ। মা, মা, অনুমতি দাও, আদেশ কর—অতি অসহ্য! এত অত্যাচার—এত অন্যায় সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ব না। আদেশ কর মা, লম্পট পিশাচ দুর্বৃত্ত রাজার খুড়ো বিদ্যাধরকে একেবারে নিপাত করি। আমাদের পুরীর মধ্যে আমাদেরই বক্ষে ব'সে শকুনি আমাদের রক্তমাংস-অস্থি-পঞ্জর চিবুবে, এ দৃশ্য দেখ্‌তে পার্‌ব না। কিছুতেই নয়! বীরবিনোদ সে প্রাণ ল'য়ে জন্মগ্রহণ করেনি! হোক্ সে রাজা বা রাজকীয় সম্পর্কের লোক—থাক্ তার সৈন্যবল, অর্থবল—থাক্ সে দুর্ভেদ্য পর্ব্বত-গুহায়, আজ তাকে পৃথিবী ছাড়া ক'র্‌বই ক'র্‌ব। মা, কেবল তোমার আজ্ঞার অপেক্ষা!

জয়লক্ষ্মী। কি হ'য়েছে বাবা বীরবিনোদ?

বীরবিনোদ। মা, তুমি ধর্ম্মগ্লানি পিশাচের এ পুরী আগমনের উদ্দেশ্য জান না ব'লেই—এখনও আমাকে আমার অভীপ্সিত

মধুর আজ্ঞা দান ক'র্‌ছ না। মা, পাপীকে প্রশ্রয় দিও না। এ রাজ্যে রাজা নাই, একটা বেশ্যা রাণী, তার প্রতি আবার রাজ-ভক্তি কি মা! আর একটা বেশ্যা-কিঙ্কর—যার চক্রান্ত-ছলায় আজ সোণার রাজ্য যেতে ব'সেছে, সে এসে আমাদের পুরীতে বাস ক'র্‌বে, মা তোমার কুৎসা ক'র্‌বে, অলক্ষ্যে থেকে তোমার কথোপকথন শুন্‌বে, তা আমি মায়ের ছেলে হ'য়ে দেখ্‌ব! কিছুতেই নয়, কিছুতেই নয়—আজ্ঞা দাও মা, আজ্ঞা দাও—

জয়লক্ষ্মী। কিন্তু পরিণাম, একা বীরপুত্র তুমি আমার, সে প্রবল রাজশক্তির সম্মুখে কি ক'র্‌বে। তাতে ত বাছা, বিপদ দূর হবে না, বরং দূর হ'তে বিপদকে আমন্ত্রণ করা হবে। তুমি দূরদর্শী বুদ্ধিমান, আমার প্রতি আত্যন্তিক মাতৃভক্তির অনুরাগে উত্তেজিত হ'য়েছ। বৎস! এ সময় একমাত্র ধৈর্য্য ভিন্ন উপায় নাই। আজ বিদ্যাধরকে হত্যা ক'র্‌লে কাল যখন অসংখ্য সৈন্যদল পিপীলিকাশ্রেণীবৎ আমার পুরী বেষ্টন ক'র্‌বে—তখন উপায়! বীরসিংহ! তখন যে তুমি একটী মাত্র সহায় পাবে না।

বীরবিনোদ। সহায় পাবো না কেন মা, আমাদের পরম সুহৃৎ আমারই অস্ত্রশিষ্য বীরকিশোরী এখন এই রাজ্যে আছে। সে ত তোমার জন্য প্রাণ দিতে কাতর নয় মা!

জয়লক্ষ্মী। বলাদিত্য! তিনি কি ভামতীর অনুসন্ধান ক'রে ফিরে এসেছেন? ভামতীর সংবাদ কি!

বীরবিনোদ। রাজ্যের কুলকুমারীগণের যে সংবাদ, মা ভামতীরও সেই সংবাদ।

জয়লক্ষ্মী। বল কি বাবা, ফুল্লযূথিকা উদ্যানচ্যুতা হ'য়ে এখনও অগ্নিময় রাজকারাগারে! এ পর্য্যন্ত কি তার কোন প্রতিবিধান হ'ল না? তবে বাছা, তাঁর এ দুরবস্থাতেও তুমি আমার জন্য তাঁর সাহায্য চাচ্চ! হোক্ আমার সহস্র বিপদ, হোক্ আমার সহস্র সর্ব্বনাশ, আমি এই ভাবেই বিপদ-সমুদ্রের অতল গর্ভে চির-দিন নিমগ্ন থাক্‌ব, তুমি এইক্ষণেই যাও, তাঁর সহায় হও, ভামতীকে যেরূপে পার উদ্ধার কর। আমার ধনরত্ন ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে যদি তাঁর বিপদের শতাংশ দূর ক'র্‌তে পার, তার চেষ্টা করগে।

বীরবিনোদ। না মা, আপনি সে বিষয়ে ভাব্‌বেন না। আমরা ভামতীর বিপদ-উদ্ধার পথে অগ্রসর হ'য়েছি। মহারাণী চঞ্চলা স্বয়ং বীরকেশরী বলাদিত্যকে "ভামতী-প্রত্যর্পণ স্বীকার-পত্র" প্রেরণ ক'রেছে।

জয়লক্ষ্মী। (স্বগত) রাণীর এতদূর অনুগ্রহ! নিশ্চয়ই সে পাপীয়সীর ছলনা! (প্রকাশ্যে) বাছা, তাহ'লে ভালই হ'য়েছে, এখন তুমি স্বচক্ষে ভামতীর মুক্তি দর্শন ক'রে এসে আমায় সংবাদ দিবে। আমি তার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত থাক্‌লাম। বিদ্যাধরের কার্য্যকলাপ দূর হ'তেই দেখ্‌বে, এখন তার প্রতি কোন অত্যাচার করা আবশ্যক নাই। বাছা, তোমারই ত শিক্ষা দান—বিপদে কাল-প্রতীক্ষা।

বীরবিনোদ। মাতৃ-আজ্ঞা পালন বীরবিনোদের শেষ নিশ্বাস মা!

[ প্রস্থান।

নীরুজা। মেয়ে! রাণী চঞ্চলা ভামতীকে ফিরে দিবে, এ কথা সে বলাদিত্যকে পত্রে লিখেছে?

জয়লক্ষ্মী। বীরবিনোদ ত একথা ব'ল্‌লে, আপনার কি মনে হয় মা!

নীরুজা। কখন না, সে তার ছলনা মাত্র, আবার হয় ত সে কোন নূতন বিপদের ফাঁদ পেতেছে

দ্রুতপদে বলাদিত্যের প্রবেশ।

জয়লক্ষ্মী। (ব্যস্তভাবে) আসুন, আসুন, এই আপনার কথাই হ'চ্ছিল! আজকে আপনাকে অত্যন্ত ব্যস্ত দেখ্‌ছি।

বলাদিত্য। তুমি বোধ হয়, ভামতীর নূতন সংবাদ শুননি?

জয়লক্ষ্মী। বীরবিনোদের মুখে এই মাত্র শুন্‌লাম, ভামতী রাজ-কারাগারে বন্দিনী। রাণী চঞ্চলা নাকি ভামতীকে প্রত্যর্পণ ক'র্‌বে ব'লে আপনাকে পত্র লিখেছে?

বলাদিত্য। পত্র লিখেছে এবং আমাকে আহ্বানও ক'রেছে। দেখ' জয়লক্ষ্মি, পত্রখানি প'ড়ে দেখ'। (পত্রদান ও জয়লক্ষ্মীর পত্র পাঠ)

জয়লক্ষ্মী। এখন আপনি কি স্থির ক'রেছেন?

বলাদিত্য। আমি যাবো ব'লেই স্থির ক'রেছি।

নীরুজা। না বাছা, আমার তা ভাল ব'লে বোধ হ'চ্চে না! সে রাক্ষসীকে তোমরা বালক-বালিকা বুঝ্‌তে পার নাই। সে মায়াবিনীর অসাধ্য কিছুই নাই। উৎকৃষ্ট দ্রব্য নষ্ট হ'লে অতিশয়

নিকৃষ্ট হয়, তেমনি উৎকৃষ্ট কুমারী-জীবন বড় পবিত্র ; সে কুমারী-জীবনে যে ধর্ম্মভ্রষ্টা হয়, তার মত রাক্ষসী-পিশাচী সংসারে আর কোথাও পাওয়া যায় না। বরং বেশ্যাকে বিশ্বাস করা যায়—কিন্তু তাকে কখন বিশ্বাস করা যায় না। তাই বলি বাছা, তুমি কোন্ বিশ্বাসে তার ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছ ?

বলাদিত্য। বুদ্ধিমতী দেবি ! আপনি ত আমার সব অবস্থাই বুঝ্‌তে পার্‌ছেন, না যাওয়া ভিন্ন ভামতী-উদ্ধারের দ্বিতীয় সহজ উপায় যে নাই মা ! বিশেষতঃ সত্বর ভামতী-উদ্ধারে আমার যত প্রয়োজন, তদপেক্ষা আমার স্নেহময়ী জননীর যে অধিক প্রয়োজন মা ! মাতৃবাসনা পূর্ণের জন্য আমি যদি অবশ্যম্ভাবী বিপদের ভয়ে রাণী চঞ্চলার রাজসভায় গমন না করি, তাহ'লে যে আমার মাতার প্রতি কর্ত্তব্যের ত্রুটী ঘটে মা !

জয়লক্ষ্মী। আপনি এখন যান, ভামতীকে আগে গৃহে আনুন। আমার বিশ্বাস, আপনার ন্যায় আত্মত্যাগী মহাপুরুষকে বিপদ কখন স্পর্শ ক'র্‌তে পারে না, যদি আপনার কোন বিপদ ঘটে, তাহ'লে বুঝ্‌বো, এ রাজত্ব মা ভবানীর নয় ! ধর্ম্ম ব'লে জীবের কোন বিচারপতি নেই।

বলাদিত্য। তবে আসি জয়লক্ষ্মি ! সর্ব্বস্ব মা ভবানীর পদে অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত থাক। বিপদ মায়ের সৃষ্টি, আবার শান্তিও তাঁর দান।

[ প্রস্থান।

জয়লক্ষ্মী। না, আমার প্রাণ কেন এত চঞ্চল হ'লো ! কেন

ভাবী-বিপদ রাক্ষসের মত আমাকে গ্রাস ক'র্‌তে আস্‌ছে। ( কম্পন )

উর্দ্ধশ্বাসে বীরবিনোদের প্রবেশ।

বীরবিনোদ। মা, মা, যা ভয় ক'রেছিলাম, তাই হ'য়েছে! অসংখ্য সেনা এসে পুরী বেষ্টন ক'রেছে! বিদ্যাধর আর নেই, পালিয়েছে! কি করি মা, কিরূপে তোমাদিগে রক্ষা ক'র্‌ব মা, আর কিরূপেই কোষাগার রক্ষা ক'র্‌ব! আমার অধীন সৈন্যদেরও পথ রুদ্ধ ক'রে দাঁড়িয়েছে! এখন পরম সুহৃদ্‌ বীর বলাদিত্যকেও পাবার সম্ভাবনা নাই! দূর হ'তে দেখ্‌লাম—বলাদিত্য যখন পুরীর প্রাচীর হ'তে বহির্গত হ'ল, অমনি লুক্কায়িত সৈন্যগণ পুরীর চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়াল! আমিও পুরীর বাহির হ'তে পার্‌লাম না। এখন কোন্‌ দিক্‌ রক্ষা করি!

নেপথ্যে—সৈন্যগণ। জয় মহারাজ প্রদ্যোতবর্দ্ধনের জয়।

বীরবিনোদ। যাই, যাই, ঐ ঐ সৈন্যের কোলাহল! দুর্বৃত্তগণ অগ্রসর হ'চ্চ্নে, কার্‌ সাধ্য আমি থাক্‌তে মার পুরীতে প্রবেশ করে!

[ প্রস্থান।

নীরজা। চল জয়লক্ষ্মি! আর বিচারের সময় নাই! একদিন তুমি জিজ্ঞাসা ক'রেছিলে—এ গুপ্ত সুরঙ্গ কেন মা! আজ তোমার পিতৃ-নির্ম্মিত সেই গুপ্ত সুরঙ্গই এখন আমাদের বিপদ-মুক্তি ও উদ্ধারের পথ।

জয়লক্ষ্মী। মা, ধন-রত্নের উপায় কি ক'র্‌বে? পিতৃ-পুরুষ-গণের রক্ত-বিনিময়ের যে অর্থ পুরুষ-পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত হ'য়ে এসেছে, তা আজ এক মুহূর্ত্তে কিরূপে ত্যাগ ক'রে যাবে মা!

নীরুজা। মা কুমারি! তুমি কুমারী-প্রাণে উচ্চৈঃস্বরে মা ভবানীকে একবার এই বিপদের সন্ধি মুহূর্ত্তে ডাক দেখি! দেখি মা ভবানী কেমন ক'রে মন্দিরে স্থির থাক্‌তে পারেন।

জয়লক্ষ্মী। মা ভবানী গিরিকুমারি, যদি আমার কুমারী-জীবনের কোন পবিত্রতার গৌরব থাকে, তাহ'লে আমায় ভুলে থাকিস্ না মা! দাসী বড় সঙ্কটে প'ড়েছে জননি!

দ্রুতপদে ভবানীর প্রবেশ।

ভবানী। মা পাঠিয়ে দিলেন, ভয় কি বাছা, নিশ্চিন্তে চ'লে যাও, কেউ তোমার কপর্দ্দকও স্পর্শ ক'র্‌তে পার্‌বে না। মা ব'লেছেন, তিনি তোমার ধনাগার রক্ষা ক'র্‌বেন।

জয়লক্ষ্মী। মা ব'লেছেন? তবে আসি ভবানি! দেখিস্ বোন্, মাকে ব'লিস্ বোন্, আমি সব তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে নিশ্চিন্তে চ'ল্লাম। যদি বেঁচে থাকি, তাহ'লে আবার দেখা হবে। আসুন মা, শত্রুরা এসে প'ড়েছে।

[ নীরুজা সহ প্রস্থান।

নেপথ্যে—সৈন্যগণ। কোষাগার লুণ্ঠন কর, জয়লক্ষ্মীকে বন্দিনী কর। বীরবিনোদের মস্তক ছেদন কর।

## বিদ্যাধর ও সৈন্যগণের প্রবেশ।

ভবানী। এস না, ধনাগার লুণ্ঠন ক'র্‌বে—এস না। এ জান কার সম্পত্তি? মা ভবানীর। এ ধন ছুঁলেই ম'র্‌বে।

বিদ্যাধর। আ মর, তুই ছুঁড়ি আবার কোথা থেকে জুট্‌লি! কখন, ক'ম্‌নে দিয়ে এলি? বল্ জয়লক্ষ্মী কোথা?

ভবানী। মায়ের কাছে গেছে। তুমি যাবে?

বিদ্যাধর। সে আবার কোথা?

ভবানী। সেই যে সেথা, যার ও দিকে আর হেথা সেথা নেই।

বিদ্যাধর। রাখ্ ঢং রাখ্, যাবে কোথা? এই বাড়ীতে কোথাও লুকিয়ে আছে। আচ্ছা দেখা যাবে এখন, আগে ধন-রত্নগুলো খুঁজে লুঠ কর্।

ভবানী। এই যে এস না, খুঁজ্‌বে কেন, আমি দেখিয়ে দিচ্চি! ঐ যে দেখ্‌ছ না, টাকা-মোহরের ঘড়া সব জ্যান্ত হ'য়ে আস্‌ছে, যাও লুঠ কর গে। ভৈরবগণ! এ জয়লক্ষ্মীর সঞ্চিত ধন-রত্ন সবই মায়ের সম্পত্তি। মাতৃ-আজ্ঞা শোন্, যে কেউ এর এক কপর্দ্দক স্পর্শ ক'র্‌বে—তাকে তখনি তোরা সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস ক'র্‌বি। ( অন্তর্ধান )

### ভৈরবগণের প্রবেশ।

ভৈরবগণ। গীত।

বম বম ব্যোম্ ব্যোম্, মায়ের জয় হুঙ্কার্ আজ্ঞা শোন্।

যাবি যমের বাড়ী তাড়াতাড়ি যে ছুঁবিরে মায়ের ধন,
হর হর ব্যোম্ ব্যোম্।

(ডঙ্কা বাদন)।

## ভবানীর পুনঃ প্রবেশ।

ভবানী। গীত।

(ওরে) মাতৃ-আজ্ঞা শোন্ অবোধ তনয়
পর ধন লোভ উচিত না হয়,

ভৈরবগণ। ভাল যদি চাস্ ভালয় ভালয়,
যারে ফিরে চ'লে আপন ভবন॥
হর হর ব্যোম্ ব্যোম্।

(ডঙ্কা বাদন)

ভবানী। মাতৃ-প্রাণে ব্যথা দিওনা সন্তান, রাখ কথা তাঁর বাড়িবে সম্মান,

ভৈরবগণ। নয় মাতৃ-শাপে যাবে সবার প্রাণ,
আপন ব'ল্‌তে কেউ রবে না আপন॥
ওরে ও যে কালিমায়ীকি ধন।
হর হর ব্যোম্ ব্যোম্॥

(ডঙ্কা বাদন)

সৈন্যগণ। মা, মা, আমরা তোমার আজ্ঞা শুন্‌ব! আমরাই মায়ের ধন প্রাণ দিয়ে রক্ষা ক'র্‌ব। নাহি শুন্‌তা হামরা রাজাকো চাচা বাৎ! ভাগ্ শালালোক—ভাগ্, ভাগ্, ভাগ্!

বিদ্যাধর। ও বাবারে, রক্ষে কর! এ আবার কি হ'ল! এ ভবানী শালী কি ভেল্কী জানে না কি? বাবা, এত হীরে-জহরতের কাঁড়ি, এ ভোগ হবে না!

[ বেগে প্রস্থান।

ভবানী। শান্তি! শান্তি! শান্তি! বাছা সব, তোমাদের অক্ষয় স্বর্গ লাভ হবে।

সকলে। জয় ভবানীমায়িকি জয়।

ঐকতান বাদন।

# তৃতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

রাণী বেশে চঞ্চলা, বিদ্যাধর, মন্ত্রী, পারিষদগণ, সহচরীগণ, শরীররক্ষী সৈন্যগণ, ছত্রধারিণী ও তাম্বুলকরঙ্কবাহিনীপ্রভৃতির প্রবেশ।

বিদ্যাধর। হে সুজল সুফল রত্নাধার অবন্তিকা-রাজ্যের ভাগ্যলিপির ব্যবস্থাপক প্রতিভাবান্ মন্ত্রিমহাশয়! হে মন্ত্রি-সহায়ক সুসভ্য বুদ্ধিমান্ ন্যায়দর্শী কর্ম্মনিপুণ পারিষদ্‌গণ! হে রাজ্যের রুচিমার্জ্জিত ধর্ম্ম-প্রাণ বিদ্বান্ সভ্য মহোদয়বৃন্দ! আজ আপনাদেরই উদারতা ও অপক্ষপাতিত্ব গুণে চির পবিত্র-স্বভাবা সুশীলা বিদুষী বুদ্ধিমতীদেবী চঞ্চলাকুমারী অবন্তিকা-রাজ্যের একচ্ছত্রী বিশিষ্টা শক্তিধারিণী রাজরাজেশ্বরী রাণী! প্রথমতঃ আমি সেই দেবীরাণীর পক্ষ হ'তে তাঁর আদেশে—আপনাদের সাধু কার্য্যের ধন্যবাদ দান ও আদর সম্ভাষণ করি। আশা করি,

আপনারা সকলেই দেবীরাণীকে আশীর্ব্বাদ ক'র্বেন, যেন তিনি রাজ্যের কল্যাণে ও আপনাদের মনোরঞ্জনে আপনাকে ধন্য জ্ঞান ক'র্তে পারেন।

সকলে। সাধু, সাধু, সাধু, দেবীর বাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে। (করতালি প্রদান)

বিদ্যাধর। দ্বিতীয়তঃ অতি আনন্দের সংবাদ—আপনাদের বুদ্ধি কৌশলে, আয়োজনে ও বীরত্বে বিগত রাষ্ট্রীয় সমরে মহারাণীরই বিজয় স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। বিপক্ষ রাজদ্রোহিনী জয়লক্ষ্মী—স্বগৃহ ত্যাগ ক'রে পলায়ন ক'রেছে। মহাবীর বলাদিত্য মহারাণীর নিকট অদ্য অকৃত্রিমভাবে আত্ম-সমর্পণে প্রতিশ্রুত হ'য়েছেন। সুতরাং অবন্তিকার রাজ্যেশ্বরী মহারাণী আপনাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'র্ছেন।

সকলে। সাধু, সাধু, সাধু, দেবীরাণী যথার্থ অবন্তিকার যোগ্যা অধীশ্বরী। (করতালি প্রদান)

বিদ্যাধর। তৃতীয়তঃ আপনাদের নিকট দেবীর একটী প্রার্থনা যে, মহারাজ প্রদ্যোতবর্দ্ধনের রাজত্বকালে মহারাজ যে তাঁর নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধান-সংকল্পে রাজ্যের যে সকল কুমারী তাঁর কুমারীরক্ষণ-কারাগারে রক্ষিত হ'য়েছে, তন্মধ্যে সন্দেহজনক কয়েকটী কুমারী রেখে অবশিষ্ট সকলকেই মুক্তিদান করা হোক্। যদিও সকলকে মুক্তিদানই সর্ব্ববাদীসম্মত—তথাপি ভূতপূর্ব্ব রাজার সম্মানের জন্য তাঁর এই প্রার্থনা। পরে সকলকেই মুক্তিদান করা যাবে।

চঞ্চলা। হে মন্ত্রিমহাশয়, রাজপারিষদ্ ও সুসভ্য মহোদয়গণ, আর এও বিশেষরূপে অবগত হবেন, আমি মহারাজের এই আজ্ঞার পক্ষপাতিনী নই, তবে তিনি ভূতপূর্ব্ব সম্রাট ছিলেন, তাঁর সম্মানের জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা।

সকলে। মহারাণীর বাক্য আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। তাহ'লে আর রাজ্যের অশান্তি কি ?

বিদ্যাধর। নাও, তোমরা রাণীর একটু চিত্তবিনোদন কর বিনোদিনীগণ!

সহচরীগণ।

গীত।

টলোনা, পরকে টলাও নিজে টলোনা।
আপন হাতে বিষের পানা মনের ভুলেও মুখে তুল'না।
তোমার প্রাণ যারে চায় করিতে যতন,
তারে তুমি না দেখিও প্রয়োজন,
যেমন ভাব পীরিত সরল, ওলো নয় পীরিত সরল তেমন,
তাই বলি সই আকিঞ্চনে জিনিষের দর বাড়াওনা,
প্রেমের ঠাকুর কিনতে হ'লে এর বেশী আর এগিওনা।

দ্রুতপদে জল-বিছুটীর প্রবেশ।

জল-বিছুটী। আমরা কারো কথা বি না শুন্‌বে! শূলে দিবে ত' রাজা দিবে, গারদে দিবে ত' রাজা দিবে! তবু আমরা পাহারাওলা কথা বি না শুন্‌বে! এ—রাজা নেই—রাণী! জয় রাণীমায়িকি জয়। দেখ' রাণী মা, তোমায় পাহারাওলা বি চোখ ঠাটায়।

চঞ্চলা। ভয় নাই! বল তোমরা কে, তোমাদের প্রার্থনা কি?

জল। আমরা দুটো মাগী-মিন্‌সে! পেট লেগে নকৃরি খুঁজ্‌ছে।

বিছুটী। নকৃরী মিলে গা মায়ি! আমরা মাগী-মিন্‌সে—খুব মাতুয়ারা গান জানে, খুব বুক উল্‌সানা লাচ জানে। আর' কত জানে! তুই পরে পরে সব দেখ্‌বে, জান্‌বে! পরে তুই ছাড়্‌বে না।

চঞ্চলা। তোমাদের নাম কি?

জল। আমার ত নাম আছে জল, এটা আছে আমার মাগী।

বিছুটী। আর আমার ত নাম আছে বিছুটী। এটা আমার আছে মিন্‌সে।

জল-বিছুটী। গীত।

আমরা মাগী-মিন্‌সে দুটী, নাম ধরি জল-বিছুটী।
দুষমণেরে মারি লাঠি, ধরি তাদের খুটি-নুটি।

জল। বল্ মাগি লো বল্ আমারে, দুষ্‌মণ বলি কারে,
বিছুটী। যে ছুঁচো মেগের ভেড়ো ভাত দেয় না মারে,
জল। বল্ বল্ বল্ আর বলি কারে,
বিছুটী। বাপের ঘরে হাঁড়ি ঠন্ ঠন্, বাহিরে লাক-পকাশ মারে,
জল। আর কারে ব'ল্‌তে পারা যায়,
বিছুটী। যারা ব'কের ধন আগ্‌লে রাখে, (যারে) ভিখেরী ভিক্ পায় না হায়,

জল। বল্ না মাগি আর কি কিছু নাই,

বিছুটী। ( নাই কি গো ) যারা পরের কথা পরকে শুনায়
নিজের কথায় দেয় সাফাই,

জল। ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্, আর' শুন্তে চাই,

বিছুটী। যারা দুনিয়াটাকে বোকা ভেবে নিজে নিজে করে বড়াই,

উভয়ে। তোমরা সব ঠাণ্ডা হও গো, হেসে কেন লুটোপুটি,
দেখ'না একটু ব'সে ( আমরা কেমন ) সভার মাঝে
সবার বিষ্ঠে ছর্কুটি ॥

বিছুটী। এ মায়ি, আমরা ত মাগী মিন্সে তুহারি পরাণে খোস দিতে পেরেছে? নকরি মিলে?

চঞ্চলা। ( স্বগত ) দুটী সারল্যের আনন্দময়ী ছবি! থাক্, এদের দ্বারা অনেক কাজ পাবো। ( প্রকাশ্যে ) আচ্ছা, তোমরা আমার পুরীতে আমার নিকট থাক্‌বে। আমার রাজকার্য্যান্তে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রো।

জলবিছুটী। আমরা খুব খোস পেলে! দেল পেলে, জয় রাণী মায়িকী জয়। সেলাম্ সেলাম্ রাণী মায়ি!

[ উভয়ের প্রস্থান।

বিদ্যাধর। মহারাণি!

চঞ্চলা। আমি চাই রাজ্যে শান্তি! জানিনা, জয়লক্ষ্মী কোন্ অজ্ঞাত কারণে তাঁর সমুদায় ধনরত্ন রেখে তিনি গৃহত্যাগ ক'র্লেন! তথাপি আমি ইচ্ছা করি, তাঁর সমুদায় ধনরত্ন তাঁর গৃহেই রক্ষা ক'র্তে! রাজদৃষ্টি সতর্কভাবে প্রহরার কার্য্যে ব্রতী থাক্‌বে।

তিনি কোন সময় এসে তা প্রার্থনা ক'র্‌লে তাঁকে তা বিনা-আপত্তিতে প্রত্যর্পিত হবে। আর বৃদ্ধ রাজা বার্দ্ধক্য-শৈথিল্যে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়ে রাজ্যবাসীদের সঙ্গে যে মনোমালিন্য ক'রেছিলেন, এখন সেই মনোমালিন্য যাতে দূর হয়, প্রথমতঃ তারি চেষ্টা করুন।

বিদ্যাধর। নিশ্চয়, নিশ্চয়, কি বলেন মন্ত্রিমশায়, অমৃতে অরুচি কার? আহা মহারাণী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-সরস্বতী! কি দূর-দর্শিনী!

চঞ্চলা। শ্রেষ্ঠ রাজবিরোধী মহাবীর বলাদিত্য আজ অকৃত্রিমভাবে আত্মসমর্পণ ক'র্‌তে রাজসভায় আস্‌বেন, আমার অনুরোধ—তাঁকে ক্ষমা করা হোক্।

বিদ্যাধর। মন্ত্রিমহাশয়, পারিষদ্‌গণ, দেখুন, দেখুন, মহারাণীর কি উদারতা, কি ক্ষমাশীলতা, কি মহানুভবতা!

সকলে। আমরা একবাক্যে মহারাণীর জয় ঘোষণা করি।

চঞ্চলা। হে মাননীয় শ্রদ্ধেয় পারিষদগণ, আপনাদের নিকট আর একটী আমার বিনীত সানুরোধ নিবেদন, আশা করি, আমি রমণী ব'লে আপনাদের ন্যায় মহানুভবগণের নিকট কোন-রূপে উপেক্ষিত বা আহত হবোনা। আপনারা সমগ্র সুধীবৃন্দ সবিশেষ অবগত আছেন যে, মহারাজের বিকৃত মস্তিষ্ক বশতঃই তিনি এই রাজ্যের বিশৃঙ্খলা সম্পাদন ক'রে সাধারণ প্রজাচক্ষে নিরপরাধিনী আমি,আমাকেও কলুষিতা ও দুশ্চারিণীরূপে পরিণত ক'রেছেন, সুতরাং আজ হ'তে তাঁর কোন বাক্যেই আস্থার

প্রাসাদবাসী যে কোন সম্ভ্রান্ত বা শিক্ষিত মহোদয়গণ যেন বিশ্বাস স্থাপন ক'রে তাঁকে সহানুভূতি প্রদান না করেন! বিশেষতঃ উপস্থিত পুত্র-শোকে তিনি শুভাশুভ জ্ঞানশূন্য, উন্মত্ত!

বিদ্যাধর। উন্মত্ত ব'লে উন্মত্ত! একেবারে ক্ষিপ্ত! ঐ যে হ'ন্যেমুখী হ'য়ে রাজসভায় আস্‌ছেন! মহারাণি, দেখ্‌বেন, সাবধান হবেন! এখনি মহারাজ এসে আপনাকেই প্রথমতঃ কটূক্তি ক'র্‌বেন। সব সহ্য কর্‌বেন! আপনাকে তা আমাকে বল্‌তে হবেনা! আপনি স্বয়ং ধৈর্য্যের প্রসূতি, ক্ষমার ভগিনী, সংযমের সহধর্ম্মিণী।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন ও পদ্মনাভের প্রবেশ।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। মহারাণি! অবন্তিকা রাজ্যের রাজেশ্বরি! আমার একটী অনুরোধ রক্ষা কর। রাজভক্ত বৃদ্ধ সেনাপতি পদ্মনাভের কন্যা ভামতীকে মুক্তিদান কর।

চঞ্চলা। খুল্লতাত, আপনি আমার স্বামীকে বলুন, তাঁর এরূপে রাজসভায় আগমনে, আমি অতিশয় লজ্জিত ও দুঃখিত হ'য়েছি! তাই অনুরোধ, তিনি যেন অবিলম্বে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আরও বলুন, পদ্মনাভ রাজভক্ত হ'য়ে অসাধারণ হ'লেও রাজ্যের প্রজা, উদার বিচার-নীতি সূর্য্যের ন্যায় অপক্ষপাতী! তিনি রাজপ্রাসাদে যে কিরণ বিতরণ করেন, আবর্জনাময় ক্ষেত্রেও সে কিরণ দানে কুণ্ঠিত হন্‌ না। সুতরাং—

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। মহারাণি! আমার অনুরোধ—

চঞ্চলা। খুল্লতাত! আপনি ওঁকে এখনও স্বস্থানে গমন ক'র্‌তে বলুন। কর্ত্তব্য কারো ভিক্ষা বা অনুরোধের কিঙ্কর নয়। সাম্যনীতিই রাজধর্ম্ম। তাতে মাতা, পুত্র, স্বামী, কন্যা বা সাধারণ প্রজার ইতরশ্রেষ্ঠ ভেদ নাই।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। মহারাণি! আমিও কর্ত্তব্যের অনুরোধেই তোমায় অনুরোধ ক'র্‌তে এসেছি, নতুবা বৃদ্ধের চলচ্ছক্তি এরূপ তাচ্ছিল্যের ক্ষেত্রে এতদূর্ অগ্রসর হ'তোনা। তাই বলি রাণি, যে রাজভক্ত প্রজা রাজার জন্য স্ত্রীপুত্র ত্যাগ ক'র্‌তে পারে, সেই মহাত্মা পদ্মনাভের সহিত সাধারণ প্রজার কখন তুলনা হ'তে পারে না। তাই আমার অনুরোধ, মাত্র তাঁর কুমারী কন্যাকে মুক্তি দান কর।

পদ্মনাভ। মা, বৃদ্ধের প্রতি প্রসন্ন হোন, আমারও নিবেদন, মহারাজের অবমাননা ক'র্‌বেন না।

চঞ্চলা। কে মহারাজ! বৃদ্ধ সেনাপতি! এখন কি আকাশ-কুসুমে পারিজাতের রূপ-রস-গন্ধ কল্পনা কর?

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। কি এতদূর? রাণি,—

চঞ্চলা। খুল্লতাত, আপনি বৃদ্ধকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিন, রাজসভা গৃহীর একটা সংকীর্ণ গৃহস্থলীর ক্ষেত্র নয়। এখানে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর স্বাধীনতা প্রকাশে নির্ম্মুক্ত রসনার তৃপ্তিসাধন করা যায় না।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। আর' শোন' বিম্বাধর, তোমার গুণবতী ভ্রাতুষ্পুত্রী চঞ্চলাকে বেশ বুঝিয়ে বল', রাজসভা একটা কৃতঘ্নতার

আশ্রয়-ভূমি নয়, এখানে কৃতজ্ঞতারও পূজাবিধি আছে! আজ তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রী যার প্রসাদ-অনুগ্রহে অবন্তিকার রাজসিংহাসনে উপবিষ্টা, ভেবোনা—আজ সেই রাজ্যত্যাগী পরানুগ্রহোপভোগী, দীন দরিদ্র হ'লেও তার একটা বিধিদত্ত সম্ভ্রম-মর্য্যাদার মূল্য নাই। যাক্, যাক্, আর অতীত কথা কেন? আবার সম্ভ্রম প্রত্যাশা! চল. চল, পদ্মনাভ! ঠিক হ'য়েছে! কৃতকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত হবেনা? এই ত প্রায়শ্চিত্তের সূত্রপাত! দুরাত্মা প্রদ্যোতবর্দ্ধনের কালরাত্রির পূর্ব্বাভাস সন্ধ্যা! চল, চল, পালাই চল! এ মুখ কি ক'রে দেখাচ্চি! নিতান্ত নির্লজ্জ ব'লেই এতদূর অগ্রসর হ'য়েছিলাম। আর না—আর না—নির্জ্জন অন্ধকারময় পথ দেখ', সেই পথে—সেই পথে পালাই চল! বজ্র-বিদ্যুৎ-অগ্নি-কণ্টক—বিষদন্ত শ্বাপদসমাকীর্ণ যে পথ মৃত্যু-দ্বারে উপনীত হবার জন্য সঙ্কেত ক'র্‌ছে, সেই পথ—পদ্মনাভ, সেই পথ অন্বেষণ কর! চল, স্বস্থানে লুকায়িত হইগে চল! আর যেন কেউ এ পাপাত্মার পাপকালিমময় মুখ দর্শন না করে! ঠিক ঠিক হ'য়েছে! বিশ্বসংসার দেখ'—নির্ভীক নির্নিমেষ নয়নে দেখ, গর্ব্বিত যথেচ্ছচারী দুরাত্মার আজ কি পরিণতি!

[ দ্রুতপদে প্রস্থান।

পদ্মনাভ। মৃত্যু, অতো দূর রাজ্যে কেন? নিকটে এস—জীবশান্তি-দাতা, এবার বন্ধুরূপে তোমায় আলিঙ্গন করি।

[ দ্রুতপদে প্রস্থান।

বিদ্যাধর। অদ্ভুত বীরত্ব! মহারাণীর অদ্ভুত বীরত্ব! এ বীরত্বে

নিশ্চয়ই ত্রিভুবন স্তম্ভিত হবে। কেমন রাজপারিষদ্‌গণ, আপনারা চমকিত কিনা? ভূতপূর্ব্ব রাজার সহিত মহারাণীর নিকটসম্বন্ধ থাক্‌লেও কঠোর রাজনীতির অনুরোধে কিরূপে তা উপেক্ষা ক'র্‌লেন, প্রত্যক্ষ দেখ্‌লেন ত? ধন্য ধন্য মহারাণী! আপনিই আদর্শ রমণী-রত্ন! ঐ যে নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় মহাবীর বলাদিত্য আস্‌ছেন! ধন্য দেবীর বুদ্ধি-নিপুণতা! স্বাধীন সিংহ আজ স্বেচ্ছায় শৃঙ্খল প'র্‌তে আস্‌ছে।

চঞ্চলা। ( স্বগতঃ ) কন্দর্প! তুমি কখন অতো রূপবান্‌ নও, তাহ'লে বলাদিত্যের মত শরীরী হ'য়ে কোন না কোন দিন আমার নয়নের সম্মুখে এসে দাঁড়াতে।

## বলাদিত্যের প্রবেশ।

বলাদিত্য। ( স্বগতঃ ) সভায় আস্‌তে পা আজ কেঁপে উঠ্‌ছে! ঘৃণা স্পষ্টভাবে আমার হস্ত ধারণ ক'রে রাজসভার বহির্ভাগে নিয়ে যাবার শত চেষ্টা ক'র্‌ছে. কিছুতেই অগ্রসর হ'তে দিচ্চেনা। উজ্জ্বল দৃষ্টির সম্মুখে একটা যবনিকা দুল্‌ছে। কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চিনা! ভাল, ভালই হ'য়েছে! দৃষ্টি, তুমি অন্ধ হও, বর্দ্ধন-রাজসিংহাসনে তাহ'লে বেশ্যাকে দেখ্‌তে হবেনা। কণ্ঠ, তুমি রুদ্ধ হও, তাহ'লে আজ একটা বেশ্যাকে মা মহারাণী ব'লে তার সম্মুখে নতজানু হ'য়ে সম্ভাষণ ক'র্‌তে হবেনা! তাইত আমি কি ক'র্‌ছি! ভামতী যে পাপিনীর কারাগারে! ( প্রকাশ্যে ) কৈ, কৈ, মহারাণী কৈ? অবন্তিকা রাজ্যের রাজেশ্বরী কৈ?

আমি এসেছি! মহারাণি! মহারাণি! আমি ভগিনী-স্নেহের ভিখারী, তাই এসেছি। আমাকে আমার স্নেহের ভগিনী ভিক্ষা দাও মহারাণি!

চঞ্চলা। (স্বগত) তাইত,আমি যে আত্মহারা হ'য়ে পড়্‌ছি! না—না—না—আমি যে রাণী গো। (প্রকাশ্যে) আপনি কে? আপনার নাম কি প্রতাপশালী বলাদিত্য?

বলাদিত্য। না—না—অতি ক্ষুদ্র আমি! অতি ঘৃণার সামগ্রী আমি! বংশের নিতান্ত নিন্দনীয় হেয় নরাধম অপদার্থ মহাগ্লানি আমি! মহারাণি! কালবিলম্ব ক'রনা, অতি অসহনীয় হ'য়েছে! ভিখারীকে ভিক্ষা দাও, চ'লে যাই।

চঞ্চলা। আপনাকে অতি ব্যস্ত দেখ্‌ছি! চিন্তা ক'র্‌ছেন কেন, আপনি যখন শত্রুভাব ভুলে আমাদের সহিত মিত্রভাবে দর্শন দান ক'রেছেন, তখন আপনার পুরস্কার আপনি নিশ্চয় লাভ ক'র্‌বেন। নিশ্চয়ই আপনি আপনার কুমারী ভগিনী ভামতীকে ল'য়ে স্বগৃহে গমন ক'র্‌তে পার্‌বেন। কিন্তু তার পূর্ব্বে আপনার সহিত কতকগুলি রাজকীয় গুপ্ত কথা আছে। আসুন, আসুন, (বলাদিত্যের হস্তধারণপূর্ব্বক) আমি আজ সর্ব্বজনসমক্ষে আপনাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ ক'রে হস্তধারণ ক'র্‌লাম। ত্রুটী গ্রহণ ক'র্‌বেন না।

বলাদিত্য। (স্বগত) বায়ু! প্রবাহিত হওনা! মৃত্যু! রুদ্ধ বায়ুতে মিশ্রিত হ'য়ে বলাদিত্যের অন্তক হও! প্রলয়! আত্ম-তেজ নিঃশেষ ক'র্‌তে ক'র্‌তে অলক্ষিতে উপস্থিত হও! নর ভূকম্পন!

তুমি একটা দুর্নিরীক্ষ্য ধূম্রল গহ্বর সৃষ্টি কর! যাচক! তুমি এত লঘু এত নীচ—এত সংকীর্ণ! তাই তুমি বেশ্যাস্পর্শদুষ্ট নিজের আশাময় জীবনকে এখনও বিসর্জ্জন দিতে পার্‌ছনা!

[ চঞ্চলা সহ প্রস্থান।

বিদ্যাধর। আর কেন গো তোমরা দাঁড়িয়ে? রাণী ত গুপ্ত কাজ ক'র্‌তে গেলেন, তোমরা একটু নাচ গান দেখিয়ে শুনিয়ে যাও।

সহচরীগণ। গীত।

বঁধু বল বল ঠিক।
আমরা কুলবতী কুলনারী না জানি কহিতে অধিক ॥
শুনেছি বঁধু নাকি তোমারি প্রেমে,
আকুলা যমুনা নিতি বহে উজানে,
রাধা ব'লে গোপবালা, তোমায় ব'লে কালা কালা,
কাঁদে তার কুলে দুবেলা, নিজের রূপে দিয়ে ধিক্।
বঁধু-প্রেম কি মধুর নিধি যায় হারাতে হয় দিক্ বিদিক্ ॥

বিদ্যাধর। সুন্দরি, সুন্দরি—প্রেম—হজরৎ ক্যা বনান' পোলাও—কালিয়া—কোর্‌মা হ্যায়! একবার পিয়েত হাড়ি-ডোম-বামুন-শূদ্র কিছুই বাছ বিচার আর চলেনা মাণিয়া!

[ সকলের প্রস্থান।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অরণ্য।

দ্রুতপদে জয়লক্ষ্মী ও নীরুজার প্রবেশ।

জয়লক্ষ্মী। ভাগ্যলক্ষ্মী কি এরই নাম মা!

নীরুজা। হাঁমা লক্ষ্মি! এরই নাম ভাগ্যলক্ষ্মী। এই ভাগ্যলক্ষ্মীরই আর একটী নাম অদৃষ্ট।

জয়লক্ষ্মী। অদৃষ্টই বটে কন্যাভাগ্যে অভাগিনী জননি! একদিন এক রাত্রির পূর্ব্বে কে জান্ত, অতুল ধনৈশ্বর্য্যসম্পন্না জয়লক্ষ্মী আমি, আমি আজ পথের ভিখারিণী হ'য়ে এইরূপ ভাবে পদব্রজে এই অরণ্যপথবিহারিণী হব'! অদৃষ্টই ত বটে মা! উঃ মাগো—আর যে ভাব্‌তে পারিনা মা! উঃ, কি সে যন্ত্রণা! মা—একটু জল দাও, বড় তৃষ্ণা—আমার চলচ্ছক্তি হীন হ'য়ে আস্‌ছে! আর যে আমি দাঁড়াতে পার্‌ছিনা! মা, আমায় ধর, একটু জল দাও—বাঁচাও মা, একটু জল দিয়ে বাঁচাও।

নীরুজা। (ধারণ পূর্ব্বক) মা, জয়লক্ষ্মি! একি মা, অমন ক'র্‌ছ কেন মা! একটু চল মা, এ যে—অরণ্য! নিকটে ত কূপ বা পুষ্করিণী নাই।

জয়লক্ষ্মী। মা, জল দাও,—মা, আর বুঝি আমায় বাঁচাতে পার্‌লেনা। (মূর্চ্ছা)

নীরুজা। ও মা! কি করি, কোথায় যাই, কোথায় জল পাই? মা ভবানি! কি সঙ্কটে ফেল্‌লি মা! ওমা, একি, একি

অনিমেষ চক্ষু! শুষ্ক রসনা কণ্ঠদ্বার রুদ্ধ ক'রেছে! নিঃশ্বাস নাই! মা, মা, একি দৃশ্য দেখাচ্ছ! তাইত—এখন কি কর্ত্তব্য! জল—জল কি পাবোনা? বাছা আমার মূর্চ্ছা গেছে বৈত নয়, জল পেলেই এ মূর্চ্ছার অবসান হবে! যাই, যাই! হে মা বনদেবি! তুমিই এখন বাছার আমার এ বনরাজ্যে রক্ষয়িত্রী! তোমারই পাদমূলে আমার বাছাকে অর্পণ ক'রে চল্লেম।

[ দ্রুতপদে প্রস্থান।

পাঁচনি হস্তে কৃষকের প্রবেশ।

কৃষক। হৈ—হৈ—রঙ্গিলা—জঙ্গিলা—মেধী—বুধিয়া—হৈ হৈ—আবু—আবু—হো হৈ আয়—আয়! আজ সব শালার গোরু—উধাও হ'য়ে গেছে! আজ্‌নি বনের নওয়া ঘাস—শালার গোরু কি ভুল্‌তে পারে! হাল্লাক ক'র্‌লে পোড়ার মুখীরা—সারা বিকেলটা ধূপে ধূপে ঘুরে ঘুরে মগজটা আমার টঁ্যা টঁ্যা ক'র্‌ছে! হৈ হৈ—আবু আবু—আবু বঁরুয়া—( চীৎকার ) বা, এ আবার একটা কে এখানে শুয়ে? একটী মেয়ে যে! আহা যেন পরীর বাচ্চা ডানা কেটে শুয়ে আছে! তাইত—মরা না জ্যান্ত! দেখি, না এত জ্যান্ত! এখনও পরাণটা কণ্ঠায় এসে ধুক্ ধুক্ ক'র্‌ছে! রোদের আগুনে মুখখানায় কালী প'ড়েছে! যাই হোক—ও জ্যান্ত! আগে একটু জল আনি—মেয়েটীকে বাঁচাতে হবে!

[ দ্রুতপদে প্রস্থান।

জয়লক্ষ্মী। উঃ, যাই—মা! একটু জল—উঃ বুক ফেটে যায় মা!

দ্রুতপদে শালপত্রে জল লইয়া কৃষকের
পুনঃ প্রবেশ।

কৃষক। এই যে জল এনেছি। খাও ত মা! (জল দান ও শুশ্রূষা) এখন কথা কইতে হবে না, আগে প্রাণে বাঁচ, তারপর কথা।

জয়লক্ষ্মী। আমার মা কোথা? তুমি কে বাবা?

কৃষক। আমি, আমি একটা চাষা, বনে গোরু খুঁজ্‌তে এসেছি, তুমি তোমার মায়ের কথা সুধোচ্ছ, কৈ, আমি ত এখানে এসে তোমাকে ছাড়া আর কারেও দেখিনি! তা তোমরা মায়ে ঝিয়ে বনে এসেছিলে কেন? কোথা তোমাদের বাড়ী?

জয়লক্ষ্মী। অ্যাঁ, তুমি আমার মাকে দেখনি বাবা!

কৃষক। তা তুমি অতো ভয় পাচ্ছ কেন মা! আমি গেরস্ত ঘরের ছেলে। যদিও আমার স্ত্রী ছেলে মেয়ে কেউ নাই, বনেই থাকি, তবু বনের পশুদের সঙ্গে থেকে বনের পশু হইনি! আমি কি আর তোমাকে একলা ফেলে বন থেকে চলে যাব! তা আমার এখন গোরু খোঁজা রৈল—যতক্ষণ না তোমার মা আসেন, ততক্ষণ আমি তোমাকে আগ্‌লে থাক্‌ব। তবে জায়গা বড় ভাল নয় মা, সন্ধ্যের পর এখানে ভূতের হাট বসে! সমুখেই ডাকিনী রঙ্কিণী দেবীর মন্দির! সেখানে ছুযাস হ'ল, আর একটা

ডাকিনী এসে নূতন বাসা নিয়েছে। সেটা রাত্রে এসে সেই ভূতেদের সঙ্গে মিশে। আরও ভয়—সন্ধ্যের পর এখানে বাঘ ভালুক বনো হাতী চ'রে বেড়ায়। তা ভয় নেই, সন্ধ্যে পর্য্যন্ত আমরা তোমার মায়ের অপেক্ষা ক'র্‌তে পারব, তার মধ্যে তিনি এলেই হ'লো! তবে জায়গাটা বড় ভাল নয় মা, তাতে আবার তিনি মেয়ে মানুষ। সন্ধ্যে হ'তেও বেশী দেরী নেই। তা মা, তোমাদের বাড়ী কোথা? কোথা হ'তে আস্‌ছ, যাবে কোথা?

জয়লক্ষ্মী। অসময়ের বন্ধু, অনাথার আশ্রয় সরল কৃষক! সে সব কথা পরে শুন্‌বে বাবা, এখন আমার মায়ের সন্ধান ক'রে দাও! তিনি বৃদ্ধা, তাতে এ বনভূমি তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অজ্ঞাত। তাই ভয়, তিনি জলের সন্ধানে গিয়ে পথহারা না হন।

কৃষক। তোমাকে দেখ্‌লে মনে হয়, তোমার সারাদিন খাওয়া হয় নি! কেমন মা! যেন তুমি কোন রকম বিপদে প'ড়ে মায়ে ঝিয়ে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছ, নৈলে এ বনে ত মানুষ আসে না। আমাদের এইখানেই পৈতৃক ভিটে, তাই আছি। যাক্, এখন তুমি গুটি গুটি আমার সঙ্গে এস, তোমার মার তল্লাস করি গে। দেখ্‌ছ ত সাঁজের সূর্য্যি বনের সবুজ পাতায় ডুবে যাচ্ছে। আঁধার সৃষ্টি থেকে নেমে এসে সমস্ত বনের দেশকে নিজের দেশ ক'রে নিচ্ছে। চল মা, এখানে ব'সে আর কি হবে! ততক্ষণ আমরা তোমার মাকে খুঁজ্‌তে পারব।

জয়লক্ষ্মী। চল বাবা, আমার প্রাণ বড় অস্থির হ'চ্ছে! মা—

মা ভবানি, এমন বিপদ আমার অদৃষ্টে ছিল মা, একদিনও ত তা স্বপ্নে সঙ্কেত ক'রিসনি !

[ উভয়ের প্রস্থান ।

---

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

শয়ন-কক্ষ ।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন ও পদ্মনাভের প্রবেশ ।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন । এখনও ত চক্ষের যন্ত্রণা গেল না পদ্মনাভ ! ক্রমেই যেন বৃদ্ধি পাচ্চে ! এ আবার কি হ'ল ? অবস্থা পরিবর্ত্তনে ভাগ্যলক্ষ্মীর বিপর্য্যয়-ক্রমের এও একটা সূত্র ! বুঝি বা চক্ষুদুটী নষ্ট হয় ! নতুবা আমার দুরবস্থা কোন্ অলক্ষ্য পথ অনুসরণ ক'রে উপস্থিত হবে ! পদ্মনাভ ! আমার পরিণাম যে—অশেষ কষ্টময়, তা সেদিন রাজসভায় চঞ্চলার নিকট সে ভবিষ্যচিত্র উজ্জ্বলভাবে দর্শন ক'রেছি । এখন অতি সাবধান, আর চঞ্চলাকে আমার বিশ্বাস নাই । সে কুহকিনী স্বার্থ সাধন ক'রে নিজ মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছে ।

পদ্মনাভ । মহারাজ ! চঞ্চলার প্রতি আপনার স্থির বিশ্বাসে আঘাত ক'র্‌তে আমি এতদিন সাহসী হয়নি । আপনার কথা শুনে আজ আমি সাহস ক'র্‌ছি যে, আপনার এই চক্ষু-যন্ত্রণা

কোন প্রকার ব্যাধিজনিত ব'লে বোধ হয় না। মনে হয়, যেন এর মধ্যে ছলাময়ী চঞ্চলার কোনও কর্ম্মরহস্য নিহিত র'য়েছে।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। পদ্মনাভ! মনুষ্য-স্বভাবের দুর্ব্বলতা এই যে, কেউ সংসারে নিজ কৃতকর্ম্মের দোষভাগ স্বীকার ক'র্‌তে চায় না। আমিও সেই দুর্ব্বলতার অধীন হ'য়ে—কাল যে চঞ্চলাকে সরল প্রাণে বিশ্বাস ক'রে, মুক্তপ্রাণে বিশ্বাসিনী ব'লে প্রচার ক'রেছি, আজ তাকে কেমন ক'রে বিশ্বাসঘাতিনী ব'লে প্রকাশ করি? পদ্মনাভ! তোমার অনুমানই সত্য ব'লে বোধ হয়। গত রাত্রে নিদ্রার পূর্ব্বে আমার চক্ষু সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল, নিদ্রাঘোরে মনে হয়, কে যেন আমার চক্ষুতে একটী তরল পদার্থ নিক্ষেপ ক'র্‌লে! কিন্তু অন্যদিন অপেক্ষা গত রাত্রে নিদ্রার গাঢ়তা যেন অধিক ব'লে অনুভব ক'র্‌লাম! তখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হ'ল না। পরে প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণার অনুভব আরম্ভ হ'ল! দেখ' দেখি পদ্মনাভ! আমার চ'ক্ষে কোন তার চিহ্ন আছে কি না?

পদ্মনাভ। ( নিরীক্ষণপূর্ব্বক ) হাঁ মহারাজ, এ যে স্পষ্টই একটী কৃষ্ণাভ চিহ্ন আপনার উভয় চক্ষুতেই প্রতীয়মান হ'চ্চে।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। অ্যাঁ, তাই নাকি! (অঙ্গুলি দ্বারা চক্ষু মার্জ্জনা পূর্ব্বক জিহ্বায় স্পর্শ ) উঃ, এ যে অতি তীব্র স্বাদ! পদ্মনাভ, পদ্মনাভ, চুপ্, চুপ্, আর বাদানুবাদ তর্ক-বিতর্ক ক'রো না। যদি আমাকে বাঁচাতে চাও, যদি রাক্ষসীর কবল হ'তে আমাকে রক্ষা ক'র্‌তে চাও, তাহ'লে এ গুপ্ত রহস্য ব্যক্ত ক'রো না। যে

জীবনের আশা একদিন মাত্র ক'র্‌তাম, সে জীবন হয় ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থায়ী হবে না। উঃ, বড় যন্ত্রণা!

বিদ্যাধরের প্রবেশ।

বিদ্যাধর। কি যন্ত্রণা মহারাজ!

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। কে, কে তুমি? যন্ত্রণা? না, এমন কিছু যন্ত্রণা নয়, তবে অনিদ্রায় চক্ষে একটু যন্ত্রণা হ'য়েছে। কে তুমি—বিদ্যাধর নয়? না, আর চক্ষে কোন যন্ত্রণা নাই। তা, তুমি কেন এসেছ?

বিদ্যাধর। মহারাজকে দেখ্‌তে এসেছি, আপনি কেমন আছেন?

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। বেশ আছি! রাণী চঞ্চলা আমায় বেশ রেখেছেন। আমার সুখশান্তির সুব্যবস্থা বেশ ক'রেছেন! বিশেষতঃ তুমি যখন আমার পরমহিতৈষী বুদ্ধিমান্ পরামর্শদাতা আছ, তখন আর আমার অসুবিধার সম্ভব কি? এর অপেক্ষা আবার কি তুমি আমার নূতন সুখশান্তির ব্যবস্থা ক'র্‌তে পার? যথেষ্ট হ'য়েছে।

বিদ্যাধর। তা মহারাজ, আর একটী বিশেষ কথার জন্যই মহারাণী আমাকে আপনার নিকট পাঠালেন। যদি মহারাজের কোন অসুবিধা না হয়, তাহ'লে মহারাজের এই শয়ন-কক্ষটী দিন কয়েকের জন্য ত্যাগ ক'র্‌লেই ভাল হয়। কেন না মহারাণী মহাবীর বলাদিত্যের বিশ্রামের সময়ের জন্য এই কক্ষ নির্ব্বাচন ক'রেছেন।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। উত্তম, উত্তম, আমার কি, যে কোন একটা স্থান হ'লেই হল'। তোমাদের সুখ-শান্তি যাতে হয়, তাই কর। আমার কি? আমি আর ক'দ্দিন!

পদ্মনাভ। বিদ্যাধর! তুমি কি ব'লছ? মহারাজ প্রদ্যোতবর্দ্ধনের শয়ন-কক্ষে সেনাপতি-পুত্র বলাদিত্যের বিশ্রামস্থান? এ ইচ্ছা কার, স্বয়ং বলাদিত্যের না মহারাণীর?

বিদ্যাধর। মহারাণীর। কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠান।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। উত্তম অনুষ্ঠান, উত্তম অনুষ্ঠান! পদ্মনাভ! তুমি আবার কথা ক'চ্চ? আবার প্রতিবাদ ক'র্‌ছ? রাণীর আদেশ যে! আমি যে তাকে এই আদেশের শক্তি দান ক'রেছি। যাও, বিদ্যাধর, যাও, সম্মুখ হ'তে সত্বর প্রস্থান কর। পদ্মনাভ, ওঠ, চল, আমাদের স্থান আমরা নিজেই নির্ব্বাচন ক'রে নোব! বুঝ্‌তে পা'র্‌ছ না, বিলম্ব ক'র্‌ছ কেন? রাণীর আদেশ যে, কে আমি প্রদ্যোতবর্দ্ধন, কে তুমি পদ্মনাভ! রাণীর আদেশ!

বিদ্যাধর। মহারাজ, অসন্তুষ্ট হ'চ্ছেন কি?

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। কেন আমার অসন্তুষ্টির ভয় কর নাকি? এখনও এ কুসংস্কার আছে? যাও, তোমার রাণীকে গিয়ে ব'লগে যাও, হতভাগ্য অপরিণামদর্শী প্রদ্যোতবর্দ্ধন নিজ হস্তে যে অগ্নি প্রজ্বলিত ক'রেছে, যে অগ্নির উত্তাপে সেনাপতিকন্যা ভানুমতীর জন্য রাজসভা হ'তে নতমুখে পলায়ন ক'রেছে, যে অগ্নির উত্তাপে তার পরম রত্ন চক্ষুনিধি আজ হারাতে ব'সেছে, যে অগ্নির উত্তাপে

আজ সে তার শয়ন-কক্ষ হ'তে তাড়িত কুক্কুরের মত স্থানান্তরিত হ'চ্ছে, সেই অগ্নিতে বিদ্যাধর! তোমাদের কারো নিস্তার নাই। সে জ্বালায় সকলকেই জ্বলতে হবে! তার প্রদাহে সকলকেই দগ্ধ হ'তে হবে! রাজ্য, রাজসিংহাসন, রাজরাজেশ্বরী ব'লে তার নিকট ক্ষমা বা অব্যাহতির আশা ক'রোনা। চল পদ্মনাভ, আর না—

[ দ্রুত প্রস্থান।

পদ্মনাভ। বিদ্যাধর! আগুন আরও জ্বললো! মহারাজের তপ্ত নিশ্বাসে এ আগুন আরও জ্বললো! সপ্ত সমুদ্রের সমুদায় জল-সিঞ্চনেও এ আগুন আর নিভ্‌বে না!

[ প্রস্থান।

বিদ্যাধর। হাঃ হাঃ কি মজা! আজ আমি এ রাজ্যের রাজরাজেশ্বরীর প্রাণেশ্বর! হাঃ হাঃ কি মজা, কি মজা! কেও— প্রাণেশ্বরি! হৃদয়েশ্বরি! আজ আমরা নিষ্কণ্টক!

দ্রুতপদে চঞ্চলার প্রবেশ।

চঞ্চলা। মূর্খ, পশু বিদ্যাধর, সর্ব্বনাশ ক'রেছিস, আবার ব'লছিস আমরা নিষ্কণ্টক! নিষ্কণ্টক না শত কণ্টক রোপণ ক'র্‌লি! রাজা যে স্বচ্ছন্দে রাজপুরী হ'তে প্রস্থান ক'র্‌লে, তুই তো দাঁড়িয়ে দেখ্‌লি, বন্দী ক'র্‌তে পার্‌লি না? মূর্খ! এখন যে সেই কণ্টকে লক্ষ কণ্টক সৃষ্টি ক'র্‌বে।

বিদ্যাধর। আঁ্যা, আঁ্যা, তা'হলে কি আমি ভুল ক'রেছি!

প্রাণেশ্বরি, হৃদয়েশ্বরি, তাহ'লে কি হবে! আমাকে কি ক'র্‌তে হবে বল সুন্দরি!

চঞ্চলা। পার্‌বি, পার্‌বি? যদি পারিস্, তবে আমায় পাবি। নতুবা এই শেষ! যা, যা, এখুনি যা, অসাধ্য সাধন ক'রে আয়— যদি চঞ্চলার প্রণয়-প্রেম চাস্, তা'হলে এক হস্তে মহারাজের ছিন্নমুণ্ড আর এক হস্তে জয়লক্ষ্মীর ছিন্নমুণ্ড আমার পদে উপহার দে। পার্‌বি, পার্‌বি? পার্‌বি ত এখনি যা।

বিদ্যাধর। পার্‌বোনা, নিশ্চয় পার্‌ব। চঞ্চলার জন্য সব পার্‌ব। এই আমি যাত্রা ক'র্‌লাম!

[ প্রস্থান।

চঞ্চলা। বিশ্বাসঘাতক বিদ্যাধর! যতই আমার চিত্ত বিনোদনের চেষ্টা কর, কিন্তু তুমি চঞ্চলার হৃদয়ে আর আসন পাবে না। সে হৃদয়-উপবনে বলাদিত্য বসন্তরাজ বিরাজ ক'র্‌ছেন! শত প্রেমের কুসুম তার চারিদিকে প্রস্ফুটিত হ'য়েছে! বিলাসের মলয় হিল্লোল সেখানে নিত্য প্রবাহিত হ'চ্চে! আশার দিব্যাঙ্গনা অপ্সরারা তার চারিদিকে নৃত্য ক'র্‌ছে! তুই ভেক সেখানে স্থান পাবি কেন? ঐ যে আমার বসন্তরাজ সখী সুমুখীর সঙ্গে ধীরে ধীরে আস্‌ছেন! যেন প্রতিপদক্ষেপে সৌন্দর্য্যের পদ্ম ফুটে উঠ্‌ছে! এস, এস, বসন্তরাজ! আমি অপরাধিনী, আমার বক্ষে ব'সে আমার অপরাধের বিচার কর।

সুমুখীসহ বলাদিত্যের প্রবেশ।

বলাদিত্য। চঞ্চলা, আজ তিন দিবারাত্রি অবিচ্ছিন্ন মুহূর্ত্তে

অনিদ্রা-জাগরণে বহু চিন্তা ক'রেছি। কিছুতেই তোমার প্রস্তাবে স্বীকার ক'র্‌তে পারিনা। কেন আর আমায় লাঞ্ছনা দাও, ভামতীকে মুক্তিদান কর। আমি তোমার দয়া-বদান্য দ্বারে দ্বারে কীর্ত্তন ক'র্‌ব। রাজ্যের প্রকৃত বন্ধু হ'য়ে তোমার রাজ্য রক্ষা ক'রব। আত্মপ্রাণ দান ক'রে তোমার উপকার সাধন ক'র্‌ব।

চঞ্চলা। প্রেমের দেবতা! আমি কি রাজ্যভিখারিণী! তুমি কি এখনও বুঝ্‌তে পারনি, আমি রাজ-সিংহাসন লাভ ক'রেছি কার জন্য? তোমার জন্য। তুমি রাজসিংহাসনে উপবেশন কর, আমি বামে ব'সে দাসী হ'য়ে তোমার পদ সেবা ক'র্‌ব, আমার নারী-জীবন ধন্য হবে। আমি এর অধিক আর সুখ-সন্তোষ চাই না। আমি এই মুহূর্ত্তে ভামতীকে মুক্তিদান ক'র্‌ছি, কেবল তোমার মুখের একটী কথার বিনিময়ে। তুমি একবার সেই কথাটী বল যে, তুমি আমার।

বলাদিত্য। হাঁ ব'ল্‌ছি, একটীবার কেন, শতবার উচ্চকণ্ঠে ব'ল্‌ছি, আমি তোমার, তুমি আমার প্রীতি, শ্রদ্ধা, এমন কি ভামতীর মত ভগিনী-স্নেহ পাবে, এক ভিন্ন যা চাইবে, সব পাবে, পাবে না কেবল একটী বস্তু—আমার প্রেম!

চঞ্চলা। কেন সে অমূল্য রত্নে বঞ্চিত হব'! বল, বল, আমি কি দোষে—কোন্ অপরাধে তোমার প্রেমের অযোগ্য! সে দোষ—সে অপরাধ—আজি জীবনপণে দূর ক'র্‌ব।

বলাদিত্য। তুমি আত্মত্যাগ ক'রেছ সত্য, কিন্তু আমি যে আমার সংকীর্ণতাবশতঃ আত্মত্যাগ ক'র্‌তে পারি নাই।

চঞ্চলা। সংকীর্ণতা তোমার এলো কিসে? আজ আমি রাজ-রাজেশ্বরী রাণী, আমি স্বেচ্ছায় প্রেমের ডালি সাজিয়ে তোমায় উপহার দিচ্চি! তবু তোমার সংকীর্ণতা? কি বল তুমি? যাচিকা ব'লে এত অবজ্ঞা?

বলাদিত্য। আর আমি অবরুদ্ধ, আমার ভগিনী বন্দিনী, সুতরাং আমি বিপন্ন, তাই ব'লে কি তুমি আমাকে রাজরাজেশ্বরীর প্রেমের দুর্মূল্য প্রলোভনে প্রলুব্ধ ক'র্‌ছ? তুমি আমায় এত অপদার্থ আত্মসংযমহীন কাপুরুষ পশু ব'লে মনে কর? বিপদে পতিত হ'য়ে তোমার প্রেমে প্রেমিক হব'? প্রেম কি উৎকোচগ্রাহী? ছিঃ ছিঃ, চঞ্চলা, এ বিশ্বাস—এ ধারণা, কেবল তোমার ন্যায় রমণীতে সম্ভব।

চঞ্চলা। কি ব'ল্লে—কি ব'ল্লে বলাদিত্য! আমি বেশ্যা, বেশ্যা কি রমণী নয়? তার হৃদয়ে কি প্রেমের বন্যা বয় না? সে কি প্রেমের জন্য আত্মত্যাগিনী হ'তে পারে না? বল, আত্মত্যাগের কি দৃষ্টান্ত দেখ্‌তে চাও বল?

বলাদিত্য। তোমার সেই আত্মত্যাগেই ত একদিন তুমি কুলত্যাগিনী হ'য়েছ, আবার আমার জন্য কি আত্মত্যাগ ক'র্‌বে চঞ্চলা! আত্মত্যাগ কয়বার হয়? আত্মত্যাগের কি ইচ্ছামত ব্যবসায় চলে? ব্যবসায়িনী আত্মত্যাগিনি! এ আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত নগরের রাজপথে বিক্রয় করগে, অনেক ক্রেতা পাবে। এ দরিদ্র বন্দী ভগিনীহারা বলাদিত্য তার ক্রেতা নয়। তুমি এখন এক কথায় স্পষ্টভাষায় উত্তর দাও, ভামতীকে মুক্তি দান ক'র্‌বে কিনা?

চঞ্চলা। আমি বিনা বিনিময়ে তাকে মুক্তিদান ক'র্‌ব না। দাম্ভিক বলাদিত্য, এই আমার প্রতিজ্ঞা।

বলাদিত্য। তুমি শতবর্ষ ভামতীকে বন্দিনী ক'রে রাখ', শত ভামতীকে আমার সম্মুখে হত্যা কর, শত আকুল অশ্রুধারায় আমার পদ অভিষিক্ত কর, তথাপি আমার প্রেম এত অধোগামী নয় যে, একটা বেশ্যার শরণাপন্ন হবে! তুমি অত্যাচারে আমার প্রাণ নিতে পার, কিন্তু প্রেম নিতে পার না।

চঞ্চলা। আচ্ছা, তাই হবে। দাম্ভিক! এতদিন ভালবাসার ব্যবহার ভোগ ক'রেছ, ভেবেছ বন্দীর অবস্থা এই! কিন্তু তা নয়, এতদিন তুমি রাণী চঞ্চলার গৃহে বন্দী ছিলে না! প্রেমের স্থবর্ণ-পিঞ্জরে আশার শুক পক্ষীর মত বিলাস-বিনোদে তৃপ্তির আনন্দ উপভোগ ক'র্‌ছিলে! কিন্তু অহঙ্কারি! এখন বন্দীর অবস্থা দেখ্‌তে চাও কি?

বলাদিত্য। তুমিও দেখ্‌তে চাও কি? বীরপুরুষে তোমার বন্দিত্বের দুর্দশা—তোমার প্রেমকে কেমন হাস্‌তে হাস্‌তে উপেক্ষা ক'র্‌তে পারে? চাও ত, ভ্রম দূর কর।

চঞ্চলা। তবে তাই হোক, আজ হ'তে তুমি আমার আশার বিরোধী শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী! আর তোমার যুবতী ভগিনী ভামতীর সতীত্ব আমার দয়ার সূত্রে দোদুল্যমান! দেখি, দাম্ভিক—তোমার দম্ভ চূর্ণ ক'র্‌তে পারি কিনা? কে কোথায়! বলাদিত্যকে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর।

[ সুমুখী সহ প্রস্থান।

বলাদিত্য। দুশ্চারিণি বেশ্যা! বলাদিত্যের দর্পচূর্ণ করা তোমার সাধ্য নয়, আর সেই অসহায়া অবলার সতীত্ব নষ্ট করা তাও তোমার ক্ষমতার বহির্ভূত! মা ভবানী আছেন! মহাসতী স্নেহবতী জননী আমার—তিনিই তাঁর পুত্রকন্যাকে রক্ষা ক'র্‌বেন।

শৃঙ্খল হস্তে প্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ।

বলাদিত্য। এসেছ, শৃঙ্খলাবদ্ধ কর। আমি প্রস্তুত হ'য়েই আছি। কি ব'ল্‌ব ভামতী—স্নেহের ভগিনী আমার অজ্ঞাত স্থানে বন্দিনী, নৈলে দেখ্‌তাম, চঞ্চলার অত্যাচার-অস্ত্রাগারে কত দৃঢ় দুশ্ছেদ্য লৌহশৃঙ্খল আছে! আর তার আজ্ঞাকারী প্রহরীর সংখ্যা কত? (প্রহরীদ্বয় কর্ত্তৃক শৃঙ্খল হস্তে বন্ধন)।

চঞ্চলার দ্রুতপদে পুনঃ প্রবেশ।

চঞ্চলা। আরে মূর্খ প্রহরি, ক'র্‌ছিস্ কি! সত্যই কি বন্ধন ক'র্‌ছিস্! যা, যা, দূরে যা।

[ প্রহরীদ্বয়ের প্রস্থান।

চঞ্চলা। (শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া) ক্ষমা কর, প্রাণের দেবতা আমার, আমি উন্মাদিনী, আমি আত্মহারা, আমার হৃদয়ের অবস্থা বোঝ, পরে আমায় দোষভাগিনী কর। চল, চল, বিশ্রাম ক'র্‌বে চল।

বলাদিত্য। চল, চল, আবার কি নব কৌশলের সৃষ্টি ক'রেছ, দেখিগে চল।

[ উভয়ের প্রস্থান।

## জল-বিছুটির প্রবেশ।

জল। ওরে বিছুটী কুট্‌কুটেওয়ালি! দেখ্‌লি, দেখ্‌লি, পীরিত দেখ্‌লি? কিছু বুঝ্‌লি এই পীরিতির আবহাল!

### গীত।

বিছুটী। ও গো এ পীরিত ত নূতন নয়, এমন অনেক জায়গায় ঘটে!
জল। বটে বটে বটে, কারো বা রয় লুকান কারো বয়াতে রটে।
বিছুটী। মিন্‌সে বলে চাইনা আমি, মাগীটা কি হেংলা,
জল। দুষিস্‌ কেন পরকে তুইলো, সবাই এম্‌নি ক্যাংলা,
বিছুটী। ঠিক ব'লেছ ভিত্‌রে ভিত্‌রে, অনেক দেখি ঘরে গুম্‌রে,
জল। দাঁতের হাসি হাসে বাইরে, মনে মনে চটে।
বিছুটী। যার যাতে মজে মন, নাইকো বিচার হাড়ি ডোম,
জল। সুবাদে কি বাদে তখন, বগল বাজায় ব'লে ব্যোম,
বিছুটী। ভদ্দর বেশে থাকে ঢেকে, শেষে চুণ আর কালী মাখে,
জল। কাকে রেখে ব'লব কাকে, ( এমন ) নরককুণ্ড অনেক ঘটে!
উভয়। সাধু সাবধান হও, সাম্‌লে যাও, নয় পড়্‌তে হবে সঙ্কটে।

[ উভয়ের প্রস্থান।

---

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

### রঙ্কিনীদেবী-মন্দির।

দ্রুতপদে মন্দিররক্ষক, সিদ্ধিনাথের অনুচরগণ ও সিদ্ধিনাথের প্রবেশ।

সিদ্ধিনাথ। কে গেল, কে গেল, উর্দ্ধশ্বাসে কে ঐ বৃদ্ধা রমণী এ মন্দির-চত্বর ত্যাগ ক'রে বনপ্রদেশে প্রবেশ ক'র্‌লে! অসতর্ক অমনোযোগী কর্ত্তব্যভ্রষ্ট তোমরা, তাই আজ তোমরা থাক্‌তে তোমাদের চক্ষে ধূলি দিয়ে একটা অপরিচিতা স্ত্রীলোক এই মন্দিরে উপস্থিত হ'য়েছিল। তোমরা কি জাননা যে, এখানে মনুষ্যের গতিবিধি না হ'তে পারে, সেইজন্য আমি কত কৌশলে কত ভয়ঙ্কর ভৌতিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ক'রে এই দেবীমন্দিরকে একটা মহাভীতির স্থান ব'লে লোকচিহ্নিত ক'রেছিলাম। আজ সব পণ্ড ক'র্‌লে, সব ব্যর্থ ক'র্‌লে! এই কি কৃত উপকারের কর্ত্তব্য-ঋণ পরিশোধ! তোমরা নরহন্তা মহাপাপী দুর্দ্দান্ত দস্যু ছিলে—যখন তোমরা বন্দী হ'য়ে রাজদ্বারে উপস্থিত, তখন আমারই চেষ্টায়—আমারই যত্নে তোমারা মুক্তিলাভ ক'রে কি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হ'য়েছিলে! এখন পূর্ব্ব পাপ হ'তে মুক্ত হ'য়ে মনুষ্যত্ব লাভ ক'রেছ, এই কি মনুষ্যত্বের পরিচয়! এখনও দস্যু-স্বভাব ত্যাগ ক'র্‌তে পারনি?

## যোগিনীবেশে সম্ভূতির প্রবেশ।

সম্ভূতি। আমিই অপরাধিনী পিতা, ওদের কোন দোষ নাই, ওদের ক্ষমা করুন। আমিই বিপন্না তৃষ্ণাতুরা স্ত্রীলোক-টীকে আহ্বান ক'রেছিলাম। আপনার ভক্তেরা আমাকে তখন অনেক নিবারণ ক'রেছিল। আমি করুণার্দ্র হ'য়ে স্থির থাক্‌তে না পেরে ওদের সে নিবারণ শুনিনি, তৃষ্ণায় জল দান ক'রেছি। অপরাধ হ'য়ে থাকে, আমার দণ্ড বিধান ক'রুন।

সিদ্ধিনাথ। তোমার অপরাধ কি স্নেহময়ি, তুমি নারী-প্রকৃতির নির্দ্দেশ পালন ক'রেছ। কিন্তু মা, তাতে আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'য়েছে। তোমাকে গোপনে রাখাই আমার উদ্দেশ্য, কিন্তু এই স্ত্রীলোকটীর আগমনে তোমার অবস্থিতি লোকালয়ে এবার প্রচার হওয়া বিশেষ সম্ভাবনা।

সম্ভূতি। না পিতা, সে আশঙ্কা ক'র্‌বেন না। এ ক্ষেত্রে তা হবেনা। আগন্তুকা স্ত্রীলোক, আমাদের বিশেষ পরিচিত।

সিদ্ধিনাথ। আমাদের পরিচিত! তাহ'লে ত মা, আরও আশঙ্কার কারণ। তোমাকে ত সে চিন্‌তে পেরেছে?

সম্ভূতি। না পিতা, আমি তাকে চিনেছি, সে আমায় চিন্‌তে পারে নাই। উপস্থিত সময়ে আমাকে গোপন রাখা যেমন আবশ্যক, সেইরূপ তাদেরও আত্মগোপনের অধিকতর আবশ্যক।

সিদ্ধিনাথ। তাদেরও আত্মগোপনের আবশ্যক! তবে কি একটী স্ত্রীলোক নয়? কয়টী স্ত্রীলোক এসেছিল? কে তারা?

সম্ভূতি। পিতা—আপনারও স্নেহের পাত্রী জয়লক্ষ্মীর দুরবস্থার কথা আপনি কি অজ্ঞাত আছেন?

সিদ্ধিনাথ। না মা, অজ্ঞাত থাকৃব কেন! সে হতভাগিনী গত কল্য হ'তে রাক্ষসী চঞ্চলার অত্যাচারে স্বগৃহহারা হ'য়েছে। তবে কি ঐ বৃদ্ধা জয়লক্ষ্মীর ধাত্রী-জননী নীরুজা নাকি? তবে আমার স্নেহের জয়লক্ষ্মী কোথায়?

সম্ভূতি। নীরুজার মুখেই শুন্‌লাম, সেই পলায়িতা জয়লক্ষ্মী এই অদূর বনান্তে ক্ষুৎপিপাসায় মূর্চ্ছিতা হ'য়ে ভূপতিতা আছে। তাই স্নেহশীলা নীরুজা তারই প্রাণরক্ষার জন্য জল অন্বেষণে এসেছিল।

সিদ্ধিনাথ। হায়—হায়—অসূর্য্যম্পশ্যা সুকোমলা প্রাণাধিকা জয়লক্ষ্মীর আজ এই দুর্দ্দশা! মা ভবানি গো—কি জানি মা, তোর কি ইচ্ছা! তাইত—সন্ধ্যা হ'য়ে এল! দুইটী বিপন্না অবলা এই ভীষণ অরণ্যে কোথায় কার আশ্রয় পাবে? কে তাদিগে আশ্রয় দিবে? যাও—যাও—প্রাণাধিকগণ, যাও, যাও, তন্ন তন্ন ক'রে বন অনুসন্ধান করগে! দুইটী অসহায়া অবলাকে যে কোন উপায়ে আনয়ন কর। তাদের প্রাণ রক্ষা কর।

[ মন্দিররক্ষকগণের প্রস্থান।

**নেপথ্যে—নীরুজা। কে কোথায় আছ, আমি পথভ্রান্তা বিপন্না শোকাকুলা নারী, আমায় রক্ষা কর।**

সিদ্ধিনাথ। ভয় নাই, ভয় নাই, এ দিকে এস, এ দিকে এস। নীরুজা, নীরুজা, এ দিকে এস। ( দীপ প্রজ্জ্বলিত করণ )

নীরুজার প্রবেশ।

নীরুজা। কে আমায় ডাক্‌লে, এ যে পরিচিত স্নেহের কণ্ঠস্বর! কে আপনি? আপনি অন্তর্য্যামী, বলুন, আপনি আমাদের দুর্দ্দশা দেখে আগেই এসেছেন! বলুন দেব, আমার জয়লক্ষ্মী কোথায়? আমি ত জল নিয়ে ফিরে এলাম, প্রাণাধিকাকে ত পূর্ব্বস্থানে দেখ্‌তে পেলাম না। কি হ'লো, সে কোথায় গেল! সে ক্ষুধা-পিপাসায় বড় দুর্ব্বল হ'য়ে মূর্চ্ছা গেছ্‌ল'! মূর্চ্ছিতা জয়লক্ষ্মী মা আমার কোথায় গেল! নিশ্চয়ই তাকে হিংস্র জন্তুতে গ্রাস ক'রেছে। বনের অন্ধকারে কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না। রাক্ষসী আমি—তার পিপাসার জলটুকু পর্য্যন্ত দিতে পার্‌লাম না!

সিদ্ধিনাথ। নীরুজা, আমি ব'ল্‌ছি—ভয় নাই, আমার কথা বিশ্বাস কর। জয়লক্ষ্মী নিশ্চয় কোন মানুষের আশ্রয় পেয়েছে। চিন্তা কি? শিষ্যগণ! যাও, যাও, সন্ধান করগে। একটী ত্রয়োদশবর্ষীয়া রূপ-বিভাবতী বালিকার উদ্ধার সাধন করগে।

[ অনুচরগণের প্রস্থান।

এস মা, আমরা মন্দিরমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করি। এখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, এ স্থান হিংস্রজন্তুসঙ্কুল! নীরুজা, কিছু ভয় নাই। এ সব মা ভবানীর লীলা।

[ সকলের প্রস্থান।

শক্তিপ্রসাদের প্রবেশ।

শক্তিপ্রসাদ। গীত।

যদি হবি মার বেটা বেটী, তবে খুব হবি শক্ত।
শক্ত নৈলে মুক্তকেশী হ'ন্‌না ভক্তে অনুরক্ত।
শক্তিময়ী মা যে আমার শক্তিতে তাঁর রঙ্গ,
তাই ভক্তে দিতে ভালবাসেন বিপদ-তরঙ্গ,
যে ভক্ত শক্তিবলে, সহাস্যে বিপদে দলে,
তারেই মা ভক্ত ব'লে, করেন জয়যুক্ত,
তাই বলিরে মাতৃভক্ত কবে কোথা অনুতপ্ত।

[ প্রস্থান।

---

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কুটীর-সম্মুখ।

কৃষকগণ ও কৃষক-রমণীগণের প্রবেশ।

গীত।

পুরুষ। আমাদের সোণার মাটি।
স্ত্রী। সবুজ পাতার ছাওনি ঘেরা দূর্ব্বোয় ঢাকা মাটি।
পুরুষ। পুকুর ধারে হিংচে কল্‌মী, বেড়ার ধারে ঝুম্‌কো ফুল,

স্ত্রী। ফসলভরা ক্ষেতখানি গো—যার শোভার নাইক তুল,
পুরুষ। নাহিক হাটের হল্‌হলানি, নাহিক লোকের কল্‌কলানি,
স্ত্রী। নাহিক পথে ইট পাট্‌কেল দেখ্‌তে পরিপাটী।
হাস্‌ছে যেন দুধপাসরা ছেলে কোলে মাটী।
পুরুষ। ভোরের বেলা দয়েল করেন ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়,
স্ত্রী। স্নেহের দুলাল গাভী গোপাল মাঠের পানে নেয়,
পুরুষ। আমরা চলি ক্ষেতের মাঝে,
স্ত্রী। আমরা চলি ঘরের কাজে,
পুরুষ। ক্ষেতে গিয়ে সবাই মিলে বাঁধি ধানের আঁটী।
সোণার গাঁ যে স্বর্গভূমি, সেথা নাই কান্নাহাটী॥

[ প্রস্থান।

কৃষক ও জয়লক্ষ্মীর প্রবেশ।

কৃষক। মা গুঞ্জরি! তুই মনে কিছু ক'রিস্‌নি মা! তুই আমাকে মাপ কর্‌। আমি সে কুলাঙ্গার ভাইপোকে আজই খুন ক'র্‌তুম্‌। এত বড় আস্পর্দ্ধা তার—সে তোমাকে বেইজ্জতি কথা বলে! বেটা ছাগল, তুই আমার মেয়ে, তার ভাই হোস, তো বেটার কিছু আক্কেল নেই! আমি তাকে বাড়ী থেকে একেবারে তাড়িয়েছি, ফের যদি আসে, তাহ'লে আমি তার রক্ত দেখে ছাড়্‌ব। তবে তুই মা লক্ষ্মী, যেদিন তোকে আমি বনে কুড়িয়ে পেলুম, আহা হা আমাকে ছেড়ে যাস্‌নি! ওমা গুঞ্জরি, আমার গুঞ্জরী মা তোরই মত ছিল, আহা হা আমি রাক্ষস—আমি তাকে খেয়েছি।

জয়লক্ষ্মী। না বাবা, তুমি দুঃখ ক'রো না। আমি তোমার সেই গুঞ্জরী। কিন্তু বাবা, আমার অদৃষ্ট অতি মন্দ। আমি যার কাছে যাই, আমার দুরদৃষ্ট তাকে গিয়েই বিপন্ন ক'রে তুলে। না বাবা, তুমি গজাঙ্কুর উপর রাগ ক'রো না। সে তোমার জল-পিণ্ডের স্থল - শেষের ভরসা। হাজার হোক্ ভাইপো। তুমি তাকে ডেকে আন, আমি আপনি সাবধান হ'য়ে চ'ল্‌বো।

কৃষক। মা, তুই কি মানুষ? এত দয়া তোর! পরম শত্রুকেও ভালবাসিস্! তা তুই ভাবিস্ না, সে কোথাও যাবে না, সে আপনি আস্‌বে।

জয়লক্ষ্মী। বাবা, তুমি স্নান কর, অনেক বেলা হ'য়েছে, আমার রান্নাও হ'য়ে গেছে।

কৃষক। না মা, গোরুগুলোকে ঘাস দেওয়া হয়নি। আগে তাদের খেতে দি, তার পর এসে নাইবো। আহা মা আমার যেন আবার ফিরে এসেছে! সে মা আমাকে এমনি যত্ন ক'র্‌ত! সেও যেমন আমার মুখ দেখে ক্ষুধা তৃষ্ণা বুঝ্‌তে পার্‌ত, তুমিও মা যেন তার চেয়েও বেশী। আয় মা, আমার কাছে আয়। ( জয়লক্ষ্মীর হস্ত লইয়া নিজ মস্তকে প্রদানপূর্ব্বক ) বল্ মা, মনে দুঃখ কর্‌বি না? আমার মুখ দেখে বল্, সে হতভাগার অপরাধ ভুলে যাবি?

জয়লক্ষ্মী। হাঁ বাবা, আমি তাকে সরল মনে ক্ষমা ক'র্‌লুম। আমি জন্মে পিতার মুখ দেখিনি, তোমায় পেয়ে আমার সে ক্ষোভ দূর হ'য়েছে। এস বাবা, আর দেরী ক'রো না।

কৃষক। আসি মা, আমিও আশীর্ব্বাদ করি—তোমার যা হারিয়েছে, তুমি সব ফিরে পাবে।

[ প্রস্থান।

জয়লক্ষ্মী। কি অকৃত্রিম স্নেহ! কি সরল বাৎসল্য! আমি যেন কৃষকের সত্যই সেই মৃতা কন্যা গুঞ্জরী! এ সরলতা, এ অকৃত্রিম স্নেহ-মমতা কোন্ অজ্ঞাত রাজ্যের মহার্ঘ্য রত্ন! পৃথিবীর কোন রাজ-ভাণ্ডারে কি এ অমূল্য দুর্লভনিধি আছে? সত্যই কৃষক আমার শত বিচ্ছেদ-দুঃখ ভুলিয়েছে। এ স্নেহের বন্ধন সহজে ছিন্ন ক'র্‌তে পারে, এমন সাধ্য কার? না জানি মা ভবানী, আমার পরিণাম কি স্থির ক'রেছেন। এখন ত আমি আর রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ধনৈশ্বর্য্যবতী জয়লক্ষ্মী নই, কৃষক যে আমায় ভালবেসে কৃষক-কন্যা ক'রেছে!

গজারুর প্রবেশ।

গজারু।　　গীত। ( বেসুরো )

পিরিতের সেঁকুল কাঁটা, আমায় আঁকে পাঁকে জড়িয়েছে।
মনে করি দূরে ফিরি, মরি মরি তবু টান মেরে কে ফেল্‌ছেছে।
সুন্দরী তোর নয়ান দুটী, পাখী-ধরা আঁটাকাটি,
কেন ক'রিস্ ছাঁটা ছাঁটী, ঐ শোন্ মদন রাজা কি ব'ল্‌ছেছে—
আমরা দুটী সমান জুটী, বিধি তাইত এনে জুটিয়েছে।

এখন আর ছাড়াছাড়ি নয় মণি! জেঠামশায় ত এখানে এখন নাই। আর থাক্‌লেই বা কি হবেক! সে তোমায় কতক্ষণ আগুলে থাক্‌বেক! এইবার এস ত ধন!

জয়লক্ষ্মী। গজারু, গজারু, আমি তোমার ছোট বোন্, তুমি আমার দাদা। দাদা, দাদা, তোমায় কি এমন কথা ব'ল্‌তে আছে! তাতে যে তোমার অকল্যাণ হবে।

গজারু। তা হোক্—আমি কিন্তু এখন কিছুতেই ছাড়্‌ব'ক না। তাতে পাপ ত—তা সে গোবর খেলেই প্রাচিত্তি হবেক। ( আক্রমণ )

জয়লক্ষ্মী। বাবা, বাবা, রক্ষা কর, রক্ষা কর।

দ্রুতপদে কৃষকের প্রবেশ।

কৃষক। কি হ'য়েছে মা! কি গজারু! এত বড় আস্পর্দ্ধা তোর, আজ তোর রক্ত দেখে ছাড়্‌বো।

গজারু। কি—আমার রক্ত দেখ্‌বেক? জেঠা ব'লে প্রথমবার রেহাই দিছ্‌লুম্, এবার কিন্তু ছাড়্‌ছি না। পথের কাঁটা তুলে ফেল্‌বো, একটা পেরলয় ক'রে ছাড়্‌বো!

কৃষক। কি পেরলয় ক'র্‌বিক্, এত বড় বুকের পাটা তোর হ'য়েছেক্! আজ তোর গর্দ্দান লুব'ক! বংশের ছাগল বাচ্চা, আয়—এই হেতেরে তোর গর্দ্দান লুব'ক! ( কাটারি লইয়া আক্রমণ )

গজারু। ওগো খুন ক'র্‌লেক গো—খুন ক'র্‌লেক— ( আত্মরক্ষার চেষ্টা ও কৃষককে ধাক্কা দেওন, কৃষকের পতন ও কাটারিতে বক্ষস্থল ভেদ হওন )

কৃষক। ওরে বাপ্ রে—ম'লাম রে—ম'লাম! মা গুঞ্জরি, ছাগলটাকে মারতে নিজে ম'লাম—যাই মা—( পতন )

জয়লক্ষ্মী। ওগো খুন হ'ল! বাবা খুন হ'ল! কে কোথায় আছ, শীঘ্র এস।

গজারু। ও বাবা, এ আবার কি হ'লক গো! জেঠামশায়ের হেতের জেঠামশায়ের বুকে বিঁধে গেছেক! ও বাবা! কত রক্ত গো! হে ধর্ম্ম! আমি এর কিছুই জানিক নেই বাবা! জেঠামশায় নিজের নিয়তিতে ম'রছেক। না—না—পালাই, তা না হ'লে—সকলে এসে আমাকে মারবেক। হায় হায় হ'লক কি, হায় হায় কেনে আমি জেঠামশায়কে রাগালুম্!

[ বেগে প্রস্থান।

কৃষক। মা গুঞ্জরি! আর তোকে রক্ষা ক'রতে পারলুম্ নি! যাই মা, আমার শেষ হ'য়ে এসেছে। তুই তোর আপন পথ দেখ্। এখনই এ কুঁড়ে হ'তে পালা। একটু মুখে জল দিয়ে যা মা! তুই স্বয়ং লক্ষ্মী, তোর হাতে জল খেয়ে আমি স্বর্গে চ'লে যাই।

জয়লক্ষ্মী। ( জল দানপূর্ব্বক ) বাবা, কি হতভাগিনী আমি, কেন বাবা, এ কালনাগিনীকে আশ্রয় দিয়েছিলে, তা না হ'লে ত আজ তোমার এমন অপঘাত মৃত্যু হ'তো না! বাবা, জল খাও, গুঞ্জরী ব'লে আর একবার ডাক।

কৃষক। গুঞ্জরি, মা যাই, গুঞ্জরি—গুঞ্জরি—( মৃত্যু )

জয়লক্ষ্মী। সব ফুরিয়ে গেল! নিমিষে আমার আশা-ভরসা-আশ্রয় সব ফুরিয়ে গেল! আমার আশা-আলেয়ার একটী ক্ষীণ আলো—তাও নিভে গেল! এখন বৃদ্ধের কিরূপে সৎকার করি! বাবা, বাবা,—

প্রতিবেশীগণের প্রবেশ।

প্রতিবেশীগণ। একি, একি, এ সর্ব্বনাশ কে ক'র্‌লেক্!

জয়লক্ষ্মী। ওগো বাবার নিয়তি গো, বাবার নিয়তি! আপনারাই এখন আমার মা বাপ, আমি বালিকা, আমাকে আমার বৃদ্ধ পিতার সৎকারের সাহায্য ক'রুন।

১ম প্রতিবেশী। তা ক'র্‌বক বৈকি মা, বৃদ্ধের সৎকার ক'র্‌বক। আমরা সব শুনেছি, তোমাকেও রক্ষা ক'র্‌বক, আর সে চণ্ডালেরও শাস্তি দোবক। এখন ধর ভাই! চল মা, বল হরিবোল।

[ কৃষককে লইয়া সকলের প্রস্থান

---

## ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

ভবানী-মন্দির।

**সিদ্ধিনাথ, শক্তিপ্রসাদ, দয়াল, বীরবিনোদ, শ্রীহর্ষ, চম্পাবতী ও ভবানীর প্রবেশ।**

গীত।

শক্তিপ্রসাদ। জগদম্বিকে—

দয়াল। [illegible] বিপদাব্ধিতারিণী।

শক্তিপ্রসাদ। জ্যোতির্ম্ময়ী শিবরাণী—

দয়াস। শিবে অজ্ঞানান্ধকারনাশিনী॥

শক্তিপ্রসাদ। যবে ধরণী দৈত্যপদভারে হ'ল মা পরিমথিতা,

দয়াস। সিংহপৃষ্ঠে দেবী হ'য়ে অধিরূঢ়া এলে মা হরদয়িতা,

শক্তিপ্রসাদ। চকিতে করিলে মেদিনী স্তম্ভিতা,

দয়াস। হ'য়ে পাপিনী হ'লে সংহারিণী।

উভয়ে। জয় দে জয় দে জয়জয়ন্তি জীবযন্ত্রণাহারিণী॥

বীরবিনোদ। আমি প্রতি প্রজার দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ ক'রে সকল প্রজার অভিপ্রায় জেনে এলাম, সকলেই রাণী চঞ্চলার পক্ষপাতী। যাদুকরী যেন তাদের সকলকেই মন্ত্রে মুগ্ধ ক'রেছে! পূর্ব্বাপর কোন অত্যাচারের স্মৃতি আর তাদের প্রাণে বিন্দুমাত্র নাই। তারা সকলেই চঞ্চলার শাসনে সুখী—শান্ত—সন্তুষ্ট! এ অবস্থায় প্রজাদের সাহায্যে রাক্ষসী চঞ্চলার কবল হ'তে রাজ্য মুক্ত করা আমাদের দুরাশা মাত্র।

সিদ্ধিনাথ। সাম্য-বৈষম্য সৃষ্টির আদি রচনা। বৈষম্য না হ'লে সাম্যের গৌরব কোথায়? সাম্য—ঘাত, বৈষম্য—প্রতিঘাত, সাম্য—ক্রিয়া, বৈষম্য—প্রতিক্রিয়া। এই ঘাত-প্রতিঘাত, ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াই সৃষ্টির ক্রমোন্নতি। যাক্, ভাব মা, মায়ের মূর্ত্তি!

চম্পাবতী। বাবা, আমি সেই ইচ্ছাময়ী মূর্ত্তিরই আশাপথ চেয়ে ব'সে আছি। আমার চক্ষের দুইটী গভীর ক্ষতস্থানে সেই আশার প্রলেপ দিয়ে সকল যন্ত্রণা ভুলেছি। বাবা, সব

জানি, সকলকেই জানি। যে দিন মহারাজ প্রদ্যোতবর্দ্ধন চঞ্চলার কুমন্ত্রণায় কুমারী হরণ অত্যাচারের শেলাঘাতে রাজ্যের প্রত্যেক প্রজার হৃদয় ক্ষত ক'রেছিল, সেদিন তারা সকলেই অসংখ্য চক্ষে সমবেদনায় পরস্পর সকলেরই ক্ষত দর্শন ক'রেছিল। সহানুভূতির কণ্ঠস্বর মিলিয়ে সমস্বরে আকুল অশ্রুধারায় ভেসে কেঁদেছিল! কিন্তু এখন ত মায়াবিনী চঞ্চলার মায়ার প্রলেপে তাদের সে ক্ষতজ্বালা নিবারণ হ'য়েছে। তাদের প্রত্যেকের কুমারীকে মুক্তিদান ক'রেছে, আর ত কারও কোন ক্ষত নাই, তখন তারা অন্যের ক্ষতজ্বালায় বেদনা পাবে কেন! সে যে তারা ভুলে গেছে। বাবা, স্বার্থের এমনি মহিমা!

বীরবিনোদ। তাইত তোকে কতবার ব'লেছি মা, চল্—এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাই।

চম্পাবতী। বাবা বীরবিনোদ! যেতে ব'ল্‌ছিস বাবা, কিন্তু কাকে নিয়ে যাবো! দেহ যে আমার স্বামীরূপী হৃদয়শূন্য, পুত্ররূপী জীবনশূন্য, কন্যারূপিণী শক্তিশূন্য! তবে বাবা, এই জড় দেহ নিয়ে কেমন ক'রে যাবো? আর গেলেই ত সর্ব্বস্ব হারিয়ে যেতে হয় বাপ্! শ্বশুরকুলের কুলগৌরব, স্বামীর বিক্রম-গৌরব, পুত্রের বীরত্ব-গৌরব, কন্যার সতীত্ব-গৌরব, আমার নিজের পিতৃকুলেরও গৌরব—সর্ব্ব গৌরব যে আজ হারিয়ে যেতে হয় বাবা! আমি দগ্ধশাখাপল্লব তরুকাণ্ডের মত এই রাজধানীর এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে এই রাজ্যের অবস্থা-পরিণতির শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'র্‌ব। হয় বলাদিত্য ভামতী আমার পূর্ব্ব গৌরবে

মণ্ডিত হ'য়ে আমার বক্ষে আস্‌বে, নয় তাদের মৃতদেহ-কঙ্কাল বক্ষে নিয়ে শ্মশানবাসিনী হব'!

শ্রীহর্ষ। মা বীরাঙ্গনা, তোমায় প্রণাম! তুমি সব পার্‌বে! তোমার মত নারী-দেবী যে রাজ্যে এখনও বিরাজিতা, সে রাজ্য শ্মশান কেন হবে মা! যে রাজ্যে মহাশক্তির অংশরূপিণী মহাদেবী তুমি এখনও প্রতিষ্ঠিতা, সে রাজ্য ত কৈলাসধাম মা! তুমি যে জেগেছ। জাগ্রতা দেবী, এখনি তোমার শক্তিপ্রভায় তিমিরাচ্ছন্না অবন্তিকা মুহূর্ত্তে আলোকময়ী হ'বে! জ্যোতির্ম্ময়ি, তোমার দিব্য জ্যোতিতে দশ দিঙ্মণ্ডল বিভাসিত হবে! পাপাসুর সে আলোক সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বে কেন, দূরে পলায়ন ক'র্‌বে।

নাগরিকগণের প্রবেশ।

১ম নাগরিক। প্রভু, কি জন্য আমাদের আহ্বান ক'রেছেন?

সিদ্ধিনাথ। একটী শেষ প্রশ্নের উত্তর শুন্‌বার জন্য। প্রশ্নটী এই—মেঘাচ্ছন্না অমাবস্যার চঞ্চলা বিদ্যুৎজ্যোতি কি শান্তিদায়িনী?

১ম নাগরিক। প্রভু, বুঝি রাণী চঞ্চলার কথাই ব'ল্‌ছেন?

বীরবিনোদ। না মহাশয়! মা ভবানী পূজায় ক'টি বলিদান হ'বে, তারি কথা প্রভু একটু সংস্কৃত ভাষায় বিদ্রূপ ছলে ব্যক্ত ক'র্‌ছেন! বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না?

২য় নাগরিক। মহাশয়! আপনার কথাগুলি অতি তীব্র!

বীরবিনোদ। উপস্থিত বটে! প্রভু, রুষ্ট হবেন না। একটু ব’ল্‌তে দিন, বলি মহাশয়! রোগ যে এখন চাপা র’য়েছে! তেত কি আর ভাল লাগে! পিত্তিতে পলতা বড় মিষ্ট! কিন্তু এখন ত আর আপনাদের পিত্ত নাই! আর পলতার মধুরত্ব ত ভাল লাগ্‌বে না। যখন ঘর থেকে আপনাদের কুলকুমারী কন্যাদিগে টেনে নিয়ে গে’ছল, তখন এ হতভাগ্যের কথা বড় মিষ্ট লেগেছিল! কেঁদে একটা প্রতিজ্ঞা দড়িতে সকলকে বেঁধেছিলেন। এখন সব ভুলে যাচ্চেন?

চম্পাবতী। ভুল্‌বেন না কেন? এখন ত ওঁদের কারও বলাদিত্যের মত পুত্র, ভামতীর মত অভাগিনী কন্যা কারাগারে বন্দী নাই! জয়লক্ষ্মীর মত কারো কুলকন্যা সর্ব্বস্বত্যাগিনী হ’য়ে গৃহতাড়িতা হয় নাই! তবে কেন ওঁরা ভুল্‌বেন না?

শ্রীহর্ষ। মা, কেন অনুতপ্ত হ’চ্ছেন! ও সকল ত ব্যক্তিগত সামান্য কথা। ওঁরা রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সামান্য প্রতিবেশীর সামান্য গৃহ-বেদনার কথা ভুল্‌তে পারেন। কিন্তু ওঁরাত রাজ্যের রাজধানীবাসী উচ্চ শ্রেণীর প্রজা, সুতরাং রাজার সহিত ওঁদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ! তাই আমি জিজ্ঞাসা করি, ওঁরা বলুন দেখি, বলুন দেখি মহাশয়! এই অবন্তিকা-রাজ্যে মহারাজ প্রদ্যোতবর্দ্ধন নামে যে একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তিনি এখন কোথায়? মহারাজের শ্রীহর্ষ নামে যে একটী পুত্র ছিল, আপনাদের সেই রাজ-পুত্র এখন কোথায়? আর সেই রাজপুত্র-বধূর কি কারণে কিরূপে মৃত্যু হ’য়েছিল, বল্‌তে পারেন কি?

১ম নাগরিক। কেন ব'ল্‌তে পার্‌বনা মহাশয়! মহারাজ প্রদ্যোতবর্দ্ধন নিজ কর্ম্মদোষে ভবিষ্যৎ না ভেবে চঞ্চলাকে রাজ্য-দান ক'রে নিজে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ ক'রেছেন, রাজপুত্র নিজপত্নীর চরিত্রে সন্দেহবশতঃ রাজপুত্র-বধূকে হত্যা ক'রে নিজে গৃহত্যাগী হ'য়েছেন।

শ্রীহর্ষ। উত্তম, এ সকল ঘটনা সত্য ব'লেই আপনাদের ধারণা?

১ম নাগরিক। ধারণা ব'ল্‌ছেন কি মহাশয়! সত্যই বিশ্বাস। মহারাজের খুল্লতাত বিদ্যাধর মহাশয় স্বয়ং এই কথা ব'লেছেন।

শ্রীহর্ষ। সুতরাং তাহাই সত্য, কেমন? তাহ'লে বর্ত্তমান মহারাণী চঞ্চলার পরিচয়ও জানেন? আচ্ছা বলুন দেখি, চঞ্চলা কে?

১ম নাগরিক। কেন তিনি ত মহারাজের পরিণীতা রাজ-পত্নী। চীনরাজ্যের বৌদ্ধ-রাজকুমারী।

বীরবিনোদ। বেশ, বেশ, চীন-রাজ্য কোন্ মুলুক, তা জান? সেটা সব চিন কি অচিন, তা জান? আর আপনি-গজান' সে চীনে খুড়ো বিদ্যাধরকেও তাহ'লে চিনেছ? তারও পরিচয় পেয়েছ?

১ম নাগরিক। দেখ বীরবিনোদ! তুমি এমনিভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ক'রে অপমানিত ক'র্‌বার জন্যই কি আমাদিগে আহ্বান ক'রেছ! এই কি ভদ্রতা! তোমরা কি মনে কর, আমরা তোমাদের উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে পারিনি! তা মনে ভেবো না! হোক্

সে চঞ্চলা বেশ্যা, তবু সে আমাদের এখন রাণী! সুতরাং তার বিরুদ্ধে যাওয়াই রাজদ্রোহিতা! এই রাজদ্রোহিতার পরিণাম ত একটা যুদ্ধ বিগ্রহের-অশান্তি সৃষ্টি, আমরা সে মতের পক্ষপাতী নই। বহু কষ্টে মা ভবানীর কৃপায় একটুকু শান্তিলাভ ক'রেছি, তখন আবার সে শান্তি স্বেচ্ছায় নষ্ট করি কেন?

সিদ্ধিনাথ। যাক্ বীরবিনোদ! আমাদের আর তিরস্কারেরও সময় নাই। এখন একটী কথা ব্যক্ত করুন, আমরা শুন্‌তে চাই, এই মা ভবানী-গৃহে আপনারা আমাদিগে যে প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ ক'রে উদ্বুদ্ধ ক'রেছিলেন, সেই সূত্র ছিন্ন ক'র্‌লে কে, আমরা না আপনারা?

১ম নাগরিক। যে কারণে যে সূত্র উদ্ভূত হ'য়েছিল, সে কারণ এখন আর নাই। তখন সে প্রতিজ্ঞার বিষয় বিস্মৃত হওয়াই সমীচীন মনে করি, সুতরাং আমরা আপনাদের পক্ষ সমর্থন ক'র্‌তে প্রস্তুত নই। যদি কখন আবার সে কারণ এসে উপস্থিত হয়, তাহ'লে সেই প্রতিজ্ঞামতই কার্য্যারম্ভ হবে। এই আমাদের শেষ কথা। প্রভু, এ'তে যদি আমাদের ক্রটী হয়, মার্জ্জনা ক'রবেন। প্রণাম করি, আশীর্ব্বাদ করুন। আসুন, এখন আমরা যাই। কেমন—সকলেরই অভিপ্রায় এই ত?

নাগরিকগণ। তা বৈকি, অন্য কথা কি আছে।

[ সকলে সিদ্ধিনাথকে প্রণাম ও প্রস্থান।

বীরবিনোদ। যাক্, যাক্, সব উৎসন্ন যাক্, অবন্তিকা মহা-

শ্মশানে পরিণত হোক্! স্বেচ্ছাচারিণী পিশাচীর লীলাক্ষেত্র হোক্। যাই প্রভো, আর অনুরোধ ক'র্‌বেন না, যে দেশে বলাদিত্যের ন্যায় দেবপুরুষের পূজা নাই, ভামতীর ন্যায় কন্যা-রত্নের মর্য্যাদা নাই, জয়লক্ষ্মীর ন্যায় মহাদেবীর আশ্রয়-স্থান নাই, সেই প্রেত-নগরে আমি কিছুতেই থাক্‌তে পার্‌ব না! মা বীরাঙ্গনা বীর-জননী বীর-রমণী দেবী চম্পাবতি! বিদায় দাও মা! কুপুত্র আমি, তোমার হৃদয় ক্ষতের জ্বালা জুড়াতে পার্‌লাম না! থাক মা, অপেক্ষা ক'রে থাক, কাল প্রতীক্ষা কর, এ অবন্তিকার শ্মশান-ভস্মে ক্ষতস্থান আবৃত ক'রে রাখ, যদি কখন আবার মহাপ্রলয়ের মহাঝঞ্ঝা-বজ্রাঘাতে চঞ্চলা স্থানচ্যুত হয়, তখন সে মহাঝড়ের অবসানে শান্তি-সুধাবৃষ্টি বর্ষণে তোমার এ ক্ষত-জ্বালা জুড়াবে! নৈলে নয়! তবে আমি যদিও এ স্থান ত্যাগ ক'র্‌ছি, তবু মা, তুমি আমার হৃদয়-বেদিকায় দেবীমূর্ত্তিতে চির প্রতিষ্ঠিত থাক্‌বে। একদিন এক মুহূর্ত্ত ভুল্‌বো না। যে পুরুষকারকে আশ্রয় ক'রে যাচ্চি—যদি সুবিধা-সুযোগ হয়, সেই পুরুষকারকে সঙ্গে ক'রে আবার এই শ্মশানে এসে মা শ্মশানকালী তোমাকে জাগাব। আর না, প্রভু, প্রণাম! অবন্তিকা, তোমায় প্রণাম! পাষাণময়ী নিদ্রিতা জননি, তোমাকেও প্রণাম!

[ উন্মত্তবৎ প্রস্থান।

চম্পাবতী। যাও, যাও বীর পুত্র, যদি কোন দিন কোন কালসূত্রে অবন্তিকার সৌভাগ্য-হার গ্রথিত হয়, তাহ'লে

তোমারই শতমুখী উত্তেজনার বিনিময় ফলে! আমিও তোমার শেষ বাক্যে ধৈর্য্য ধ'রে রইলুম! মা ভবানি, দেখি বেটি তুই জাগিস্ কিনা, আমার বলাদিত্য-ভামতীকে তুই উদ্ধার ক'রিস্ কিনা! হই আমি অসহায়া পতিপুত্রকন্যাহারা, কিন্তু আমি মা-হারা নই। তোর হাতের খড়্গ ল'য়ে তোর উন্মাদিনী কন্যা আজ একাকিনী অবন্তিকার পশুদলের শিরশ্ছেদন ক'রে রাক্ষসীর কবল হ'তে অবন্তিকাকে উদ্ধার ক'র্‌বে! জাগ মা, জাগ! তোর বলির পশুরা ঘুমিয়ে আছে ব'লে, তুই কেন ঘুমাবি মা চির-চৈতন্যময়ি!

[ দ্রুতপদে উন্মাদিনীবং প্রস্থান

সিদ্ধিনাথ। অহো হো—সত্যই আজ মহাশক্তির জাগরণ হ'ল! জাগ মা, মহানিদ্রে কালনিদ্রে! জাগ মা জাগ!

[ ভবানী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ভবানী। গীত।

জাগ মা জাগ! কুলকুণ্ডলিনী!

ভৈরবীগণের প্রবেশ।

ভৈরবীগণ। তুই আপনি না জাগিলে কে তোরে জাগায়,
ওমা কালনিদ্রাস্বরূপিণী।

ভবানী। জাগ মা—জাগ জাগ মূলাধারে, জেগে উঠে হেসে আয় সহস্রারে,

ভৈরবীগণ। জাগাও চৈতন্য সকল আধারে—
আঁধারে তুমি মা জ্যোতির্বিকাশিনী।

ভবানী। জাগ মা জাগ এ হৃদয়-দেশে, তুই না জাগিলে কি হইবে শেষে,

ভৈরবীগণ। এই স্বর্ণভূমি সব যাবে ভেসে,
হবে ভূতের মেলা, তুই হবি ডাকিনী।

[ সকলের প্রস্থান।

---

## সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

শয়ন-কক্ষ।

বলাদিত্যের প্রবেশ।

বলাদিত্য। আমি বন্দী, বন্দী, বন্দী! আমি কেমন বন্দী বল দেখি? আমার হস্তপদে শৃঙ্খল নাই, প্রহরীরা দ্বার রক্ষা ক'র্‌ছে না, শত শত দাসদাসী আমার তুষ্টি সাধনের জন্য যোড়-করে দণ্ডায়মান।

সহাস্যে চঞ্চলার প্রবেশ।

চঞ্চলা। আর স্বয়ং অবন্তিকার রাজরাজেশ্বরী তোমার সেবার কাঙালিনী হ'য়ে তোমার মুখাপেক্ষিণী! তুমি কিসের বন্দী জীবনেশ!

বলাদিত্য। তাইত—তাইত ব'ল্‌ছি, আমি কিসের বন্দী? আমি ইচ্ছা ক'র্‌লেই ত এইক্ষণে রাজপুরী ত্যাগ ক'রে স্বচ্ছন্দে

ইচ্ছামত চারিদিকে ভ্রমণ ক'র্‌তে পারি, আমি এখনি ইচ্ছা ক'র্‌লে রাজেশ্বরী চঞ্চলা আমার আজ্ঞাবাহিনী হ'য়ে আমার স্নেহের ভগিনী ভামতীকে এখানে এনে আমাকে দান ক'র্‌তে পারেন। আমিও ইচ্ছামত ভগিনীকে আমার সসম্ভ্রমে কন্যা-শোকাতুরা জননীর নিকট প্রেরণ ক'রে তাঁর হৃদয়ের ক্ষতজ্বালা নিবারণ ক'র্‌তে পারি। আমার লাঞ্ছিত পিতাকে এনে আবার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত ক'র্‌তে পারি! হাঃ হাঃ তবে কে বলে—আমি বন্দী?

চঞ্চলা। না জীবনেশ! পরিহাস নয়, আশা পূর্ণ কর, অনুমতি দাও, এখনি আমি তোমার স্নেহের ভামতীকে এনে তোমার পাদপদ্মে অর্পণ করি, তুমি একটী বার বল, তুমি আমার।

বলাদিত্য। না ব'ল্লে ত তুমি আমার কোন আশা পূর্ণ ক'র্‌তে পার না? তবে কে ব'ল্লে—আমি বন্দী নই! কেন দগ্ধ প্রাণে স্বতঃই উদয় হয়—আমি বন্দী নই! বন্দি! তোমার বন্দীত্বের যন্ত্রণা কি বলাদিত্যের যন্ত্রণার মত গুরু! শমীতরু নবপল্লবে শোভিত, তার বক্ষে অনল! সে অনল কি কেউ দেখ্‌তে পায়? বুঝ্‌বে কি তুমি প্রেম-ব্যবসায়িনি! আমার যন্ত্রণার অগ্নি-প্রবাহিনী কোন্ বজ্রগিরি-সমুদ্ভূতা—কোন্ বাড়ব-সিন্ধু মিলিতা! প্রবাহিত হ'চ্চে—তর তর বেগে—কল কল নাদে—ধ্বংস-প্রান্তর-প্রদেশে। বল—বল চঞ্চলা, যদি এ যন্ত্রণা আজীবন সহ্য করি, তাহ'লেও কি আমার স্নেহের ভামতীকে পাবো না! জননীর কাতর মলিন মুখখানি আর কি প্রভাত পদ্মের মত হাস্‌তে দেখ্‌ব না?

চঞ্চলা। কেন দুঃখিত হ'চ্চ! তুমি ত তোমার তুচ্ছ যন্ত্রণার কথা ভাব্‌ছ, মাত্র আমি ভামতীকে লুকিয়ে রেখেছি, কিন্তু তুমি ত আমার বুকের রাবণের চিতা দেখ্‌ছ না, সে যে দিবানিশি সমানভাবে জ্বল্‌ছে!

বলাদিত্য। অ্যাঁ, জ্বল্‌ছে, আমার জন্য তোমার বুকে রাবণের চিতা জ্বল্‌ছে? কেন জ্বল্‌ছে চঞ্চলা, তবে কি তুমি আমায় সত্য সত্যই ভালবাস?

চঞ্চলা। কি ক'রে বোঝাব, কি ক'রে দেখাব, আমি তোমায় কতদূর ভালবাসি! যদি সে অদৃশ্য নিরাকার ভালবাসা দেখাবার হ'তো, তাহ'লে তুমি বুঝ্‌তে, তোমার জ্বালার চেয়ে আমার তীব্র জ্বালা কত বেশী! এই নাও, তাই তরবারি এনেছি, ধর, ধর, তরবারি, আমার এই উন্মুক্ত বক্ষ পেতে দিচ্চি, ভেদ কর, তাহ'লেই দেখ্‌বে—তাহ'লেই বুঝ্‌বে - তোমার ভালবাসা আমার হৃদয়ের প্রত্যেক শোণিতবিন্দুতে আশামুখী হ'য়ে তোমায় জন্য চেয়ে আছে কিনা! ধর তরবারি—আজ তোমার প্রেমোন্মত্তা চঞ্চলার প্রেমলীলা সাঙ্গ হোক্‌। ( তরবারি দান )

বলাদিত্য। ( তরবারি গ্রহণ করিয়া ) চঞ্চলা, তোমার প্রীতির দান আমি সাদরে গ্রহণ ক'র্‌লাম! বুঝ্‌লাম যে, তুমি যথার্থই আমায় ভালবাস! কিন্তু তোমার দুর্লভ প্রেমপূর্ণ হৃদয়-রক্ত আমায় দর্শন ক'র্‌বার পূর্ব্বে তুমি তোমার ভালবাসার কেন আর একটী ক্ষুদ্র অভিজ্ঞান আমায় দেখাও না! তাহ'লেই বুঝ্‌ব যে, তোমার ভালবাসা অকৃত্রিম।

চঞ্চলা। কি অভিজ্ঞান চাও, বল গুণময় !

বলাদিত্য। আমার স্নেহের ভগিনী ভামতীকে মুক্তি দিয়ে আমার হস্তে অর্পণ কর। তাহ'লেই বুঝ্‌ব যে, তোমার ভালবাসা নিস্বার্থ! কি নীরব রৈলে কেন? হৃদয়-রক্তদান অপেক্ষা এ দান কি এত গুরুতর? হুঁ, তাহ'লে বুঝ্‌লাম, তোমার ভালবাসার দানের নয়—বিনিময়ের। অমূল্য নয়—মূল্যে তাকে ক্রয় করা যায়। আগে দাও, পরে পাবে। যাও কামাতুরা রূপযৌবন-বিক্রেয়িত্রি—সে ভালবাসার বজ্‌রা মাথায় ক'রে রাজপথে লম্পটের দ্বারে দ্বারে—দরিদ্র হতভাগ্য বলাদিত্যের নিকটে কেন? তোমার ভালবাসা যে বিক্রেয় পদার্থ, এ একদিন বিদ্যাধরকে বিক্রয় ক'রেছিলে, তার পর মহারাজ প্রদ্যোতবর্দ্ধনকে রাজ্য নিয়ে বিক্রয় ক'রেছ, আবার আমায় বিক্রয় ক'র্‌বে! এক বস্তু কতবার বিক্রয় ক'র্‌বে? অহো কি বিশ্বাসঘাতিনী তুমি! দূর হও, পাপিয়সি, তোকে দেখ্‌লেও নরকগামী হ'তে হয়।

চঞ্চলা। সাধু! তবে এ জীবনের জন্য ভগিনী-স্নেহ বিসর্জ্জন দাও।

বলাদিত্য। তা আজ কেন, যে দিন সে তোর হস্তগত হ'য়েছে, সেই দিনেই—সেই বিজয়ার দিনেই সেই কুমারী দশভূজা মূর্ত্তিকে বিসর্জ্জন দিয়েছি।

চঞ্চলা। অহঙ্কারী উদ্ধত অন্ধ ব্যাঘ্র! এখনও বুঝি তুমি জান না যে, তুমি কোথায়?

বলাদিত্য। আগে জান্‌তাম না, তরবারি প্রাপ্তির পূর্ব্বে

আমি জান্‌তাম না যে, আমি কোথায়। এখন আমার হস্তে যখন আমার চির সুহৃৎ বিপদারি তরবারি বন্ধুভাবে এসে আলিঙ্গন ক'রেছে, তখন আমি জান্‌বো না কেন যে, আমি কোথায়! আমার হস্তে তরবারি থাক্‌তে আমি পৃথিবীর শতশত্রুবেষ্টিত প্রত্যেক স্থানকে আমার অধিকৃত শাসনাধীন স্থান ব'লে মনে করি। জান চঞ্চলা, আমি এখন সেই স্থানে।

চঞ্চলা। সে আশা-মরীচিকা, মনেও স্থান দিও না।

বলাদিত্য। কেন? তুমি রাণী, শত সহস্র প্রহরী তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী, সেই সাহসে ব'ল্‌ছ নাকি? কিন্তু চঞ্চলা, তোমারই সেই আশা-মরীচিকা! এক সেনাপতি পদ্মনাভ ব্যতীত তোমার রাজ্যের সমুদায় রাজশক্তির এমন শক্তি নাই যে, সশস্ত্র বলাদিত্যের ছায়া স্পর্শ করে। তুমি বুদ্ধিমতী কৌশলময়ী, তাই আমাকে তুমি একটী অদৃশ্য শৃঙ্খলে বন্ধন ক'র্‌বার উপায় ক'রেছিলে, তুমি জান্‌তে—এ সিংহকে বন্ধন ক'র্‌তে পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত কোন লৌহ শৃঙ্খলের সৃষ্টি হয় নাই। তাই কৌশলে কোমল ভগিনী-স্নেহসূত্রে স্ববশে এনে সেই আকর্ষণে অতি সহজে আমাকে বন্দী ক'রেছিলে! নতুবা তোমার সাধ্য কি চঞ্চলা, এ বীরসিংহকে তুমি তোমার সম্মুখে আনয়ন ক'র্‌তে পার, আর নিশ্চিন্ত মনে কোন্ সাহসে নিজের পাপ অভিপ্রায় ব্যক্ত ক'র্‌তে পার? প্রণয়-লাভার্থীর সর্ব্ব অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত ক'রে, তার সঙ্গে প্রণয় আশা কর? আরে—আরে কামময়ী বেশ্যা!

চঞ্চলা। বল—বল—কুলটা বল, কুলভ্রষ্টা বল, বেশ্যা বল, যা

তোমার মনে আসে—তাই ব'লে ভাষার সমুদায় কুৎসিৎ কদর্য্য নামে আমায় গালি দাও, তিরস্কার কর ; কিন্তু একবার প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাও।

বলাদিত্য। নরক—নরক—নরক, মার্জ্জনা কর! আর চাইব না, আর চাইব না! স্নেহের ভামতী, তুই চিরদিন তোর অদৃষ্ট-ফল ভোগ কর্। আমি আর আমার গর্ভধারিণী মা—চিরদিনই তোর বিচ্ছেদ-আগুণে জ্বলে পুড়ে ম'র্‌ব, তোর জন্য পথে পথে দ্বারে দ্বারে কেঁদে কেঁদে বেড়াব, তবু নরকের প্রেতিনী—পুরীষের ক্লমির কাছে আর দয়ার সুধা ভিক্ষা ক'র্‌বোনা! পথ ছাড়, যেতে দাও, প্রেতিনি, প্রেতিনি—পথ ছাড়, পথ ছাড়, একটু নিশ্বাস ফেলে আসি।

[ দ্রুত প্রস্থান।

চঞ্চলা। অঁ্যা, অঁ্যা, চ'লে গেল, আমি রাজরাজেশ্বরী—আমাকে উপেক্ষা ক'রে চ'লে গেল! এত অহঙ্কার, এত গর্ব্ব! প্রহরি, প্রহরি—বন্দী পালায়—

## বলাদিত্যের পুন প্রবেশ।

বলাদিত্য। মার্জ্জনা কর, মার্জ্জনা কর, তুমি চঞ্চলা, আমায় মার্জ্জনা কর! পরিচিত রাজবাটীর প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ তড়িদ্গতিতে পরিভ্রমণ ক'রে এলাম, কোথাও ভামতীর সাক্ষাৎ পেলাম না। প্রতারণাময়ি—শঠতাময়ি—কৌশলময়ি—বড় টানে বেঁধেছিল্! তার বন্ধন—বড় কঠিন অতি দুশ্ছেদ্য বন্ধন! ছিঁড়্‌তে পারলাম কৈ?

অহো হো—স্নেহের বন্ধন—ভামতী-স্নেহের বন্ধন—বিপন্না ভগিনী-স্নেহের কোমল বন্ধন—ছিন্ন ক'র্‌তে পার্‌লাম কৈ? পায়ে ধরি, দাও, দাও চঞ্চলা, তোমার দ্বারে ভিখারী আমি, আমায় একটী ভিক্ষা দাও—প্রাণ নাও—একটী ভিক্ষা দাও।

চঞ্চলা। প্রাণময় দেবতা! আশা পূর্ণ কর, আশা পূর্ণ কর! একটী কেন সহস্রদান তোমার জন্য হৃদয়-থালে সাজিয়ে রেখেছি।

বলাদিত্য। আবার—আবার—বজ্র এত কঠোর নয়!

চঞ্চলা। আবার—আবার—বিষদন্ত-গরল এত তীব্র নয়!

বলাদিত্য। আবার—আবার—শোণিতলোলুপা বাঘিনীর আক্রমণ এত ভীষণ নয়!

চঞ্চলা। আবার—আবার—নরঘাতী জল্লাদের কুঠারও এত তীক্ষ্ণ নয়!

বলাদিত্য। অহো হো আবার—আবার, মহাপ্রলয়ের বহ্নিশিখা এত জ্বালা-যন্ত্রণাময়ী নয়! যাই—যাই ভামতী, তোর নিয়তি খণ্ডন ক'র্‌তে পার্‌লাম না।

[ প্রস্থান।

চঞ্চলা। অহো, প্রাণ যায়—কৃতান্ত! তোমার নীলাগ্নিশিখ যমদণ্ডাঘাত—কিছুই নয়, কিছুই নয়, এ নিরাশ—এ হতাশ প্রেমের কঠোর আঘাত বুঝি, তোমার যমদণ্ডের পরবর্ত্তী সৃষ্টি! যেওনা, যেওনা, আমার হৃদয়ের ক্ষতস্থান—আর একবার দেখে যাও।

[ প্রস্থান।

ঐকতান বাদন।

# চতুর্থ অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৃক্ষতল।

জল-বিছুটীর প্রবেশ।

জল। বিজয়া, আমরা ত বাবা মার কথা মত মর্ত্ত্যে এসে মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে কত বোঝানই বোঝাচ্চি! কিন্তু মায়ায় অন্ধ অবোধ মানব কি তা বুঝ্‌ছে?

বিছুটী। আহা বাবা মহেশ্বরের যে করুণার প্রাণ, তাই বিশ্বেশ্বর স্বয়ং বৈকুণ্ঠে গিয়ে বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের কাছে তোমায় ভিক্ষা ক'রে নিয়ে নিলেন বিজয়! কি ক'র্‌বে—আমিও মায়ের দাসী বিজয়া—বাবার জন্যে মাও আমায় ছেড়ে দিলেন। এখন আমাদের কাজ আমরা করি এস, বেশ ক'রে মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে শেখা'ব।

জল। বিজয়া, এই বনে এই স্থানেই সেই রাজ্যভ্রষ্ট বিপন্ন

অন্ধ রাজা আছেন। এখন আর তাঁর চোখে আঙুল দিয়ে কাজ নেই!

বিছুটী। না-না—না—তাহ'লে বড় ব্যথা পাবে! বরং আমারা তাঁর দূর হ'তে পদে পদে তাঁকে বিপদ থেকে রক্ষা করি চল। আর তাঁর চোখে আঙুল দিতে হবে কেন, এ বিপদই যে তাঁর বিশেষ শিক্ষাগুরু, চোখে আঙুলের চের বেশী।

জল। আহা হা, কর্ম্মের ফল দেখ. ছিল রাজ্যের রাজা, হ'য়েছে অন্ধ বনবাসী, বার্দ্ধক্যে জীর্ণ—ইন্দ্রিয় শীর্ণ—লোলিত মাংস—গলিত কেশ, আহা রাজার এ কষ্ট দেখ্‌লে পাষাণও গ'লে যায়! তার উপর নৃশংসা চঞ্চলা কিনা তাঁর ছিন্নমুণ্ডের জন্য বিদ্যাধরকে পাঠিয়েছে। সেও তার জন্য এই বনে এসেছে! এ প্রবৃত্তি দিয়ে নারায়ণ কেন তাদিগে শ্রেষ্ঠ জীব ব'লে বলেন, তা কিছু বুঝ্‌তে পারিনা। যারা পরের নিয়ে নিজেরা বড় হয়, আবার যারা নিজের বিবেচনা-বুদ্ধি হারিয়ে আনিচ্ছায় পরকে সর্ব্বস্ব দিয়ে পথের কাঙাল হয়, জানি না—তারা কিসে অন্যান্য জীবের চেয়ে বড়। চল বিজয়া. এখন রাজাকে যদি কোনরূপে রক্ষা ক'র্‌তে পারি, তার উপায় দেখিগে। ঠাকুরের সৃষ্টি-বৈচিত্র্য বুঝব—এমন কি পুণ্য উপার্জ্জন ক'রেছি!

বিছুটী। চল বিজয়! তুমি ত জান নারীর প্রাণ, এরা দূর-দর্শিনী না হলেও পরের দুঃখে আপনাকে আপনি হারিয়ে ফেলে। চল, আমরা বাবার যে জল-বিছুটী, সেই জল-বিছুটী মানুষের চাবুক হ'য়ে ঘুরি।

জলবিছুটী। গীত।

সাম্‌লে চল।

বঁড়শীর সুতো ছেড়ে দিয়ে খেলিয়ে মাছ গেঁথে তোল,

তাই বলি ভাই, সাম্‌লে চল॥

জল। তোমার বিধির দেওয়া মজুত চারে, কোন্ মাছটা ছিলনা রে,

বিছুটী। এখন আপন দোষে কর্ম্ম ফেরে, তোমার আড়ায় মাছ পালিয়ে গেল,

তোমার রোদে পোড়া সার হ'ল, তাই বলি ভাই সাম্‌লে চল॥

জল। এখন ফেল্‌ছ কেন চোখে পানি, আর হবেনা সে আমদানি,

বিছুটী। এখন শুধু ভেন ভেনানি, কেন ঘর ছেড়ে বনে বুল',

কার ঘাড়ে দোষ ফেল্‌বে বল, তাই বলি ভাই সাম্‌লে চল॥

[ উভয়ের প্রস্থান।

প্রদ্যোতবর্দ্ধনের প্রবেশ।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। পদ্মনাভ এখনও ফির্‌লোনা, সে এখনও আমার পোড়া পেটের জন্য অস্থির! কোথায় ফলমূল, কোথায় মুষ্টিমেয় তণ্ডুল, কোথায় একটু মিষ্টান্ন—এই সংগ্রহের জন্য সারা দিনই ব্যাকুল চঞ্চল হ'য়ে ভ্রমণ ক'র্‌ছে। আর আমি কি একাকী নীরবে একস্থানে নিষ্কর্ম্মা হ'য়ে থাক্‌তে পারি? দুজনে থাক্‌লেও কথাবার্ত্তায় একটু শান্তি পাওয়া যায়! আর লোকটা কি নির্ব্বোধ কোনও স্বার্থ জ্ঞান নাই। বিপন্ন দুর্ভাগ্যের কি কেউ সঙ্গ গ্রহণ করে! অত বড় বিশাল রাজ্যের লক্ষ লক্ষ অনুচর-প্রজা—কেউ যার অনুসরণ ক'র্‌লেনা, একবার আহ্বান ক'রেও সম্ভাষণ ক'র্‌লেনা, আর সেই বৃদ্ধ বিবেকহীন পূর্ব্বাপর হিতাহিতজ্ঞানশূন্য

স্ত্রীপুত্রকন্যা-জন্মভূমি—বাসভূমি ত্যাগ ক'রে কিনা—এই অন্ধের কি গুণে জানিনা, কোন্ স্বার্থে বুঝি না, অনায়াসে তার হাত ধ'রে এ বনবাসে চ'লে এল! মানুষেও এমন নির্ব্বোধ থাকে! যাই হোক্—তার কর্ম্ম বটে, কিন্তু পদ্মনাভকে পেয়ে আমি বেশ আছি, বেশ আছি!

ফলমূল হস্তে পদ্মনাভের প্রবেশ।

পদ্মনাভ। মহারাজ! এই ফলমূলগুলি আহার ক'রে ক্ষুধা দূর করুন। গতকল্য রাত্রে কিছুই আহার করেননি, সুতরাং অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হ'য়েছেন।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। হাঁ, অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হ'য়েছি। দাও। (পদ্মনাভের ফলদান) আচ্ছা পদ্মনাভ, দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সুখ, শান্তি, যেমন সমুদায়ই চ'লে যায়, তেমনি ক্ষুধা তৃষ্ণা চ'লে যায় না কেন? বরং চ'লে যাওয়া দূরে থাক্—আরও বেড়ে উঠে! আচ্ছা পদ্মনাভ! না খেলে কি মানুষ বাঁচে না? আচ্ছা, একদিন না খেয়ে দেখা যাক্!

পদ্মনাভ। প্রভু, আপনি যে একেই দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েছেন,—

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। সবল হ'য়েই বা লাভ কি? তবে দুর্ব্বল হ'লে তোমারই যন্ত্রণা বটে! আচ্ছা, এখন থাক, একটু ভেবে দেখি, ভাবনা বড় মিষ্ট লাগে! বিশেষতঃ দুর্ভাবনার বিষয়ে। দুর্ভাবনার বিষয়গুলি চিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে অতীত সৌভাগ্য-স্মৃতি এসে দেখা দেয়, তখন সেই দুইটী মিশ্রিত হ'য়ে একটী

উত্তম মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়। সে মিষ্টান্ন উপভোগের পর তার মাদকতা বেশ ধীরে ধীরে এসে সর্ব্বসংজ্ঞা লোপ ক'রে ফেলে! তখন যেন একটা শান্তি অনুভব করি, তখন আর ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকেনা।

পদ্মনাভ। এ জীবনে কখনও মহারাজের আজ্ঞার প্রতিবাদ করিনি, আজও ক'র্‌ব না। তবে নিবেদন, একে ত দৃষ্টিশক্তি-হীন হ'য়েছেন, তার উপর অনাহারে অতিশয় দুর্ব্বল হ'য়ে যদি আপনি চলচ্ছক্তিহারা হ'ন্, তাই ভয়!

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। পদ্মনাভ, অন্ধের যষ্টি আমার, বিপদের বন্ধু আমার, বনবাসের সহচর আমার! ভয় নাই, অনাহারে বাঁচ্‌বো কেন? তুমি তোমার আহার্য্য সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এস, একত্র আহার ক'র্‌ব।

পদ্মনাভ। যে আজ্ঞা! হায়রে নিয়তি, কি দুর্ভেদ্য রহস্য-ময়ী তুমি!

[ প্রস্থান।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। মানুষ আর পশুতে ভেদ কেন? এক এক শ্রেণীর পশু ভাল মন্দ এক একটী প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী! কিন্তু এক মানুষ-প্রকৃতিতে ভালমন্দ সমুদায় পশুর প্রবৃত্তি নিহিত। তবে মানুষ পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেন? পশু প্রত্যেকেই এক একটী প্রবৃত্তি নিয়ে এক একটী পশু, কিন্তু এক একটী মানুষ সমুদায় পশু-প্রকৃতি নিয়ে এক একটী মানুষ। তাইত, পশু আর মানুষ, মানুষ শ্রেষ্ঠ কেন?

## বালকমূর্ত্তিতে জয়লক্ষ্মীর প্রবেশ।

জয়লক্ষ্মী। আঃ, নিশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌লুম! গজাক্ষটা সত্য সত্যই বনের বাঘ, মা ভবানীর কৃপায় আজ সে বাঘের কবল থেকে মুক্তিলাভ ক'রেছি। একি! কার নিশ্বাসের শব্দ! তাইত—এ বনেও মানুষ! (ইতস্ততঃ চাহিয়া) একটী বৃদ্ধ! যেন সন্ধ্যার সূর্য্য গোধূলির ধূসর ছায়ায় শান্তি নিতে ব্যাকুল হ'য়েছে। (অগ্রসর হইয়া) একি! এ বৃদ্ধের মূর্ত্তি যেন আমার পরিচিত মূর্ত্তি ব'লে বোধ হ'চ্ছে! যেন কোথায় দেখেছি! হাঁ দেখেছি—কিন্তু সে মূর্ত্তি ত অন্ধ ছিল না! এই কয়েক মাসে এত পরিবর্ত্তন হবে! (নিকটে যাইয়া) কে আপনি?

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। অ্যাঁ—আমি—আমি—আমি! তুমি কে? তুমি কি মানুষ? ওঃ, তবে তুমিও বুঝি আমারই মত অন্ধ এক চঞ্চলার কুহকে প'ড়ে সর্ব্বস্ব হারিয়ে এ বনের নির্জ্জন দেশে আপন দুঃখ-বিষ উদ্গীরণ ক'র্‌ছ! কর, কর, কর, নৈলে মানুষ এ ভীষণ বনে আস্‌বে কেন!

জয়লক্ষ্মী। (স্বগত) আর সন্দেহ নাই! ইনি আমার পরিচিত—অবন্তিকা-রাজ্যের ঈশ্বর মহারাজ প্রদ্যোতবর্দ্ধন! এ যে অতীব কৌতূহল! এত অল্পদিনে এত পরিবর্ত্তন! (প্রকাশ্যে) আপনি কি ব'ল্‌ছেন, চঞ্চলা কে?

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। অ্যাঁ, চঞ্চলা! চঞ্চলা আবার কে? হাঁ, হাঁ, একটা চঞ্চলা আছে। অহো! তুমি কি এতদিনেও সে চঞ্চলাকে চেন নাই, তবে তুমি এখনও বালক, বস্তু-তত্ত্ব কিছুই জান না!

সে করালিনী মেঘমালার নন্দিনী—বজ্র ব'লে একটা ভীষণ দানব আছে, তার জননী! সে বড় ভয়ঙ্করী, বড় ভয়ঙ্করী! বুঝি তার কথাটাই ব'লেছি! নৈলে চঞ্চলা আবার কে!

জয়লক্ষ্মী। (স্বগত) আহা! মহারাজ চঞ্চলা-নাগিনীর দংশনে বিকৃত মস্তিষ্ক হ'য়েই বনে এসেছেন। হা মহারাজ! আজ আপনার এই অবস্থা! (প্রকাশ্যে) মহাশয়! আপনি এ ভীষণ অরণ্যে কেন—জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পারি কি?

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। তা পার্‌বে না কেন? কিন্তু তোমার এ জিজ্ঞাসার পূর্ব্বেই আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি, তুমি এ অরণ্যে কেন?

জয়লক্ষ্মী। আমি একজন দুর্ভাগ্য আশ্রয়বিহীন, মহাশয়! সম্প্রতি পিতৃহীন হ'য়েছি। একটী আশ্রয় অন্বেষণে বনে এসেছি।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। ও—বুঝেছি, তুমিও আমার ন্যায় নির্ব্বোধ! বনে আবার আশ্রয় অন্বেষণ ক'র্‌তে আসে! আমি জানি—যারা আমার মত নির্ব্বোধ,পূর্ব্বাপর জ্ঞান নাই,সরল বিশ্বাসে মানুষকে যে অভাবনীয়ভাবে বিশ্বাস ক'র্‌তে পারে,তারাই মনুষ্য সমাজে স্থান না পেয়ে বনবাসী হয়। বলি—তুমিও কি আমার মত কারো কাছে প্রতারিত হ'য়েছ! কেউ কি অবিশ্বাসের ধ্রুবতারা দেখিয়ে—তোমাকে দিক্‌ভ্রান্ত ক'রেছে! কণ্ঠস্বরে বোধ হ'চ্ছে, তুমি বালক! তাহ'লে কোন স্ত্রীলোকের কুহকে তুমি যে মুগ্ধ হ'য়ে আমার মত আত্মহারা হ'য়েছিলে, তা ব'লে ত বোধ হয় না! সবই ত ছিল, যে বীণার ঝঙ্কারে তুমি অসংখ্য সান্ত্বনা এনে আমার

মত উন্মাদকে তৃপ্তি দান ক'র্‌ছ, তেমনি আমারও ত একটী বাৎসল্যের বীণা ছিল, এমনি ভাবে সে বাজ্‌ত, এমনি ভাবে সে তৃপ্তিদান ক'র্‌ত! আচ্ছা, আচ্ছা, বল দেখি—সে কোথায় গেল? তুমি ত তেমনি আনন্দের পুতুলটী, যদিও দেখ্‌তে না পাচ্ছি, তবুত কণ্ঠস্বরে কতকটা অনুমান ক'র্‌তে পাচ্ছি! বল—বল—এ বনে কি তোমার তার সঙ্গে কোন দিন দেখা হয়নি? তার নাম—শ্রীহর্ষ।

জয়লক্ষ্মী। শ্রীহর্ষ! তিনি ত অবন্তিকার রাজপুত্র।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। রাজপুত্র—কে ব'ল্লে রাজপুত্র? না—না—তবে সে নয়, সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হতভাগ্যের পুত্র! যে অর্ব্বাচীন এ পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতারিত হ'য়েছে, সে দুর্ভাগ্য—সেই প্রতারিতের পুত্র। না—না—তার সঙ্গে কারো দেখা হয়নি, আমি এসে অনেক সিংহ ব্যাঘ্রকেও জিজ্ঞাসা ক'রেছি, সকলেই একবাক্যে ব'লেছে, কেউ তাকে দেখেনি। হাঁ, তুমি আমারই মত বিপন্ন! দুর্ভাগ্য নৈলে দুর্ভাগ্যের সঙ্গে মিলিত হবে কেন? বালক! চ'লে যাও, এ আশ্রয় তোমার মঙ্গলের হবে না।

জয়লক্ষ্মী। আমার মঙ্গল না হোক্, আমি কি আপনার কতকটা সাহায্য ক'র্‌তে পার্‌বো না?

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। তুমি আবার আমার কি সাহায্য ক'র্‌বে! হাঁ, একটা পারবে, একটা পার্‌বে! একটা আগুন জ্বালিয়ে দিতে পার্‌বে! আমার শ্রীহর্ষের স্মৃতি তুমি দিবারাত্রি জাগিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বে! না—তুমি যাও, তোমার কষ্ট হবে।

জয়লক্ষ্মী। মহাশয়, চ'লে গেলেই আমার কষ্ট হবে! আমি

যে বালক, আমি অন্যের আশ্রয় ভিন্ন এক তিলার্দ্ধও যে থাকৃতে পার্‌ব না।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। না—না তুমি যাও, তোমায় আবার খাওয়াবে কে? আমার পদ্মনাভের যে আরও কষ্ট হবে! আহা, সে অতি নির্ব্বোধ।

জয়লক্ষ্মী। বনে ফলমূল আহরণের আমারও যথেষ্ট শক্তি আছে। আমি কারও কষ্টের কারণ হবো না। কেবল একটু আশ্রয় চাই।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। তাইত, তুমি যে মহাবিপদে ফেল্‌লে বালক! আশ্রয়—কে কাকে আশ্রয় দেয়! আমরাই আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল, আমরাই আশ্রয়ের জন্য সর্ব্বস্ব ছেড়ে ভগবানের আশ্রয় নিয়েছি! তুমি আমাদের আশ্রয় চাচ্চ? ভগবান্! এ অবস্থাতেও তোমার পরীক্ষা! বেশ, বেশ! অনাশ্রয়ের আশ্রয়—অনাথ আশ্রয়-হীনকে আশ্রয় দাও। চল—চল—দেখি চল বালক! পদ্মনাভ কোথায় গেল! সে কি বলে! এখন তুমি এ অন্ধের হাত ধ'রে আশ্রয় দাও দেখি।

জয়লক্ষ্মী। গীত।

এস ধীরে ধীরে—চল ধীরে ধীরে—ধর কর, মিশি বন-তিমিরে।
ওগো অনুতাপি, আমরণ ব্যাপি, যদি জ্বালা জুড়াবে অচিরে॥
সেথায় পাতায় ছাওয়া শান্তি-ছায়া হিংসা-সিন্ধুর পারে,
লোক-কোলাহল, পাপ-হলাহল, ( কভু ) যায় না তার ধারে,
সেথা স্মৃতির ব্যথা দেয় না দেখা, মুছিয়ে দেয় গো পাপের রেখা,
সে যে স্বপ্ন-দেশের স্বর্গভূমি পোড়া মর্ত্তের বাহিরে॥

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। চল, চল। পদ্মনাভ—পদ্মনাভ—এস, এস, আর একটী অন্ধের যষ্টিকে দেখ্‌বে এস। এ আবার আশ্রয় চায়, এ আবার আশ্রয় চায়!

[ উভয়ের প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ—জয়লক্ষ্মীর পুরীর সম্মুখভাগ।

সিদ্ধিনাথ ও শক্তিপ্রসাদের প্রবেশ।

শক্তিপ্রসাদ। গীত।

বেলা যায়—পারে যাওয়া হ'লনা।
সারাদিন ঘুরে, সাঁজে সিন্ধু-তীরে এসে মিশিলাম তমসায়॥
দেখিতে দেখিতে ঈশানের কোণে, কাল মেঘ অই গুরু গরজনে,
নিমন্ত্রণে আনে ব্যাকুল পবনে, বিজলী থেকে থেকে চমকায়॥
পারে পরের মেয়ে আমার জননী, ব'লে ত দিয়েছিল এস রে বাছনি,
যাই যাই করি যাওয়া ত হ'লনি, এখন বিপদে হ'য়েছি নিরাশ্রয়॥

সিদ্ধিনাথ। প্রভু, এদিকেও নিরাশ্রয়, ওদিকেও কাল মেঘ! ঐ দেখুন—কমলার কনকপুরী শ্রীহীন! মা জয়লক্ষ্মীর ভাগ্য-লক্ষ্মীর অপ্রসন্নতায় আজ ছিন্ন ভিন্ন! একবার শুন্‌লাম—সুশীল

বলাদিত্য রাণী চঞ্চলার নিকট অব্যাহতি লাভ ক'রেছে, আবার শুন্‌ছি তাকে বন্দী ক'র্‌বার জন্য রাজ-প্রহরীরা ইতস্ততঃ অন্বেষণ ক'র্‌ছে। সেনাপতি-কন্যা ভামতী এ পর্য্যন্ত মুক্তিলাভ করেনি! আবার শুন্‌ছি—রাজ্যভ্রষ্ট অন্ধ ভূপতির আর জয়লক্ষ্মীর প্রাণনাশের জন্য দুর্বৃত্ত বিদ্যাধর রাণীকর্ত্তৃক প্রলুব্ধ হ'য়ে রক্তপিপাসী শিকারী কুক্কুরের ন্যায় পলাতক রাজার ও পলায়িতা জয়লক্ষ্মীর অনুসরণ ক'রেছে! কি হবে গুরুদেব! অবন্তিকার ভাগ্য-গগনে আর কি শান্তি-শশাঙ্কের উদয় হবে না?

শক্তিপ্রসাদ। বাবা সিদ্ধিনাথ! কুহেলিকাময় কপট ভবিষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে চঞ্চল হ'চ্চ কেন? এখন কর্ত্তব্য সাধনে অগ্রবর্ত্তী হইগে চল।

[ উভয়ের প্রস্থান।

উদ্‌ভ্রান্তভাবে বলাদিত্যের প্রবেশ।

বলাদিত্য। অহো কি ঘোর শ্মশান দৃশ্য! রাজা নাই, রাজ্য শ্মশান! জয়লক্ষ্মী নাই, সে পুরী শ্মশান! পিতা নাই, গৃহ শ্মশান! আনন্দের হাট ভেঙে গেছে, মাতার অশ্রুপ্লাবিত বিষণ্ণ মুখ, বল-ভরসা উদ্যম-উৎসাহের সাকার মূর্ত্তি বীরবিনোদের অন্তর্ধান, শ্মশানকে আরও ভীষণতর ক'রে তুলেছে! প্রেতিনী চঞ্চলা রাজ্যবাসীকে কুহকে ভুলিয়েছে! বাবা সিদ্ধিনাথ, স্নেহের ভগিনী কুমারী ভবানী, ভক্তির জননী দেবী ভবানী—কেউ নাই। একটু সান্ত্বনা, একটু ভরসার স্থল, আর আমার কোথাও নাই! কোথায় যাই,

নিরাশার যবনিকা আমার কর্ম্মক্ষেত্রকে আবরিত ক'রেছে! কি করি, ভামতীর সন্ধান ক'র্‌তে পার্‌লাম না, উদ্ধার ক'র্‌তে পার্‌লাম না! অভাগিনী—কারাগারেই রৈল! তরবারি আর কেন? তোমার গৌরব আজই বিসর্জ্জন দিচ্চি। দূর হও, কাপুরুষের অঙ্গ শোভায় থাক্‌বে কেন? তোমার স্থান ত কাপুরুষের অঙ্গ নয়। ( অস্ত্রত্যাগ ) ওঃ, কি দুর্ব্বিষহ অবসাদ! সমস্ত শরীর—ইন্দ্রিয় বলশূন্য, তেজশূন্য, কার্য্যশূন্য—এ কোন্ অবসাদের রাজ্যে এলাম! আর যে মুহূর্ত্তমাত্র স্থির হ'য়ে দাঁড়াতে পার্‌ছি না। মা বসুন্ধরে! হতাশের শেষ আশ্রয়দায়িনি! একটু আশ্রয় দাও মা—যেন তোমার কোল হ'তে আর আমায় আমৃত্যু আশ্রয়শূন্য না হ'তে হয়! মা—মা—( পতন ও মূর্চ্ছা )

প্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম প্রহরী। এই ত—সেই।

২য় প্রহরী। চুপ্, চুপ্, বোধ হয় ঘুমিয়েছে! ডাক্, ডাক্, আরও দু'দশজনকে ডাক্।

১ম প্রহরী। ওরে তরোয়ালখানা যে এদিকে প'ড়ে! সুবিধেই হ'য়েছে, যা না, লোক ডাক্ না।

[ দ্বিতীয় প্রহরীর প্রস্থান।

১ম প্রহরী। হাঁ, একটা বীর বটে! কিন্তু তা ব'লে কি হয়, রাজার কাছে কিছুই নয়! এসেছিস্? নে, শেকল নে, আগে বেঁধে ফেল্। খুব হুঁসিয়ার।

প্রহরীগণের প্রবেশ।

১ম প্রহরী। ওরে—এ ত ঘুমোয়নি! একেবারে ম'রেছে নাকি? ( সকলে বলাদিত্যকে বন্ধন ) যাই হোক্—চ, চ, এখন রাণীমার কাছে নিয়ে যাই চল্।

[ সকলের প্রস্থান।

---

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৃক্ষতল।

ক্লান্ত বিদ্যাধরের প্রবেশ।

বিদ্যাধর। আর বাবা, পীরিতি কথাবার্ত্তায় নেই! চঞ্চলাকে এবার কায়দায় পেয়েছি। লিখিয়ে নিয়েছি—এই রাজা প্রদ্যোত-বর্দ্ধন আর জয়লক্ষ্মীর ছিন্ন মুণ্ডদুটো নিয়ে যেতে পার্‌লেই, সে আমায় সত্যি সত্যি রাজা ক'রে আমার বামে ব'সে রাণীর কার্য্য ক'র্‌বে। এই দেখ' পত্র—চঞ্চলার স্বাক্ষর। অনুচরদুটো কোথায় গেল! শুন্‌ছি ত এই বনেই রাজা আছে! উঃ, বনটা কি অন্ধকার! বাঘ ভালুক পথে পথে কিল্ কিল্ ক'র্‌ছে! আর বাবা—টো টো ক'রে ঘুর্‌তে পারি না, একটু জিরিয়ে নি। ( শয়ন ও নিদ্রা )

নীরুজার প্রবেশ।

নীরুজা। অনেক অব্যক্ত কষ্টে—ভীষণ দুর্দ্দিনের আসন্ন মুহূর্ত্তে—

মা জয়লক্ষ্মীর সন্ধান পেয়েছি! বুদ্ধিমতী আমার যে ভাবে আত্ম-রক্ষা ক'র্‌ছে, এ চাতুর্য্য—এ নিপুণতা বিপদ তাকে শিখিয়েছে। আহা! রাজার অবস্থা দেখ্‌লে এর চেয়ে দুরবস্থার সাক্ষী আর কোথাও বড় একটা সংগ্রহ ক'র্‌তে যেতে হয় না! এখন নিজেকে নিজে ঢাকিয়ে চ'ল্‌তে পার্‌লে হয়! জয়লক্ষ্মীর সঙ্গে একত্র আমার থাকা হবে না, এটা জয়লক্ষ্মীর মত! আমিও সে মত তার কাট্‌তে পার্‌ছি না! এ কে! বিদ্যাধর নয়! সেইত ঠিক! এ বনে কেন? তবে কি পাপাশয় বাছার কোন অনিষ্ট ক'র্‌তে এসেছে! নিশ্চয়ই এর কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য আছে! এক খানা পত্র ওর হাতে আছে নয়! ঘুমিয়েছে। দেখি, পত্র খানা প'ড়ে দেখি! কিন্তু সাবধানে নিতে হবে। ( ধীরে ধীরে গমন, পত্র গ্রহণ ও পাঠ ) "মাননীয় বিশ্বেশ্বর খুড়ো, তুমি আমি স্বামী-স্ত্রী—যদি প্রদ্যোত-বর্দ্ধন আর জয়লক্ষ্মীর ছিন্ন মুণ্ড আন্‌তে পার। শ্রীমতী রাণী চঞ্চলকুমারী।" এখন পত্রখানা রাখা যাক্ ( যথাস্থানে পত্র রক্ষা ) যা অনুমান ক'রেছি, তাই। চণ্ডাল রাজাকে আর জয়লক্ষ্মীকে হত্যা ক'র্‌তে এসেছে! রাজা আর জয়লক্ষ্মীর রক্ষার উপায় কি? উপায়—মা ভবানী, জয়লক্ষ্মী ছদ্মবেশে রাজার নিকট আছে, এক কৌশলে উভয়ের প্রাণ রক্ষা ক'র্‌তে হবে। সুতরাং তখন এখানে আর অপেক্ষা ক'র্‌ব না। জয়লক্ষ্মীকে সমুদায় কথা ব্যক্ত ক'রে তাদের নিকটে থাকিগে। এখনি যাই, বিশ্বেশ্বর না ঘুম থেকে উঠ্‌তে উঠ্‌তে সব কার্য্য সম্পন্ন ক'র্‌তে হবে। জয় মা ভবানী!

[ প্রস্থান।

বিন্ধ্যাধর। ( উঠিয়া ) উঃ, এত বেলা গেছে! ঘুম আর ভাঙ্‌তে চায় না! ঘুমের আর অপরাধ কি! আজ চারদিন বনে বনে! তাইত—অনুচরদুটো ত এখনও এলো না! যাই, একবার দেখিগে।

[ প্রস্থান।

## জল-বিছুটীর প্রবেশ।

জল। বিন্ধ্যাধর! কার ছিন্নমুণ্ড আন্‌তে যাচ্চ! রাজার! যার আশ্রয়ে এসে—দুটী অন্নের ভিখারী হ'য়েছিলে, আজ কি সেই অন্নঋণ পরিশোধ ক'র্‌তে এসেছ! ভাল, ভাল মানুষ তুমি, এমনই কৃতজ্ঞই বটে! স্বার্থ, তুমি এমনি অন্ধই বটে!

বিছুটী। বিজয়! আমি বলি—এ দোষ মানুষের নয়, তোমার ঠাকুরটীর। তিনি যদি প্রথমে অধর্ম্মের জয় না দিয়ে তাকে শাস্তি দিতেন, তাহ'লে মানুষ এত অকৃতজ্ঞ হবার অবসর পেতোনা। এখন চল, আমরা ধর্ম্মের নিশান নিয়ে ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিগে। আমরা ত প্রস্তুত হ'য়েই আছি।

জল। আজ এই উপলক্ষে ছলনায় পাপিষ্ঠকে শিক্ষা দিতে হবে। মহাতেজোময় ধর্ম্মদেব অনেক সহ্য ক'রেছেন।

জল বিছুটী। গীত।

ওরে ঘুঘু বারে বারে ধান খেয়ে যাও ফাঁদ ত দেখনি।
আস্‌কে খেয়ে আসকারা তোর কোঁড়ত গণনি।

জল। ধর্ম্মের কল আক্‌মাড়া কল, যখন ঢুকোবে তার থাট্‌বেনা ছল,

বিছুটী। পুণ্যের রস থাক্‌বে কেবল, তার গুড় মিছরি হবে চিনি,

উত্তরে। ওরে তুই পাপের ছিব্‌ড়ে জ্বল্‌বি প'ড়ে সার হবে তোর জ্বলনি ॥

জল। (ও বিছুটী ) যত দেখিস্ বালাখানা, গাড়ী জুড়ি বাবুয়ানা,
পাপের উপায় এর পনর আনা, তবু দেখ্ বাবুদের বুকফুলানি,

বিছুটী। ভাবে না, মরণ আছে, যমের কাছে, থাক্‌বেনা এ তিড়বিড়নী ॥

জল। ওকে আসে—সেই চাষা ছোঁড়াটা বুঝি! পাপিষ্ঠ কামোন্মাদে নিজের পিতৃব্যকে হত্যা ক'রেছে! এখন জয়লক্ষ্মীর জন্য পাগল !

গজারুর প্রবেশ ।

গাজারু। হাঁগা গুঞ্জরিকে দেখেছ ! সেই পটলচেরা চোখ, দুধে আল্‌তায় রং—একটী মেয়েকে দেখেছ ?

জল। হাঁ—হাঁ—দেখেছি, দেখেছি, দিব্য ফুটফুটেটী। ইয়া মূলোর মত গোঁপ, ইয়া গালপাট্টা দাড়ি! সুন্দর চেহারা।

গজারু। অ্যাঁ—তা কেন হবে , সে যে মেয়ে গো !

জল। মেয়ে নয় ত কি আমি পুরুষের কথা ব'ল্‌ছি! তার এখন ঐ রকমই দাড়ি গোঁপ গজাবার সুরু হ'য়েছে! তা—তুমি সে মেয়েটীকে খুঁজ্‌ছ কেন ?

গজারু। আমার সঙ্গে তার ভাব আছে।

জল। তার সঙ্গে ভাব ক'রেছ. তা আমার সঙ্গে ভাব ক'র্‌লেই পার।

গজারু। তোর সঙ্গে ভাব ক'র্‌ব কেন? তুই যে পুরুষ মানুষ। যা—তুই দেখিস্ নি। আমার সঙ্গে ইয়ারকি কর্‌ছিস্! একবার দেখা হ'লে হয়, আজ আমি আর শুধু হাতে আসেনি

একটা সিকি এনেছি। এটা গুঞ্জরিকে দিলেই গুঞ্জরি আর আমার সঙ্গে ভাব না ক'রে থাক্‌তে পার্‌বে না।

জল। তা গুঞ্জরির জন্যে হেথা সেথা ঘুরবে কেন, তার চেয়ে ঐ সিকিটী একে দিয়ে এর সঙ্গে ভাব কর। ওতো—খুব সুন্দরী।

গজারু। (স্বগত) তা মন্দ হয় না, সেটার ভারি দেমাক। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা ভাই, তোর নাম কি?

জল। ওর নাম বিছুটী।

গজারু। আর তোর নাম?

জল। আমার নাম জল।

গজারু। ও বাবা, তাহ'লে তোমরা জল-বিছুটী! রক্ষা কর মা বাপ! এমন ভাবে কাজ কি, আমি একে গুঞ্জরির জ্বালায় ম'র্‌ছি, আবার জল-বিছুটীর জ্বালা, তা সৈতে পার্‌বো না। বাপ্‌রে বাপ্, গুঞ্জরি, গুঞ্জরি—একবার আয় রসবতি! আমি যে তোর জন্যে পাগল হ'লাম গুঞ্জরি!

গীত।

হাদে গো পাগল হ'লাম।
ক্ষ্যাতের কামে মন বসেনা, বার বিঘে ভুঁই হাজিয়ে দিলাম।
জেঠারে খুন ক'রেছি, ঘর দোর সব ছেড়েছি,
মুনিষ খেটে পুঁজির সিকি, তোর তরে তাও এনেছি,
দুক্ষের কথা আর বল্‌বো কি, এবার বুঝি প্রাণ খোয়ালাম।

[ প্রস্থান।

বিভূতী। বিজয়, এমন পাগলও থাকে। এখন চল, দেরী করা হবে না। বিশ্বেশ্বর অনেক আগে গেছে।

[ উভয়ের প্রস্থান।

বালকরূপী ছদ্মবেশিনী জয়লক্ষ্মীর হস্তধারণ পূর্ব্বক প্রদ্যোতবর্দ্ধন ও পদ্মনাভের প্রবেশ।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। হাত ছেড়ে দাও শ্রীহর্ষ আমার! আমি তোমার পিতা, দয়া ক'রে তুমি আমার পুত্রস্থান গ্রহণ ক'রেছ, তবে তুমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাত ধ'রছ কেন? কে বল্লে আমি অন্ধ! অন্ধ কি দেখ্‌তে পায়? আমি যে সব দেখ্‌তে পাচ্চি।

জয়লক্ষ্মী। কি দেখ্‌তে পাচ্চেন পিতা!

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। আমার রাজ্য, আমার ঐশ্বর্য্য, আমার সৈন্য-সামন্ত,রাজ-পারিষদ, সব আমি দেখ্‌তে পাচ্চি! দুঃখের রাত্রি প্রভাত হ'য়েছে না? তখন এমন ভাবে থাক্‌ব কেন? আমি অকৃতজ্ঞা বিশ্বাসঘাতিনী বেশ্যাকে কখনই রাজ্য দোবনা! পদ্মনাভ! আমার শ্রীহর্ষকে আমি পেয়েছি, হারানিধি আমার অন্ধকারময় হৃদয় আলোকিত ক'রেছে। বালক, তুমি আমার শ্রীহর্ষ না? মিথ্যা ব'লনা, সত্য বল। কেন বল যে আমি শ্রীহর্ষ নই বাবা!

পদ্মনাভ। (স্বগত) আহা রাজ্যভ্রষ্ট মানসিক বিকারগ্রস্ত মহারাজ পুত্রশোকে এই অজ্ঞাতকুলশীল বালককেই আপন

পুত্র কল্পনা ক'রে নিয়েছেন। সত্য সত্যই মহারাজ এখন উন্মাদ! কখন পূর্ব্বস্মৃতির উদয় হ'চ্চে, কখনও বা লয় প্রাপ্ত হ'চ্চে! যখন পূর্ব্বস্মৃতির উদয় হয়, তখনই চিত্তক্ষোভে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হ'য়ে অবন্তিকার পুনরুদ্ধারের জন্য এ অন্ধাবস্থাতেও মার্ মার্ শব্দে উর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌তে থাকেন! পরে ঘন বন-পাদপের শাখাকাণ্ডে গুরু আঘাত পেয়ে ক্ষতাঙ্গে রুধিরাক্ত দেহে ভূলুণ্ঠিত হ'ন! কখন বা সে স্মৃতির তিরোধানে আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞানে অনাহারে থেকে কত কি প্রলাপ ব'ল্‌তে থাকেন! হা নিয়তি! তুমি সব ক'র্‌তে পার। তা না হ'লে রাজরাজেশ্বরের আজ এই অবস্থা! ( প্রকাশ্যে ) মহারাজ! আজ কিছু আহার করুন।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। কেন পদ্মনাভ! আমি ত আহার ক'রেছি। আমার শ্রীহর্ষ আমার কাতর কণ্ঠে আমার সব প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ ক'রেছে। কেমন বাবা, তুমি আবার আমায় সব ভুলিয়ে দিয়েছ না? পদ্মনাভ! পার্‌লে না, সে রাক্ষসীকে দূর ক'রে দিয়ে আমার বাছাকে তুমি রাজসিংহাসনে বসাতে পার্‌লে না আহা! বাছা আমার অতুল ঐশ্বর্য্যে—সোণার রাজ্যে ব'ঞ্চত হ'য়ে, ভিখারী পুত্রের মত বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্চে! আর যদি তুমি নষ্ট রাজ্য উদ্ধার না ক'র্‌তে পার, আমায় বল—আমায় একখানা তরবারি সংগ্রহ ক'রে দাও, আমি অন্ধ নই, আমি একাই শত হস্তীর বল নিয়ে পাপিনীকে স্বহস্তে ছেদন ক'রে, বাছার সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কার ক'রে দিয়ে আসি। একি অল্প দুঃখ বাবা শ্রীহর্ষ আমার, আমার রাজ্য বেশ্যায় ভোগ ক'র্‌বে!

জয়লক্ষ্মী। বাবা, মহারাজকে যদি সুস্থ ক'র্‌তে চান, তাহ'লে আপনি হৃতরাজ্যের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করুন। আমি বল্‌ছি—রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে মহারাজের এ চিত্তবৈকল্য দূর হবে। আমি একাই মহারাজকে রক্ষা ক'র্‌ব। মহারাজের জন্য আপনাকে কোন ভাবনাই ভাব্‌তে হবে না।

পদ্মনাভ। সবই জান্‌ছি বালক! তবে এতদিন নিরুপায় ছিলাম, এখন তোমাকে মাত্র একটী অবলম্বন পেয়েছি। এও বোধ হয় বিধাতার দান! ইচ্ছাময়ের কোন নব ইচ্ছায় তুমি করুণাময় বালকরূপে এখানে এসে উপস্থিত হ'য়েছ! বেশ, তুমি মহারাজকে রক্ষা ক'রো। তুমিই এখন আমার ও মহারাজের ভরসা। আমিও মধ্যে মধ্যে অবসর মত মহারাজকে এসে দেখ্‌ব। এই অস্ত্র লও, তুমি ক্ষত্রিয়-বালক, দেখো যেন এ অস্ত্রের অবমাননা না হয়। মহারাজ! আমায় বিদায় দান ক'রুন। আমি আপনার ইচ্ছা পূর্ণের জন্য রাজধানী যাত্রা ক'র্‌ছি! আশীর্ব্বাদ ক'রুন, যেন আপনার আজ্ঞা পালন ক'র্‌তে পারি! দেখো—বালক, মহারাজের যেন কোন কষ্ট না হয়।

[ প্রস্থান।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। নির্ব্বোধ! সাধে বলি—তুমি নির্ব্বোধ! আমার কষ্ট! বিশ্বেশ্বরের রাজ্যে এমন তিনি কি নূতন কষ্ট সৃষ্টি ক'রেছেন যে, তা দানে তিনি আমায় বঞ্চিত ক'রেছেন? কোথায় চন্দ্রতেজোমণ্ডিত রাজসিংহাসন, আর কোথায় অনাবৃত বনভূমি! কোথায়—দধি দুগ্ধ-ক্ষীর-নবনীত শারদকাশত রাজন

আর কোথায় কটু কষায় ফলমূল! কোথায় মণিমুক্তাখচিত লোকরুচিবিনোদ রাজভূষণ, আর কোথায়—শতছিন্ন শতগ্রন্থি কুৎসিত মলিন গৈরিক বসনাবৃত অৰ্দ্ধ উলঙ্গ দেহ! পদ্মনাভ! এর অপেক্ষা আরও কি অধিক কষ্টের কাল্পনিক চিত্র আছে? আমি উন্মাদ! তুমি বল আমি উন্মাদ? আমার এ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মুখ্য কর্ত্রী কে—তা জান কি? জান্‌লে এতদিন নিশ্চিন্ত থাক্‌তে না। চঞ্চলা—চঞ্চলা—পিশাচী—রাক্ষসী—কৈ—কৈ, আমার অস্ত্র দাও, আমার অস্ত্র দাও। পদ্মনাভ নির্ব্বোধ, সে পার্‌বে না, পার্‌বে না। আমি স্বয়ং যাবো—স্বয়ং গিয়ে চঞ্চলার মুণ্ড ছিন্ন ক'রে আমার অবন্তিকার সিংহাসন আমি অধিকার ক'র্‌ব। কৈ—অস্ত্র কৈ—অস্ত্র কৈ! ( বেগে গমন ও মূর্চ্ছা )

জয়লক্ষ্মী। বাবা, বাবা, স্থির হ'ন, স্থির হ'ন, একি—বনকঙ্করে যে ক্ষত বিক্ষত হ'য়েছেন! রক্ত বহির্গত হ'চ্চে। বাবা, একি—কথা নাই যে—এ যে মূর্চ্ছা!

খড়্গহস্তে নীরুজার প্রবেশ।

নীরুজা। একি মা জয়লক্ষ্মি! মহারাজ কি মূর্চ্ছিত? মুখে জল দাও, মুখে জল দাও।

জয়লক্ষ্মী। একি মা, তোমার হাতে খাঁড়া কেন?

নীরুজা। স্থির হও মা, ব'ল্‌ছি শোন, নৃশংস পাপিষ্ঠ বিদ্যাধর পাপিনী চঞ্চলার আদেশে মহারাজকে হত্যা ক'র্‌তে এসেছে! এখন মহারাজকে রক্ষা ক'র্‌তে আমাদিগের এক অভিনয় ক'র্‌তে

হবে, এস তোমায় গোপনে বলি। (কর্ণে কথন) খুব সাবধান, যেন কৃত্রিমতা প্রকাশ না হয়। আমি আর অপেক্ষা ক'র্‌বোনা, তুমি তরবারি নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে থাক।

[ প্রস্থান।

জয়লক্ষ্মী। বহু যুগ যুগান্তর মধুকৈটভ দৈত্য এ জগতে অত্যাচার ক'রেছিল, তার অত্যাচারের কালে—কে জান্‌ত—তাদের আবার পতন হবে, তাদের আবার ধ্বংস হবে—বিশ্বের আবার শান্তি হবে। তাই বলি মা ভবানি, এ অত্যাচার-যুগ-পরিমাণ আর কতদিন! বাবা, বাবা, ঘুমাও, ঘুমাও—চৈতন্য যেন আসেনা! তোমার জেনে কাজ কি বাবা, তোমার এ কঠোর দুঃখময় জীবনেরও শত্রু আছে! তা জান্‌লে তুমি আরও পাগল হ'য়ে যাবে। (বাতাস করণ)

বিদ্যাধরের প্রবেশ।

বিদ্যাধর। (স্বগত) ঐ না রাজা শুয়ে, এ আবার একটা ছোঁড়া কোথা হ'তে এল! ওর হাতের কাছে একখানা তরবারিও আছে। তাইত, এ শালারা আবার কোথায় গেল! একা ত সাবাড়তে পারা যাবেনা! কি করি! ছোঁড়া চোখ বুঝিয়ে রাজাকে বাতাস ক'র্‌ছে। পেছুন হ'তে গিয়ে তলোয়ার খানা নিয়ে—রাজার ঘাড়ে মারি এক কোপ! (গমনোদ্যত)

**খড়্গহস্তে দ্রুতপদে নীরজার প্রবেশ।**

**নীরজা। কে—তুমি—কে তুমি, সরে যাও, পথ দাও, পথ**

দাও! আজ পেয়েছি, বহু অনুসন্ধানে সেই কালবিষধর কন্যাহন্তা অবন্তিকার রাজাকে আজ দেখ্‌তে পেয়েছি! প্রতিহিংসা—প্রতি-হিংসা—আজ প্রাণ ভ'রে প্রতিহিংসা মিটাব। ঐ রাক্ষসই আমার কন্যা জয়লক্ষ্মীকে হরণ ক'রে হত্যা ক'রেছে। আমার বুকের রত্নকে—বল ক'রে পদদলিত ক'রেছে! ওর ছিন্নমুণ্ড আমার চাই! ওর মুণ্ডের আসন ক'রে—মা জয়লক্ষ্মীর আমি তর্পণ ক'র্‌ব! সর—সর, পথ দাও, পথ দাও—

জয়লক্ষ্মী। কে—তুমি, সাবধান—মহারাজ অসহায় নন্‌!

বিদ্যাধর। ও বাবা, এ কে, নীরুজা নয়! ঠিক রণচণ্ডী, আবার ও ছোঁড়াও যে খাপ্পা হ'য়ে উঠ্‌ল! বা—বেড়ে হ'য়েছে! ষাঁড়ের শত্রু বাঘেই মারুক! আমার কেন এ ফাঁসাদ বাবা! আমি এখন পালাই! এ রাজা বেটা ম'র্‌বেই, আমিও ছিন্নমুণ্ড পাবই, এখন "যঃ পলায়তি সঃ জীবতি"।

[ প্রস্থান।

নীরুজা। বালক, এখন মহারাজকে স্থানান্তরিত ক'রবার উপায় কি?

জয়লক্ষ্মী। মা, তাইত, মহারাজ যে মূৰ্চ্ছিত!

জল-বিছুটির প্রবেশ।

জল। ভয় নাই মা, এই মর্দ্দিত পত্রটী মহারাজের নাসিকায় ধর, তাহ'লেই মহারাজ চৈতন্য লাভ ক'রে কয়েক দণ্ড বাক্‌রুদ্ধ হ'য়ে থাক্‌বেন। আর ঐ প্রভু সিদ্ধিনাথ মহারাজকে গুপ্ত

নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত ক'রবার জন্য অদূর পথে অপেক্ষা ক'র্‌ছেন। চলে যাও মা, মহারাজকে ল'য়ে নির্ভয়ে চ'লে যাও। আমরা যে কোন উপায়ে বিদ্যাধরকে ভুলিয়ে রাখ্‌ছি।

নীরুজা। কে তুমি দেবপুরুষ! এ বিপদের বন্ধু হ'লে? তোমরাই বুঝি, অভাগার দৈববল!

[প্রদ্যোতবর্দ্ধনকে লইয়া নীরুজা
ও জয়লক্ষ্মীর প্রস্থান।

জল। (প্রদ্যোতবর্দ্ধনের কৃত্রিম ছিন্ন মুণ্ড বাহির পূর্ব্বক) বিজয়া, দেখ দেখি—মহারাজের মুখের সহিত এই কৃত্রিম মুণ্ডের সৌসাদৃশ্য অবিকল কিনা?

বিছুটী। হুবহু ঠিক! ঐ যে বিদ্যাধর আস্‌ছে! (প্রকাশ্যে) আর আস্‌তে হ'বে না। আমার জল, মহারাজের মুণ্ডু ছিন্ন ক'রেছে। এখন মহারাণীর প্রতি আমার জলেরই সম্পূর্ণ অধিকার। এবার সতিনীপানা কেমন ক'রে দেখাতে হয়, তা আমি রাণীকে ভাল ক'রে দেখিয়ে যাব।

বিদ্যাধরের প্রবেশ।

বিদ্যাধর। দোহাই বাবা, দোহাই, ওটাকে আমায় দে! বিছুটি—আমি তোকে গা ভরা গয়না গড়িয়ে দোব! তোরা বেশ আছিস্, কেন আর কাঁটা বাড়াবি? দে—আমায় দে।

জল। বাহে রসিক ধন! আমার বুঝি রাজা হবার সাধ নেই। তোমায় দোব ব'ল্লেই দোব!

বিদ্যাধর। আরে দেনা! ( গ্রহণোদ্যত )

জল। খবরদার—আমি রাণীর খসম হব', খবরদার—

বিদ্যাধর। কি, খবরদার—আমি রাজার মুণ্ড কেটেছি! আমি রাণীর রাজা—

জল-বিছুটী। গীত।

খবরদার! খবরদার! খবরদার।
বাবুগো—তোমাদের ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার ॥

বিছুটী। এ সংসারে ছোট যারা, প্রাণ দিয়ে কাজ করে তারা,

জল। শেষে বড় এসে জুড়ে ব'সে—বাঁধেন বোচ্‌কা বাহবার ॥

বিছুটী। এমনি ক'রে পরে পরে, মান কিনেন সব ফাঁকি মেরে,

জল। ও জল, সে বেটাদের কাণে ধ'রে, কর চাবুক মেরে লঙ্কা পার ॥

[ সকলের প্রস্থান।

বিদ্যাধর। ও বাবা, কাজ নেই! এখন স'রে পড়ি। এ শালাশালি যেন সাপের মন্ত্র আওড়াচ্চে।

দ্রুতপদে গজারুর প্রবেশ।

গজারু। ঐ নিশ্চয়ই গুঞ্জরি! একটা ছোঁড়া সেজেছে ব'লে যে চিন্‌তে পারিনি, তা বল্‌বার যো নেই। সেই হাসি, সেই চাওনি, সেই মনকে দুমড়ে দেওয়া আওয়াজ, সেই রূপের ঢেউ কি পুরুষের পোষাকে ঢাক্‌তে পারে গা? ফুলের গন্ধ বেড়ায় ঘেরা থাকে? ছুঁড়ি আমাকে দেখ্‌তে পায়নি, দেখ্‌তে পেলে—নিশ্চয়

এই সিকিটা দেখাতাম। কাছেও যে এগুতে পার্‌লুমনি, সঙ্গে তার তিনচার জন লোক। আচ্ছা—আজ এ বনে এত লোক কেন? বনটা কি গাঁ হবে? ঐ যে ছুটো লোক আবার এ দিকেই আস্‌ছে।

অনুচরদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম অনুচর। ওরে ছোঁড়া, তুই কে?

গজারু। তা তুমি কেন চোখ রাঙাও? আমি গজারু। আমার বাড়ী এই বনের ধারে।

২য় অনুচর। তা বনের ধারে ত, তুই এখন এর ভিতরে কেন?

গজারু। আমার ভাবের লোকটাকে খুঁজ্‌তে! সে আমার উপরে গোসা ক'রে চলে এসেছে।

১ম অনুচর। সে তোর কে হয়?

গজারু। সে আমার ভাবের লোক, ভাবের লোক। সে আমাদের বাড়ীতে মাস পাঁচ ছয় এসেছিল! আমি তার সঙ্গে খুব ভাব ক'র্‌তে যেতুম, সে কিন্তু মত দিতোনা।

১ম অনুচর। (দ্বিতীয় অনুচরকে ইঙ্গিত) সে ত মেয়ে মানুষ?

গজারু। মেয়ে মানুষই ত, তা নৈলে ভাব ক'র্‌তে যাবো কেন! এঁ্যা—আমার সঙ্গে মসকরা ক'র্‌ছে! হুঁ—আমি বুঝি বোকা?

১ম অনুচর। সে এখন কোথা, সন্ধান পাস্‌নি?

গজারু। সন্ধান পাবনি কেন, সে একটা ছোঁড়া সেজে তিন-চারটা লোকের সঙ্গে যাচ্ছে! তার সঙ্গে একটা কাণাও আছে!

আমি ইশারা ক'র্‌লুম, শিশ দিলুম,সে ফিরেও চাইলেনি ! সিকিটা দেখাব ভেবেছিলুম, তা হ'লোক্ নি ?

১ম অনুচর। কোন্ দিকে গেল ?

গজারু। এই—এই দিকেই গেল,তা না হ'লে আমি এখানে কেন ? হুঁ—মস্‌করা পেয়েছে ! হুঁ, আমি বুঝি বোকা !

২য় অনুচর। না তা কেন, তুই অতি বুদ্ধিমান্। তা তুই তাকে দেখিয়ে দিতে পার্‌বি ? তা হ'লে আমরা তাকে ধ'রে দিতে পারি।

গজারু। পারিস্, পারিস্, তাহ'লে এই সিকিটা তোদিগেই বক্‌সিস ক'র্‌বো। চল্ চল্, তারা এখনও বেশী দূর যায়নি। বড় জোর পোয়াটাক ! চ—চ—চ—

[ বেগে প্রস্থান।

অনুচরদ্বয়। চ—চ—চ—

[ বেগে প্রস্থান।

নেপথ্যে—জয়লক্ষ্মী। রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর—

দ্রুতপদে সিদ্ধিনাথের প্রবেশ।

সিদ্ধিনাথ। হায়-হায়—মা জয়লক্ষ্মী, তোকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লাম না। হা দুর্ভাগ্য বৈরী দৈব ! তুমিও আজ আমাদের সঙ্গে শত্রু আচরণ ক'র্‌লে ? কেন মা, তুই মহারাজের জন্য ফল সংগ্রহে আমাদের সঙ্গ ত্যাগ ক'র্‌লি ? এখন উপায়—এ নিশ্চয়ই

চঞ্চলার প্রেরিত দুষ্ট অনুচরসকল মাকে আমার হরণ ক'রলে। মা ভবানি! আজ সন্তান-সেবিকা অনুগতা কিঙ্করীর প্রতিও ছলনা মা! কি করি! অন্ধ মহারাজকে পথে বসিয়ে এসেছি! যাই— এখন তাঁকে কোন নিরাপদ স্থানে রক্ষা করতে পারলেও—এ বিপদ মুক্তির চিন্তায় অনেকটা অবসর গ্রহণ ক'রতে পারব।

[ প্রস্থান।

উন্মত্তভাবে গজাক্রুর প্রবেশ।

গজাক্রু। হায়! হায়! হায়! কি হ'লো—আমার বীজভরা ক্ষেত রৈল প'ড়ে, লাঙল খুলে আসতে হ'ল! গুঞ্জরি—গুঞ্জরি, তোকে শয়তানদের হাতে তুলে দিলুম! আমি সত্যি সত্যি বোকা! বোকা তুই, আপনার গালে আপনি চড়া, আপনি চড়া।

[ নিজ গালে চড় মারিতে মারিতে বেগে প্রস্থান।

---

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

গুজরাট-সন্নিহিত পর্ব্বতের সানুদেশ।

বীরবিনোদের প্রবেশ।

বীরবিনোদ। হে সর্ব্বদর্শক লোকচক্ষু সূর্য্যদেব! মাতুল মহাশয় আমার! হে সরল সহজবোধ্য ভাষার সৃষ্টি মামা,

তা একটু দাঁড়িয়ে যাও! আজ বাবা তিনদিন মরুভূমির তপ্ত বাতাস আর তার বালি খেয়ে খেয়ে আস্‌ছি! এমন কোথাও একটু স্থান পাইনি, সেথানে একটু বসি আর একগণ্ডূষ জল পান করি! আবার এখন যদি তুমি স'রে পড়, তাহ'লেই ত চিত্তির! ক্ষিদেয় ত পেটের নাড়ী পাক খাচ্চে! বেলা থাকৃতে' পাহাড়ে উঠ্‌তে পার্‌লেও দুএকটা পাহাড়ে বুনোফল মিল্‌ত; তা মামা, তোমার এখন যে রকম দেখ্‌ছি, তাতে বা আজকার দিনটাও নিটালে যায়! বীরবিনোদ—চ'লে চল, আর বক্তৃতায় কাজনি! এখন ছটাকখানেক জল পেলে আত্মারামকে ভাল ক'রে বুঝে নিতে পার্‌তাম—ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে সব যায়! রাজার রাজ্য যায়! জয়লক্ষ্মীর মত সোণার মেয়ে—যার ধনৈশ্বর্য্যের সংখ্যা করা যায় না, সেও বনবাসিনী হয়! আর বীরবিনোদের মত অল্পে তুষ্ট বোকাটাও আজ পেটের কাঙাল হ'য়ে ছুট্‌ছে! ক্রমে ত জটিল পথে এসে উপস্থিত হ'লুম্! কেউ কোথায় আছ কি—বোকাকে পথ দেখিয়ে দিতে পার কি?

গুজরাটের রাজদূতের প্রবেশ।

রাজদূত। আপনি কে? আপনি চান কি?

বীরবিনোদ। আমি—আমি একটা বোকা শ্রান্ত পথিক! তিনদিন খাওয়া হয়নি। চাই একটু জল—কিছু খাদ্য! এ সাহায্য ক'র্‌তে পার্‌বেন কি?

রাজদূত। আপনি কি বিপন্ন ভিক্ষুক?

বীরবিনোদ। বিপন্ন বটে, ভিক্ষুক নই।

রাজদূত। যদি ভিক্ষুক না হ'ন, তাহ'লে একটু সময় অপেক্ষা ক'র্‌তে হবে। ঐ দিব্যাঙ্গনাগণ আপনার নিমিত্ত সুশীতল পানীয় জল আর সুখভোগ্য মধুর মিষ্টান্ন ল'য়ে দণ্ডায়মান আছেন, আপনি ওঁদের সংকল্পিত অভিপ্রায় পূর্ণ ক'রে আপনার শ্রান্তি ক্লান্তি সমুদায় দূর ক'র্‌তে পারেন। কি অনুমতি হয়, বলুন? তাহ'লে তাঁরা এইখানে উপস্থিত হ'ন।

বীরবিনোদ। আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা আমার অনুমতিদানের পূর্ব্বেই তাঁদিগে সাদর আহ্বান ক'র্‌ছে! মহাশয়! শীঘ্র ওঁদিগে এখানে আস্‌তে ব'লুন, আমি সাধ্যাতীত শ্রমের বিনিময়-দানে ওঁদের অভিপ্রায়ের আতিথ্য গ্রহণ ক'র্‌ব।

মিষ্টান্ন ও জলপাত্র হস্তে ছদ্মবেশিনী গুজরাট-
রমণীগণের প্রবেশ।

রমণীগণ। গীত।

আমরা অমরা-পুর-রমণী।
সতীত্বে সতী সাবিত্রী নারী-শিরোমণি।
আতিথ্য-সৎকার তরে, পানীয় আহার্য্য করে,
ফিরি সবে বনান্তরে, লভিতে পুরুষমণি,
এস ধর হে অতিথি—দাসী কর গুণমণি।

১ম রমণী। আমরা আহার্য্য যোগাব, চরণ সেবিব, কোমলতা বিলাবে,
২য় রমণী। নয়নে লেগেছ, তুমি বড় ভাল, দিতেছ হিয়া জুলায়ে,

৩য় রমণী। ওহে মৌমাছি, আমরা রেখেছি, মধুর কলস ভাসায়ে,
৪র্থ রমণী। দ্রাক্ষা-কুঞ্জবনে, চল চল বঁধু, খেলিবে হাসিয়ে হাসিয়ে,
সকলে। আমরা হারছেঁড়া মণি, পেয়েছি কুড়ায়ে, কেন না পরিব মণি ॥

বীরবিনোদ। মাপ্ কর বাবা, মাপ্ কর। আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব দূর হ'য়েছে। কি আশ্চর্য্য সংসার-রহস্য! এইত জানি—স্ত্রীলোকে রূপ-যৌবনের ফাঁদ পেতে পুরুষ ধরে, আর এ বাবা কি, ক্ষুধায় খাবার—তৃষ্ণায় জল দেখিয়ে পুরুষ ধ'র্‌তে বেরিয়েছে! ছিঃ, এত ঘৃণ্য পশু আমি! যাও মা, তোমাদের খাবার জল নিয়ে তোমাদের ঘরে ফিরে যাও, আমার ও সকলে কোন প্রয়োজন নাই! আমি এত অসংযমী কাপুরুষ দুর্ব্বল নই যে, তুচ্ছ ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রলোভনে নিজ চরিত্র-রত্নে জলাঞ্জলি দোব! অনশনে মৃত্যু ভাল—তবু চরিত্রভ্রষ্ট? রাজার রাজভোগেও জীবন-ধারণ বৃথা! ( গমনোদ্যত )

রাজদূত। মহাশয়! যাবেন না, আপনার আর এক কার্য্যে আহার্য্য ও পানীয় প্রাপ্তির আরও উপায় আছে! পার্‌বেন কি?

বীরবিনোদ। বলুন, ন্যায় ধর্ম্মের মধ্যে হয়, রাজী আছি।

রাজদূত। ( বংশী বাদন )

**আহার্য্য ও পানীয় হস্তে দুইজন বীরমল্লের প্রবেশ।**

রাজদূত। এই দুইজন বীরমল্লকে অসিযুদ্ধে বা বাহুযুদ্ধে পরাস্ত ক'র্‌তে পার্‌বেন কি? যদি পারেন, তাহ'লে আপনার জয়ের সঙ্গে ঐ আহার্য্য পানীয়ও আপনার।

বীরবিনোদ। হাঁ, প্রস্তুত আছি! রাখ বীর, ঐ পার্শ্বে পানীয় এবং আহার্য্য রাখ, ও আমার। ধর, অসি ধর। (মল্লদ্বয় সহ যুদ্ধ ও জয়লাভ)

রাজদূত। সর্ব্বগুণ ও সর্ব্বশক্তির সিংহমূর্ত্তি মহারাজ! আজ হ'তে আপনি এই গুজরাট্ প্রদেশের অধীশ্বর! গতকল্য এই প্রদেশের রাজা পরলোক গমন ক'রেছেন। আমাদের রাজ্যের পূর্ব্বাপর নিয়ম এই, রাজার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার-সূত্রে কোন রাজবংশধর এ রাজ্য পান না। রাজার মৃত্যুর পরদিবস এই মহাপরীক্ষোত্তীর্ণ মহাত্মাকেই এ রাজ্যের রাজা করা হয়। এক্ষণে চ'লুন মহারাজ! আমাদের রাজ্যের শূন্য সিংহাসন উজ্জ্বল ক'র্‌বেন।

বীরবিনোদ। বা, এ এক্‌টা মন্দ অভিনয় হ'ল না! পথের ভিখারী আমি, রাজা হ'লুম! এখন একটা শিক্ষা আমি মানুষকে বেশ দিতে পারি, যে শিক্ষা তার হাড়ে হাড়ে রক্তের শেষ অণুতে অণুতে চিরদিন মিশে থাকৃতে পার্‌বে। সে শিক্ষাটা কি ব'ল্‌বে,কেউ চ'টো না! মানুষ—তুমি মানুষকে ঘৃণা ক'রো না! প্রভু, তুমি ভৃত্যকে ঘৃণা ক'রো না। ধনী, তুমি ধনমদে কার' কাছে বুক ফুলিও না। ভেবো, এ সংসার তোমার প্রবাসভূমি, নিবাস-ভূমি নয়। নিজে ছাওয়ায় ব'সে পরকে রোদে বসাও' না! কেন না, তুমি ত তোমার চোখের উপর দেখ্‌লে—আমি মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে কি অবস্থায় ছিলুম, এখন কোন্ আসন পেলুম! আর একটা শিক্ষা—সংযমের জয়! ভাইরে! কেউ পেটের জ্বালায় বা ইন্দ্রিয়ের

তাড়নায়—নিজের চরিত্র-গৌরব নষ্ট ক'রো না। উঃ এখন চঞ্চলা, বুঝ্‌লাম যে ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। এখন চল।

সহসা দ্রুতপদে রাজমুকুটহস্তে গুজরাট্-রমণীগণের প্রবেশ।

গুজরাট্ রমণীগণ। গীত।

ধর ধর গুণধর জয়-উপহার। ( মুকুট দান )
দণ্ডধর দণ্ড ধর অখণ্ড গৌরব-আধার॥
তুমি নীতি চরিত্রবান্, জিতেন্দ্রিয় ধূর্জ্জটী সমান,
বীর্য্যে বীর কার্ত্তিকেয় তুমি, অপূর্ব্ব সৃষ্টি বিধাতার॥
সর্ব্বগুণবিভূষণ, চল লভিবে সিংহাসন,
তুমি গুজরাটের হ'লে রাজা, ছেদি বন্ধন পরীক্ষার।

সকলে। জয় মহারাজকি জয়।

[ সকলের প্রস্থান।

---

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

চঞ্চলার শয়ন-কক্ষ।

উদ্‌ভ্রান্তভাবে চঞ্চলার প্রবেশ।

চঞ্চলা। উঃ, একি যন্ত্রণা! সমস্ত গাত্রে যেন একটা বিদ্যুতের তরঙ্গ চ'লেছে! ভালবাসায় এত যন্ত্রণা! আজ ব্যর্থ সব সাধনা—

ব্যর্থ সব বাসনা! ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুমকে আবার কুড়াতে যাব? আমি তবে কিসের রাজরাজেশ্বরী! রাজ্যের একজন প্রজার পুত্র—যে রাজরাজেশ্বরীর করধৃতা সাধের বীণা ভেঙে দেয়, ষোড়শোপচার পূজার নম্র অর্ঘ্য তাচ্ছিল্যে পদে ঠেলে ফেলে, সে আবার কিসের শক্তিধারিণী মহারাণী? অনেক ক'রেছি, সেবা, পূজা, স্তব, ধ্যান—তবু সে দয়ামায়াহীন দৈত্যের প্রসন্নতার কণিকা লাভ ক'র্‌তে পার্‌লুমনি!

অদূরে জনৈক সখীর প্রবেশ।

সখী। (স্বগত) ঐ ত প্রণয়ের মজা রাণি, অনেক চোখের জল না ফেল্‌লে প্রণয় জমে না।

চঞ্চলা। নির্দ্দয় বলাদিত্য! এত তোমার কিসের গর্ব্ব! সহস্র মৌমাছি যার ধৌত নির্ম্মল রূপ-যৌবন কুসুমের মধুর জন্য সহস্র ভাষার গুঞ্জনে উপাসনা ও স্তব ক'র্‌ছে, তোমার এত কিসের গর্ব্ব যে, তুমি সেই অমৃতরস কুসুমের হতাদর কর? বড় শেল— আমার কোমল বুকে বড় শেল দিয়েছ! বলাদিত্য, রাক্ষস, পিশাচ, এ শেলের প্রতিঘাত নাই কি? চঞ্চলা কি এতই দুর্ব্বলা? যে শেল বুকে ধ'র্‌লুম, সে শেল তোরই মৃত্যু শেল হ'য়ে রৈল। অহো বড় যন্ত্রণা, বড় যন্ত্রণা! (ধূলায় শয়ন)

সখী। বড় জ্বালা গো বড় জ্বালা!

চঞ্চলা। তার আর ঔষধ কি চটুলে! মৃত্যু-জ্বালার কি ঔষধ আছে? সমস্ত বিরাট পৃথিবীর বিনিময়ে কি সে অন্তিম জ্বালার উপশম হয়! যা হবার নয়, যা পাবার নয়, যা যাবার নয়,

তার জন্যে দুঃখ কি, অন্যের নিকট দাবী কি? সে স্বাধীন নৃপতি, তাই যথেচ্ছ অত্যাচার ক'রেছে! সুতরাং তার জন্য কাতর হওয়া কি দুর্ব্বলতা নয়?

সখী। মহারাণীর এ চূড়ান্ত মীমাংসা!

চঞ্চলা। না—না, চূড়ান্ত মীমাংসা হবে কেন? সে পরস্বাপহারী বিদ্রোহী! সে অবলা ভেবে তার সর্ব্বস্ব চুরি ক'রে তাকে কাঙালিনী ক'রেছে! তার জীবনের অমলিন শুভ্র উন্মুক্ত সুখকে চির-মলিন কৃষ্ণান্ধকারময় পাষাণপ্রাচীর-রুদ্ধ বাতাসশূন্য কক্ষে বদ্ধ ক'রেছে! সে পরাক্রান্ত আততায়ী আমার না ক'রেছে কি—শারদ-জ্যোৎস্না—সূচীবিদ্ধ যন্ত্রণা, মলয় পবন—বহ্নিকণা, সংসার—নরক,দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যা—কণ্টক, শান্তির উদ্যানে দৈত্যের পাদচারণা করিয়েছে! সে আজ বিজয়ী—আমি লাঞ্ছিতা অপমানিতা দলিতা পরাধীনা! অবন্তিকার রাণী আজ—সে গর্ব্বিত বিজয়ীর দ্বারের প্রহরিণী কুক্কুরীরও যোগ্যা নয়। এত সে উপেক্ষিতা অবজ্ঞার পাত্রী!

সখী। এর কি প্রতিশোধ নাই রাণি!

চঞ্চলা। প্রতিহতা কল্লোলিনী কত তেজস্বিনী,রুদ্ধ লেলিহান অগ্নিশিখা কত ধূমময়ী, তাকি দেখিস্ না চটুলে! প্রতিশোধ আছে বৈকি! আমার একি যন্ত্রণা দেখ্‌ছিস্ তার প্রায়শ্চিত্ত-যন্ত্রণা-দৃশ্য বিধিভাস্কর্য্যের চিত্রেও দেখ্‌তে পাবি না! কেন না ভগবান্ যন্ত্রণাভুক্ত হ'য়ে ত যন্ত্রণার সৃষ্টি করেননি! দেখ্‌বি, দেখ্‌বি—সে অভিশপ্ত হতভাগ্যকে দেখ্‌বি?

সখী। দেখ্‌তে সাধ হয় বৈকি রাণী! তোমার শত্রুর দুর্দ্দশা দেখ্‌তে আনন্দ হয়!

চঞ্চলা। প্রহরি! প্রহরি!— অভিশপ্ত দুর্ভাগা বলাদিত্যের পরিবর্ত্তে তোমরা কে?

অনুচরদ্বয়সহ হস্তবদ্ধা জয়লক্ষ্মীর প্রবেশ।

অনুচরদ্বয়। মহারাণীর জয় হোক্!

১ম প্রহরী। দেখুন মা, এই আপনার জয়লক্ষ্মী কি না?

চঞ্চলা। চটুলে কোষাধ্যক্ষকে বলগে যাও, এই দুইজন অনুচরকে যেন বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয়।

[ চটুলাসহ অনুচরদ্বয়ের প্রস্থান।

তুমি কে গো সতীলক্ষ্মী অবন্তিকার ধনকুবেরের কন্যা! রূপ-যৌবনৈশ্বর্য্যের বড় গর্ব্ব তোমার! আজ যোড় করে কেন?

জয়লক্ষ্মী। ভবানীর মহাপরীক্ষায় মা! তিনি যে কারেও রাজসিংহাসন হ'তে নামিয়ে এনে, বৃক্ষতলেও স্থান দেন্‌না, আবার কারেও বৃক্ষতল হ'তে সস্নেহে তুলে নিয়ে রাজার রাজসিংহাসনে বসিয়ে লীলার গৌরব মনে করেন।

চঞ্চলা। হাঁ তা করেন, যেমন তুমি—আমি? কেমন ত? যেমন তুমি বিপুল ধনশালী কুবের-কন্যা আজ পথের ভিখারিণী হ'য়েও বন্দিনী, আর আমি অনাশ্রয়া দরিদ্রকুমারী আজ অবন্তিকার রাজসিংহাসনে!

জয়লক্ষ্মী। ( স্বগত ) নিশ্চয়---এ কথা অতি বড় উজ্জ্বল সত্য—কিন্তু সে সত্য আজ হস্তবদ্ধ! অন্যায়ের কালিমায় লুক্কায়িত অত্যাচারের ক্রোধরক্ত-ভ্রূকুটীতে থর থর কাঁপছে! তার মেরুদণ্ড যেন ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে প'ড়েছে। (প্রকাশ্যে) বন্দিনী হতভাগিনী আমি মহারাণি!

চঞ্চলা। কে হতভাগিনী বন্দিনী—মহাবীর অবন্তিকার রাজ-বিদ্রোহী রাজ্যাভিলাষী বলাদিত্যের গুপ্ত প্রণয়িণী ভাগ্যবতী জয়লক্ষ্মী?

জয়লক্ষ্মী। মা, এ সবই যে অলীক সংবাদ! দেশ-সবিতা দেবতা বলাদিত্য রাজ্যাভিলাষী রাজদ্রোহী আর কুমারী কুলবালা জয়লক্ষ্মী তাঁর গুপ্ত প্রণয়িণী! এ মিথ্যা অলীক দর্পণ কে আপনার চোখের সম্মুখে ধ'রেছে মা?

চঞ্চলা। আহা হা কি সতী গো! কলঙ্কিণি! এখনও মুখ সাম্‌লে কথা ক'স! তুই জানিস্ কার সঙ্গে কথা ক'চ্ছিস্।

জয়লক্ষ্মী। কেন এ ভয় দেখাও রাণি! আমি ত তোমার কোন মর্য্যাদা নষ্ট করিনি! তুমিও রমণী, আমিও রমণী! কেবল প্রাণ-হীনতা স্বভাব-কোমলতার অভাবে আজ তুমি কালভুজঙ্গিণী হ'য়ে এ অবন্তিকার সিংহাসনে কাল বিষোদ্গীরণ ক'র্‌ছ! এও জানি! তাই ব'লে কি ভয় ক'র্‌ব? তুচ্ছ প্রাণের মায়ায় একটা ভ্রষ্টা-চরিত্রা রাজ্যেশ্বরী ব'লে ভয় ক'র্‌ব?

চঞ্চলা। সাবধান কালামুখি, এখনি তোর ঐ পাপ কর্কশ

জিহ্বা শিকারী কুক্কুরীর দন্তে ছিন্ন হবে। উঃ, কি যন্ত্রণা! এতটুকু ক্ষুদ্র বালিকার এতটুকু বুকে এত উচ্চ আকাশস্পর্শী বিরাটব্যাপী গর্ব্বের পাহাড় সাজান র'য়েছে! ধন্য ভগবান, এ তোমার দেখাবার বস্তু বটে! আচ্ছা গর্ব্বিতা মহাসতী জয়লক্ষ্মি! এখন তোমার গুণের দেবতা, দেশের সবিতা বলাদিত্যের অবস্থার বিষয় জান কি? আহা! তিনি এখন কোন্ অবস্থায়—কেমন আছেন গো?

জয়লক্ষ্মী। আহা, জান না দয়াময়ি, তিনি বেশ আছেন। পদ্মফুল আজ নরকের পূতিপুরীষময় ক্ষেত্রে—সে সরল বিশ্বাস আজ কৌশলময়ী প্রতারণার কক্ষে—সে দেবতা আজ পিশাচীর নিমন্ত্রিত অতিথি হ'য়ে কুহকের দ্বারে—বেশ আছেন। রাণি, আমি ত আমার দেবতার বিষয় এই জানি, কিন্তু তুমি তোমার পরিণামের চিত্র কি কিছু কল্পনাতেও দেখেছ? না দেখে থাক'ত দেখ—চোখ থেকে রূপ-যৌবন ধন-জনের মত্ততা-যবনিকা সরিয়ে একবার তোমার পরিণাম দৃশ্যপট দেখ। দেখ্‌ছ কি—তোমার সেই মণি-মুক্তাময় রাজসিংহাসন—তার পর এক পরিখা, তার পরেই বৃক্ষতল! এ ব্যবধানের স্থান কতটুকু রাণি?

চঞ্চলা। কর্কশা কালামুখি! জানি—জানি, সেই ব্যবধানের স্থান আমার নিকট হ'তে তোর স্থিতি—এই যতটুকু! কামাতুরা ছাগীর উপদেশের এই পুরস্কার! (পদাঘাত) কে কোথায়—কারাগারের যে সকল লম্পট দস্যু বন্দী আছে, তাদের সহবাসেই এই দুশ্চারিণীর স্থান।

প্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ।

জয়লক্ষ্মী। মা ভবানি! কন্যা হ'তে বড় আঘাত পেলে মা! এ আঘাত ত আমার অঙ্গে লাগেনি জননি! রাণি! তোমার এত আশু অধঃপতনে অতি দুঃখিত হ'লাম! চল বাছারা, কোথায় আমার লম্পট দস্যু হতভাগ্য সন্তানেরা আছে, সেইখানে নিয়ে চল। রাণি! দেখ্‌বে চল, কেমন তারা সতীমায়ের কাছে মাথা নোয়ায়! হায় রাণি! নারী হ'য়েও সতীত্বের প্রভা দেখনি, এই বড় চমৎকার!

[ প্রহরীদ্বয়সহ প্রস্থান।

চঞ্চলা। ভগবান্! আর যে ধৈর্য্য ধ'র্‌তে পারিনি! আমাকে কি এত রসাতলে নামিয়েছ! যদি এত গভীর রসাতলে নামালে, তাহ'লে এত বড় বিরাট পৃথিবীর বুকে আমাকে লোক-চক্ষের সম্মুখে স্থান দিয়েছ কেন? এস এস ভূকম্পন—অজ্ঞাত রাজ্য হ'তে ছুটে এস—ভূবক্ষ বিদীর্ণ ক'রে আমাকে সেখানকার একটা অলক্ষ্য স্থান দেখিয়ে দাও—

দ্রুতপদে সোল্লাসে শবমুণ্ডহস্তে বিদ্যাধরের প্রবেশ।

বিদ্যাধর। চঞ্চলা, চঞ্চলা, প্রাণাধিকে গৃহলক্ষ্মি আমার! তোমার আদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন ক'রে এসেছি! এই দেখ রাজার ছিন্ন মুণ্ড।

নেপথ্যে বিচ্ছুটী। রাজার ছিন্নমুণ্ড নয় রাণীমা, শ্মশান হ'তে একটা পচা মড়ার মাথা কুড়িয়ে এনেছে। কাপড় খুলে দেখ না— দুর্গন্ধে এখনি ভূত পালাবে।

বিদ্যাধর। এ বিচ্ছুটীর কণ্ঠস্বর, রাখ্ বিচ্ছুটী, এমন সময় রহস্য রাখ্, আর শোন চঞ্চলা! জয়লক্ষ্মীকে এক কুয়োয় ফেলে তার জীবন নাশ ক'রেছি—সুতরাং তার মুণ্ড আন্‌তে পারিনি. এখন এস—আমায় রাজা কর। তোমার সত্য প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর।

চঞ্চলা। ( স্বগত ) উঃ, কি প্রতারক! কি মিথ্যাবাদী! কি বিশ্বাসঘাতক! এরাই আমার সহচর! আর এই আমার রসাতলে নামাবার সোপান।

বিদ্যাধর। কি রাণি! এমন নির্ব্বাক্ হ'য়ে রৈলে কেন? শরীরে কি অসুখ হ'য়েছে? মনেত অসুখ হবার কারণ নেই, কেন না—তোমার প্রণয়ী—তোমার আজ্ঞা বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন ক'রে আজ সে বিজয়ী। সুন্দরি, কথা কও। কেন, কি হ'ল?

চঞ্চলা। লম্পট! বিশ্বাসঘাতক! কুক্কুর! দূর হ, এখনও ব'লছি দূর হ। উঃ—এতদিন চিন্‌তে পারিনি!

বিদ্যাধর। বাঃ, এ ত ভারি মজা! তা—আবার চিনাচিনি কি? বাবা, মজুর খাটিয়ে এ পয়সা না দেবার বদ্ মতলব! এবার আর তা হবে না মণি! এবার তোমার নিজ হাতের সাফ কবলায় দস্তখত—( পত্র প্রদর্শন ) জোরে দখল ক'রব। ( চঞ্চলার হস্ত ধারণোদ্যত )

চঞ্চলা। সাবধান ইতর,—তোর শাস্তি এখনি দিচ্ছি, এখন এক একটী কথার উত্তর দে।

বিদ্যাধর। তা—অতো মুখ ঘুরোচ্চ কেন? কেন রাণী ক'রেছি ব'লে নাকি? হুঁ, তা শুন্‌ছিনি, জোরে দখল ক'র্‌ব।

চঞ্চলা। আবার, নরকের পোকা, আমার অমূল্য সতীত্বের বদলে যে রাজ্য ক্রয় ক'রেছি, তুই তাতে আবার কথা কচ্চিস্? উত্তর দে, জয়লক্ষ্মী কোথায়—

বিদ্যাধর। কেন নিশ্চিন্তিপুরের কুয়োয়—তুমি মনে ক'রেছ, তাকে মার্‌তে পারিনি, তা শুন্‌ছিনি—জোরে দখল ক'র্‌ব।

চঞ্চলা। মনে ক'র্‌ব কেন, জীবন্ত প্রত্যক্ষ ক'রেছি। অসং-কোচ মিথ্যাবাদী—সে জয়লক্ষ্মী তোর আস্‌বার বহুপূর্ব্বে আমার কারাগারে বন্দিনী।

বিদ্যাধর। এ নিরেট মিথ্যা কথা! যদি প্রত্যক্ষ ক'রেছ বল, তাহ'লে সে জয়লক্ষ্মীর প্রেতাত্মাকে প্রত্যক্ষ ক'রেছ। আমি তাকে নিশ্চয় নির্ঘাত মেরেছি! সে মারার কাছে—ফাঁক একটুও নেই। হুঁ, তা শুন্‌ছিনি, জোরে দখল ক'র্‌ব।

চঞ্চলা। উঃ, আর না, বিদ্যাধর—লম্পট রাজা হবি, চঞ্চলাকে নিয়ে বামে বসাবি, আগে তোর কৃতকার্য্যের পুরস্কার নে—তার পর। (পদাঘাত) এখুনি এই পুরী হ'তে দূর হ'। নৈলে কারাগার তোর স্থান।

[ প্রস্থান।

বিদ্যাধর। কি মেয়ে মানুষের লাথি! এত অপমান! এত

লাঞ্ছনা—একটা বেশ্যা লাথি মার্‌লে! চঞ্চলা—চঞ্চলা—এবার ললাটের সৌভাগ্যের রেখা মুছে ফেল, ধুয়ে ফেল! শিয়াল কুক্কুরকে নিমন্ত্রণ কর—তোর দুর্ভাগ্য দেখে কাঁদ্‌বে!

[ বেগে প্রস্থান।

---

## ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

আশ্রম।

শক্তিপ্রসাদ ও সন্ন্যাসীগণের প্রবেশ।

সকলে। গীত।

বেদনা ছিল বড় ভিখারিণী গো, তখন কিন্তু দয়ার জন্ম হয়নি।
জনমিয়ে দয়া বেদনারে নিল, তখনো বেদনার দুঃখ যায়নি॥
যখন মায়ে বেটায়, ভাই বোনে, বাবা মায়ে ক'র্‌লে এক কুটীরে বাস,
তখন দয়ার সঙ্গে মায়া এলো, নিয়ে স্নেহ-মমতার রাশ,
পরে দয়া বেদনা নিয়ে, দেশ বিদেশে বেড়ায় গিয়ে,
নীরব হ'য়ে সবার কাছে কোন কথা কয়নি,
তাদের দেখে আদিম মানুষ, তখন কিন্তু দয়ার আস্বাদ পায়নি॥
পরে বেদনা যখন সবার বুকে, ব'স্‌ল গিয়ে আসন পেতে,
তখন আর কারো চোখের জল রয়নি।
দয়ার আগে বেদনা সৃষ্টি, তাই তার মায়ের সৃষ্টি সয়নি॥

চম্পাবতীর প্রবেশ।

চম্পাবতী। বাবা, ভবানীকে ত কাল সন্ধ্যে হ'তে এ আশ্রমে দেখ্‌তে পাচ্চি না!

শক্তিপ্রসাদ। তাইত মা, বালিকা কোথায় গেল! জান কি মা—ঐ কুমারীরূপিনী ভবানী কে? কেউ তোমরা তাকে চিনতে পারনি! ও বেটী স্বয়ং ভবানী! কেবল আমাদের নিয়ে আমাদের চোখে ধূলা দিয়ে খেলা ক'র্‌ছে!

শৃঙ্খলাবদ্ধ ভবানীকে বক্ষে লইয়া সিদ্ধিনাথের প্রবেশ।

সিদ্ধিনাথ। বাবা, আর আমাদের ভবানী খেলা ক'র্‌বে না। তার খেলা শেষ হ'য়েছে, এখন আমাদেরও খেলা শেষ করি আসুন। আমার ভবানী আর নাই!

চম্পাবতী। অ্যাঁ—বাবা,মা ভবানীর এ দুর্দ্দশা কে ক'রেছে! কে বাছার কোমল সোণার হাতে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধেছে! ভবানি! ভবানি! বল্‌ মা, কোন্‌ পাষাণ তোর এ দুর্দ্দশা ক'রেছে! কোন্‌ নিষ্ঠুর বনের স্বভাব-লতাকে এমন ক'রে দলন ক'রেছে!

সিদ্ধিনাথ। কে কথা কইবে মা, ভবানী আমার যে সংজ্ঞা-হারা! বাছা আমার কোন্‌ ব্যথায় ব্যথিতা হ'য়ে কোন্‌ অভিমানে অভিমানিনী হ'য়ে কথা কইছে না, তা ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! গত-

কাল যখন সন্ধ্যায় বাছাকে আশ্রমে দেখ্‌তে পেলেম না, তখন আশ্রমের চারিদিকে বাছাকে ব্যাকুলভাবে খুঁজ্‌তে লাগ্‌লাম! সকল অনুসন্ধান নিষ্ফল হ'ল! প্রভাতে নবোদিত সূর্য্যের স্বর্ণ-কিরণের সঙ্গে সঙ্গে দেখ্‌লাম, অদূর গিরিমালার সানুদেশে আমার স্বর্ণকান্তি ভবানী অশ্রুপ্লুতা, বদ্ধহস্তা, হতচেতনা, ধূলিশয্যাশায়িতা! আবেগে আকুল স্বরে "ভবানী, ভবানী" ব'লে উচ্চ চীৎকার ক'র্‌লাম—প্রতিধ্বনিও তার দ্বিগুণ স্বরে তাকে আহ্বান ক'র্‌লে, কিন্তু ভবানীর কোন সাড়া পেলাম না! মা—মা—মা চম্পাবতি, তুমি একবার মাতৃ-কণ্ঠ-স্বরে আমার ভবানীকে ডেকে দেখ!

চম্পাবতী। ভবানি, ভবানি মা, মা,—

ভবানী। কেন মা আমার সুখের ঘুম ভাঙালি! চেতনায় যে বড় জ্বালা বাড়্‌ছে মা! আমার হাতের শিকল দেখে কি আমার বুকের জ্বালা বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্‌ না? আমার জয়লক্ষ্মী যে আমার হাতে শিকল পরিয়েছে মা! আরও একটা দেখিস্‌নি, দেখ্‌ জননি—আমার বুকে আর একটা পদাঘাতের ক্ষত দেখ্‌! সে পদাঘাত রাক্ষসী চঞ্চলার! সে এমনি ক'রে অনেক দিন হ'তে আমার ভামতীকে যন্ত্রণা দিয়ে আমাকেও যন্ত্রণা দিচ্ছিল, সে যন্ত্রণাও স'য়েছি মা, কিন্তু যন্ত্রণার উপর এ যন্ত্রণা আর সৈতে পার্‌লাম না, তাই মা নিজের চেতনা নিজে হারিয়ে বেশ ছিলাম—কেন আমায় জাগালি?

শক্তিপ্রসাদ। তবে নাকি মা ভবানি, তুই ধরা দিবি না,

আজ নিজে বেদনা পেয়ে—আমাদের বেদনা বুঝ্‌তে পেরে ধরা দিয়েছিস্! এখন বল মা গৌরি-কুমারি! তোমার কুমারীদের উপায় ক'রেছ কি ?

সকলে। জগজ্জননি বল, বল, তোমার কুমারীদের উপায় ক'রেছ কি ?

ভবানী। বিদ্যুৎ বজ্র আস্‌বার ঘোষণা দেয়, নির্ব্বাত সৌম্য গম্ভীর প্রকৃতি—প্রলয় ঝড়ের বিজ্ঞাপন প্রচার করে—বাবা, কারাগারবাসিনী বেদনারও তেমনি অগ্রদূত উপায় উপস্থিত।

## সসৈন্যে পদ্মনাভের প্রবেশ।

পদ্মনাভ। হাঁ মা, এই তোমার অগ্রদূত উপস্থিত! উপায়-রূপিনি, তাহ'লে তুমি অগ্রবর্ত্তিনী হও, অসিধরা অভয়া, এই ধর অসি, অসি ধ'রে অগ্রবর্ত্তিনী হও! তখন চিনিনি মা, এখন চিনিছি, পথ-প্রদর্শিনী হও। তোমার ফুৎকারে মা মহাকাল-স্বরূপিনি, কত শুম্ভ-নিশুম্ভ-রক্তবীজ—কত মহিষাসুর উড়ে গেছে—কত সৃষ্টির বিবর্ত্তন ঘ'টেছে—কত ইন্দ্র-চন্দ্র-সূর্য্যপাত হ'য়েছে, তখন আর আমাদের চিন্তা কি মা চিন্ময়ি ?

সকলে। জয় মা ভবানি, তখন আর চিন্তা কি ?

## শ্রীহর্ষের প্রবেশ।

শ্রীহর্ষ। তখন আর চিন্তা কি মা, যখন আজ চেয়েছ তুমি চৈতন্যময়ি—সমস্ত বিশ্বে একটা শক্তির স্পন্দন এসেছে! সে

স্পন্দনে অবসরপ্রাপ্ত রাজ-সেনাপতি বৃদ্ধ পদ্মনাভ আজ—তার পূর্ব্ব অনুগত রাজসৈন্যগণকে চালিত ক'রে এনেছে! আজ অবন্তিকার দুর্গ বীরসৈন্যশূন্য! একটা নষ্ট আশার শূন্য বক্ষ পরিপূরণে সকলেরই চেষ্টা উদ্যম উৎসাহ জেগে উঠেছে। চল্ চল্ মা—আজ মা, তোর জাগরণে তোর মন্ত্র-দীক্ষিত ভবানী-সৈন্যগণের উল্লাসের নৃত্য দেখ্‌বি চল্। আজ সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গপুঞ্জ—কি আগ্নেয়গিরির মূর্ত্তি ধারণ ক'রে ধাতু গৈরিকস্রাব নিঃসৃত ক'র্‌ছে—দেখ্‌বি চল।

সকলে। জয় মা ভবানি, চল্, মা চল্।

পদ্মনাভ। চল্ মা চল্—কোমলা কুমারীমূর্ত্তি পরিহার ক'রে, চঞ্চলা পিশাচীর পাপ-রঙ্গক্ষেত্র অবসান ক'র্‌তে লীলারণরঙ্গিণী সংহারিণী মূর্ত্তিতে চল্ মা চল্! লীলাময়ি, যে লীলায় দুশ্চারিণী চঞ্চলার অহঙ্কার-অভ্যুদয় দেখাতে অবন্তিকার রাজরাজেশ্বর প্রদ্যোতবর্দ্ধনকে অন্ধ বনচারী ক'র্‌তেও বেদনা পাওনি, রাজশুভানুধ্যায়ী প্রকৃত রাজভক্ত প্রাণাধিক বীরকেশরী বলাদিত্যকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও বন্দী ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হওনি, পিতৃ-মাতৃ-স্নেহচ্ছায়াপালিত সংসার-জ্ঞানানভিজ্ঞা বালিকা ভামতী—জয়লক্ষ্মীকে—তাদের সুখের ক্রোড় হ'তে বঞ্চিত ক'রে পিশাচী চঞ্চলার বাঞ্ছাপূর্ণের জন্য বাঞ্ছাময়ি, তাদের কারাগার-নরকে রাখ্‌তেও নাসিকা কুঞ্চিত করনি—আজ সেই লীলার প্রতিলীলায় ধর্ম্মের কি উজ্জ্বল প্রভা দেখাবে—পুণ্যের কি যোগ্য পুরস্কার দান ক'র্‌বে—পাপের কি ভীষণ দণ্ড বিধান ক'র্‌বে, তাই দেখাবি চল্ মা!

সকলে। জয় মা ভবানি, চল মা চল।

বিধর্ম্মীসৈন্যগণসহ দরাসের প্রবেশ।

দরাস। আর দেখাবি চল্ মা, যে ইচ্ছা-লীলায় আজ রাজ-সৈন্য—তোর নিজের দীক্ষিত ভবানীসৈন্য আর তোর ত্যাজপুত্র দরাসের সংগৃহীত বিজাতীয়সৈন্য—এই মুক্ত ত্রিধারার যুক্ত ত্রিবেণী-তীর্থে পরিণত হ'য়েছে, সেই তীর্থ-মহিমার কত শক্তি—তাই আজ বিশ্বসংসারে দেখাবি চল্।

ভবানী। মায়ের সন্তান! তুমি হিন্দু, তুমি ম্লেচ্ছ, আজ সকলে এক মাকে চিনেছ! মায়ের দুঃখ বুঝেছ, ভাই ভাই এক হ'য়েছ, ভায়ের দুঃখ জেনেছ, এর চেয়ে মায়ের আর অধিক আনন্দ কি আছে বাপ্! এস বাবা, সকল ভেয়ে ভেয়ে আলিঙ্গনবদ্ধ হ'য়ে মায়ের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ ক'রে যাত্রা করি চল। ( সকলের তথাকরণ )

সকলে। জয় মা ভবানীর জয়। চল্ মা চল্।

গীত।

আয় যাত্রি, আয় যুক্ত ত্রিবেণী তীর্থে করিতে স্নান।
সে পুণ্য সলিলে অবগাহিলে রে, ধুয়ে মুছে যাবে সব পাপ অভিমান॥
সেথা সব যাত্রীর একটী মাতা, সবারি এক শয্যা পাতা,
সবার মাথায় একটী ছাতা, করে সবার রৌদ্র অবসান,
সেথায় এক বাঁশরী, একই ছন্দে একই মন্ত্রে মুগ্ধ করে সবার প্রাণ॥

[ সকলের প্রস্থান।

## সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

### কারাগার।

### চঞ্চলা, জনৈক সখী ও গজারুর প্রবেশ।

গজারু। কাল রাত্রে বতর সই বিষ্টি হ'য়ে গেছেক দিদি, লাঙ্গলের যো হ'য়েছেক, আর আমার থাক্‌বার যো নেই, আর কি জেঠা আছে দিদি, যে গোঁফে তা দিয়ে বেড়াব! হায় হায় গুঞ্জরি! তোর জন্যে আমি আমার বাপের বড় জেঠাকে পর্য্যন্ত খুন ক'রেছি, তবু তুই আমার হ'লিনি! হায়! হায়! (রোদন) এখন দিদি, তুমি গুঞ্জরি দিয়ে আমায় শীগ্‌গির বিদিই কর। আমার আর থাক্‌বার যো নেই।

সখী। আ মর্, যার জন্যে গুঞ্জরি পাবি, আগে সে কাজ কর্। তোর রাণী দিদির সঙ্গে কি কথা হ'য়েছিল?

গজারু। যে কথা হ'য়েছিল, সে কাজ করিয়ে নাওনা! মেয়েমানুষহুটোকে বে আবরু ক'র্‌তে হবে, আর সেই যমদূতের মত মরদটাকে অপমান ক'র্‌তে হবে, তাহ'লেই গুঞ্জরিকে আমায় তোমরা ছেড়ে দিবেক। তা সব পার্‌বো, কিন্তু গুঞ্জরিকে ত আমি বে আবরু কর্‌তে পার্‌বোক না! তাকে নিয়ে যে আমায় ঘর ক'র্‌তে হবেক! তাকে আমি বউড়ি ক'রে রাখ্‌ব।

চঞ্চলা। তাকে তুই বে আব্রু ক'র্‌বি কেন রে চাষা! তাকে আদর ক'র্‌বি, তার হাত ধ'র্‌বি, তার চুম খাবি?

গজারু। তা এত লোকের সামনে কি মেয়ে মানুষের মুখে চুম খাওয়া যায়?

চঞ্চলা। আচ্ছা—গুঞ্জরির চুম না খাস্, আর একজন যে আছে—তার ত চুম খেতে পা'র্‌বি?

গজারু। তা নয় চোখ বুঝিয়ে খাব! তুমি তাকে এনে দাও না! আচ্ছা দিদি, তুমি ঐ মুস্‌কো মরদটাকে ধরে রেখেছ কেনগ? মিন্‌সের চেহারাটী বেশ, কিন্তু দেখ্‌লেই ভয় হয়, তা ও তোমার কি ক'রেছেক!

চঞ্চলা। ও আমার সব ক'রেছে! স্বর্গে তুলেছে, নরকে নামিয়েছে!

গজারু। ও, যেমন গুঞ্জরি আমায় ক'রেছেক। তাহ'লে রোগ তোমার আমার একই। তবে একটা মদ্দা রোগ, আর একটার মাগী রোগ! মিন্‌সে কি বোকা আহম্মক! রাণীকেও চায় না!

চঞ্চলা। তুই এখন চুপটী ক'রে বোস্, তারা এখনি আস্‌বে। তোকে যা ক'র্‌তে ব'ল্‌ব, তাই ক'র্‌বি।

গজারু। যাই কর, কিন্তু একটু বেলাবেলি ছেড়ে দিতে হবেক দিদি! আমার ক্ষাতে জল লেগেছেক। হায় রে গুঞ্জরি, কতক্ষণে তোকে নিয়ে বাড়ী যাব!

**প্রহরীসহ শৃঙ্খলাবদ্ধ বলাদিত্য, ভামতী ও জয়লক্ষ্মীর প্রবেশ।**

বলাদিত্য। রাণি, রাজরাজেশ্বরি, তোমার জয় হোক্,

তোমার মঙ্গল হোক্, আজ কি ব'লে যে, তোমায় আমার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাব, নিঃস্বম্বল আমি—সে উপহার ত আমার সংগ্রহ নাই। দয়াবতী তুমি, তাই তুমি এখন' আমার স্নেহের ভগিনী ভামতীর জীবন নষ্ট করনি! সে আমার বেঁচে আছে! ভামতি, ভামতি, একবার সরল দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চা দেখি বোন, দেখি একবার তোর সেই স্বভাবগৌরবোৎফুল্ল স্বচ্ছ শুভ্র অম্লান শুদ্ধ পবিত্র পুষ্পতুল্য হৃদয়খানি! একবার দেখ্‌বো—সেই দেব-পুষ্পে কোন পাপ-অত্যাচারের স্পর্শ প'ড়েছে কিনা?

ভামতী। দাদা—দাদা—দাদা—তুমি কার সঙ্গে কথা ক'চ্চ, আমি কি মৃতা! তোমার সহোদরা ভগিনী আমি—সতী কুলেশ্বরী চম্পাবতীর কন্যা আমি—জীবিতা ভামতী আমি! আমাতে তুমি কিসের কল্পনা ক'র্‌ছ?

বলাদিত্য। হাঁ, এইত সেই অপাপকলঙ্কিত সরল বিশুদ্ধ দৃষ্টি! যে দৃষ্টিতে বংশ-গৌরব-মহিমা প্রতিফলিত হ'তো, নারী-মূর্ত্তিকে কমনীয় স্বর্গীয় ক'র্‌তো, হাঁ—এই ত সেই অবক্র অকুটিল বিশ্বজয়িনী দৃষ্টি! চঞ্চলা, তিন দিন অনাহারে আছি, ধূলি শয্যায় শয়ন ক'রেছি, তোমার আজ্ঞায় প্রতিদিন দশ মণ প্রস্তর চূর্ণ ক'রেছি! প্রহরীর বেত্রাঘাত-ক্ষত জ্বালা সহ্য ক'রেছি, তার উপর তুমি স্বয়ং কারাগৃহে গিয়ে আমার দুর্দ্দশা দেখে শেষে যে ক্রূর তীব্র হাসি হেসেছ, সে হাসির অশনিপাতও সহ্য ক'রেছি, কিন্তু দয়াময়ি, আজ তুমি আমাকে আমার নিষ্কলঙ্ক ভগিনী ভামতীকে দেখিয়ে তার পুরস্কার দিয়েছ। তোমার জয় হোক্।

গজারু। হাঁ ভাই! তোমার কথাবার্ত্তা গুলি বেশ, কিন্তু দেখ্‌ছি কিছু বুদ্ধি শুদ্ধি কম! তা দিদি ত তোমায় সন্তোষ ক'রেছে, তুমিও দিদিকে সন্তোষ কর না কেন? তা'হলে ত সব ঝঞ্ঝাটই মিটে যায়,আমি গুঞ্জরিকে লিয়ে ঘরে যাই। আমার ক্ষাতে জল লেগেছেক, আর দেরী ক'র্‌তে পারি না! দিদি, লক্ষ্মীটী, পটিয়েসটিয়ে নাও! ঝগড়া ক'দিন থাকে! আমার ক্ষাতে জল লেগেছে।

সখী। চুপ্‌ চাষা, কথা কইবি ত প্রাণ হারাবি!

গজারু। ও কি গো, এমন কথা ত আগে ছিলনি! হুঁ, আমি এই ছুঁড়িটার আবরু নষ্ট ক'র্‌ব। কাজ সেরে নাওনা গো, আমার ক্ষাতে যে জল লেগেছেক।

সখী। ( গজারুর কর্ণ মর্দ্দন পূর্ব্বক ) চুপ্‌ কথা কইবি ত মেরে ফেল্‌ব।

গজারু। দেখ্‌ছিস্‌ গুঞ্জরি, আমার ন্যাকালগুলো দেখ্‌ছিস! তোর জন্যই আমার এই কাণ মোলা! চুপ ক'র্‌লুম নৈলে মেরে ফেল্‌বেক। হাঁগা, কখন তোমাদের আবরু নষ্ট ক'র্‌তে হবেক। আমার আর ভাল লাগ্‌ছেক না, সেদিকে আমার ক্ষাতে জল লেগেছেক।

চটুলা। আবার চাষা—

গজারু। না আর কথা কইবক নি! না এ বছর আর চাষ ক'র্‌তে পার্‌লুম নি। ( উপবেশন )

চঞ্চলা। ( জনান্তিকে ) একি হ'ল চটুলা, সত্যই কি

এই সকল দুর্দ্দশায় আনন্দ আসে, না আমায় শ্লেষ ক'রে ব'ল্‌ছে ?

বলাদিত্য। রাণি ! যথেষ্ট হ'য়েছে ! আর কেন ? যা ভেবেছ, তা হ'বার নয়। এখন তোমার শেষ বাঞ্ছা পূর্ণ কর, আর আমি আমার কর্ত্তব্য কি ভাবে পালন করি, তা তুমি দর্শক হ'য়ে দর্শন কর।

চঞ্চলা। পাদুকা পদে থাক্‌বি, না উচ্চ শিরে আরোহণ ক'র্‌বি ?

বলাদিত্য। প্রস্তুত আছি কলঙ্কিনি ! তোর প্রেম অপেক্ষা পাদুকা অনেক শ্রেষ্ঠ।

চঞ্চলা। চটুলে ! প্রেমালিঙ্গন হ'তে পাদুকালিঙ্গন কত মধুর, তুমি আস্বাদন করাতে পার্‌বে কি ? গজারু—( পাদুকা উন্মোচন )

গজারু। এই মরদটাকে জুতো মার্‌তে হবেক ?

চঞ্চলা। হাঁ, উদ্ধত কুক্কুরকে দমন ক'র্‌বার এই উত্তম ঔষধ।

গজারু। যা হোক তোমার কুকুর মারা অসুদ ! ও যে ভদ্দর লোক, তা আমি পার্‌ব না।

সখী। পার্‌বিনা ত, স্বীকার ক'রেছিলি কেন রে চাষা ! এখন রাণী যা ব'ল্‌বেন, তাই ক'র্‌বি।

গজারু। তা ব'লে কি আমি ভদ্দর লোককে জুতো মার্‌ব' ব'লেছিলাম ? তাঁ ভারি ত, আমার জাতে জল লেগেছে. আঃ! বল্‌ছেন, ভদ্দর লোককে প্যাঁদা। তা প্যাঁদাব কেন, ভদ্দর লোককে

রাই ত চাষা লোককে জুতো মারে, তা চাষা ভদ্দর লোককে জুতো মার্‌বে কোন্ হিসেবে? আজ যেন রাণীদিদির সাম্‌নে আছি, কাল যখন ক্ষাতে নেমে ধান রুইব, আর ঐ ভদ্দর লোক গিয়ে আমায় প্যাঁদাবে, তখন তোমরা গিয়ে কি ধর্‌বে? সে কাম আমা হ'তে হবেকনা।

জয়লক্ষ্মী। হায় মা ভবানি! আর' কত দেখাবি মা!

বলাদিত্য। রাণি! তুমি যে আদেশ দিচ্চ, ও আদেশ পালন ক'র্‌তে চাষা পার্‌বেনা, তোমার অনুচরেরা পার্‌বেনা, চণ্ডালে পার্‌বেনা, জল্লাদেও পার্‌বেনা। সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যাপাত্রী তুমি, একমাত্র তুমিই তোমার আদেশ স্বহস্তে পালন ক'র্‌তে পার্‌বে। আর কেন, তাই কর।

চঞ্চলা। অপেক্ষা কর্ চণ্ডাল! আগে তোকে তোর ভগিনীর মুখ চুম্বন করাই, তারপর—অন্য ব্যবস্থা ত আছেই।

বলাদিত্য। বজ্র শত মূর্ত্তিতে আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ কর! প্রলয়কালাগ্নির কৃষ্ণনীল নিবিড় ধূমরাশি—এই অন্ধকারময় কারাগৃহ আচ্ছন্ন কর, নয়, মা বসুন্ধরে! তুমি বিদীর্ণ হ'য়ে এই কারাগৃহ গ্রাস কর। রাণি! রাণি! একবার স্মরণ কর যে, তুমি রমণী! এ তোমার দূর দুরাশা! বুঝি, বাল্যে তুমি নিজ ভ্রাতার সহিত সে দৃশ্যের অভিনয় ক'রেছ, কিন্তু আরও সে দৃশ্য পৃথিবীর কোন নরসমাজে দেখ্‌তে পাবেনা। সে নরকের চিত্র—তোমার নরকেই লীন হ'য়েছে!

চঞ্চলা। একটু অপেক্ষা কর সাধু, সকল দৃশ্যই আমি তোমার

দেখাচ্চি! চটুলে—চটুলে—পাদুকা নে, বন্দীর শিরে পাদুকাঘাত কর্! দেখি—ধূর্ত্ত শৃগালের মস্তক নত হয় কি না? উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুরের মনের বল কতক্ষণ স্থায়ী থাকে!

সখী। কুক্কুর! তোমার স্পর্দ্ধা বড়! রাণী গণিকা!

( শিরে পাদুকাপ্রহার )

ভামতী। দাদা—এ মা ভবানীর দান—প্রফুল্ল চিত্তে গ্রহণ কর। ঐ মস্তকে মা আমার রাজমুকুট পরাবেন ব'লেই আজ তাঁর এ মহাপরীক্ষা!

জয়লক্ষ্মী। দেবতা—দেবতা—ঐ মস্তক তোমার ধর্ম্ম-জগতে বিজয়স্তম্ভরূপে চির বিদ্যমান থাক্‌বে! চন্দ্র সূর্য্যের ধ্বংস হবে, রাণী চঞ্চলার রাজ্য যাবে, পথের ভিখারিণী হবে, কিন্তু তোমার এ অপমান—এ যন্ত্রণার কীর্ত্তিমুকুট আপ্রলয় সমুদায় পৃথিবীর সার্ব্বভৌম সিংহাসনে ব'সে মহিমা-প্রভা বিস্তার ক'র্‌বে।

চঞ্চলা। চটুলে! ও কুক্কুরের পাদুকাঘাতে কিছুই হবে না। গজারু! ঐ ছুঁড়িটাকে—তোকে যা ব'লেছিলাম, তাই কর্।

গজারু। ( অগ্রসর হওন ও হস্তধারণ )

ভামতী। ভাই! ভাই আমার!

গজারু। দিদি—দিদি আমার! কেন এত ভয় দিদি! রাণি দিদি! এ আমার ছোট বোন্‌টী! তুমি একে ক্ষমা কর। সে এমনি ক'রেই আমায় দাদা ব'লে ডাক্‌তক্! গুঞ্জরিকে আমি চাইনা! এখন বুঝ্‌ছি—গুঞ্জরি কে? ও একটা বড় লোকের মেয়ে। তোমার জন্যই ওর আজ এ দুর্দ্দশা। রাণিদিদি! আমরা চাষা,

ছোটলোক ব’লে কি আমাদের বুকটাও ছোট ! তোমরা কি মনে কর, চাষাদের প্রাণে দয়া-ধর্ম্ম-স্নেহ-মায়া কিছুই নাই ! চাষা কি ভগবানের রাজ্যে দানাদক্কি-রাক্ষস ! তা মনে ক’রোনা দিদি, আমরা বলি, দয়া—মায়া তোমাদের পাকাঘরে আশ্রয় না পেয়েই আমাদের মত গরীবদের পাতার কুঁড়েয় এসে সেঁদিয়েছেক ! যাক্ গুঞ্জরি—তুইও আমার দিদি ! আমার মুখের নোংরা কথাগুলো ভুলে যাস্ দিদি ! তোকে আমি প্রণাম ক’র্‌ছি। তোদের এমন দিন কখনই থাক্‌বেক না। মা কালী ক’রুন, আবার তোদের সুখের দিনে এসে দেখা ক’রে যাব। ছিঃ, এমন বিভ্রাটে চাষা পড়ে ! আমি এখন চল্লাম—আমার ক্ষেতে জল লেগেছেক।

[ প্রস্থান।

বশাদিত্য। ভাই চাষারে ! তোর অতোটুকু ছোট বুকে যে মহত্বের মণিমুক্তাসম্পদস্তূপ ঢালা র’য়েছে দেখ্‌লাম, অবন্তিকার রাজরাজেশ্বরীর এত বৃহৎ রত্নভাণ্ডারেও তার শতাংশ দেখ্‌লাম না ! রাণি ! ভগবানের রাজত্বে পৈশাচিক উদ্দেশ্য ত সিদ্ধ হবার নয়, তখন—দয়াময়ি ! অন্য কোন ব্যবস্থা কর। অন্য কোন অপমান যন্ত্রণার আবিষ্কার কর, যার নিষ্পেষণ-চক্রে এই তিনটী অসহায় জীবের জড়দেহগুলি অস্থি-মাংসের বর্ত্তুলে পরিণত ক’রে তার উপর বীভৎস ক্রীড়া ক’র্‌তে পার ! নৈলে আনন্দময়ি, আনন্দ পাবে না ! তোমার প্রবৃত্তি-প্রেতিনীর মহা-পূজা হবেনা ! রাণি ! দয়া কর, আর চক্ষের সম্মুখে এ শিরীষ-

কুসুমকোমলা অবলা দুটীর উপর তপ্ত লোহিত বজ্রদণ্ডাঘাত ক'রো না ! যদি কর—আমায় অন্ধ কর ! দয়া ক'রে অন্ধ কর ! নয়—দয়া ক'রে আমার প্রাণদণ্ড বিধান কর ! শান্তি পাব, তৃপ্তি পাব, আমার প্রেতাত্মা তোমার জয় ঘোষণা ক'রবে ।

চঞ্চলা । পাবে—পাবে—অভিশপ্ত ! আজ আমি কল্পব্রতা ! ক্রমে ক্রমে সকলেরই প্রার্থনা পূর্ণ ক'র্‌ব ।

ভামতী । রাণি—রাণি—আমিও আজ দুইবৎসর তোমার কারাগারে অতিথিনী—কোন দিন তোমার কোন আজ্ঞার অবহেলা করিনি ! আজ বন্দিনীর একটী নিবেদন—একটী আবেদন—একটী প্রার্থনা তোমায় বিরক্ত ক'র্‌ছে রাণি ! অপরাধ মার্জ্জনা কর, সত্বর আমার এ যন্ত্রণার অবসান কর । যে কোন যন্ত্রণা—অপমানের বিনিময়ে আমায় এই পুরস্কার দাও দেবি !

চঞ্চলা । তুমিই অগ্রে আমার পুরস্কার পাবার যোগ্যা—তোমার পুরস্কার দেখে অনেকের চৈতন্য হবে । এই ধর—তীব্র বিষ ! পান কর, সকল জ্বালার অবসান হবে । ( বিষ প্রদান )

ভামতী । দাও, দাও, রাণি ! তুমি মায়ের কাজ ক'র্‌লে ! দাদা—

বলাদিত্য । নির্ব্বিকার চিত্তে পান কর ভগিনী আমার ! আজ তুমি যে গৌরবরত্ন রক্ষা ক'রে এই তীব্র বিষপানে তোমার পবিত্র জীবন অকালে বিসর্জ্জন ক'র্‌বে, তাতে আমি বা আমাদের পিতা মাতা কেউ দুঃখিত হব'না ভামতি ! আমাদের

সমুদায় দুঃখাশ্রু আজ আনন্দাশ্রুতে পরিণত হবে! পান কর ভাগ্যবতি, সুধা পান কর। অমর জীবন প্রাপ্ত হ'য়ে সতীলোকে দেবী-রাজ্য উজ্জ্বল করগে যাও।

ভামতী। আঃ—( বিষপান ) দাদা—এ বিষ বড় মধুর! স্বর্গ কতদূর—কতক্ষণে সেই স্বর্গরাজ্যের সুন্দর সৌন্দর্য্য দেখ্‌ব! জয়লক্ষ্মি—দিদি আমার—আজ যদি আমার ক্ষমতা থাকৃত—তাহ'লে তোমাকেও এ সুধার অংশদান ক'র্‌তাম্। আমি স্বর্গে যাচ্চি দেখে—নিশ্চয়ই তুমি দুঃখিত হবে না—তোমার দেবী-প্রাণ, আমি তা জানি, আর যদি ভাই—তুমি বেঁচে থাক, তাহ'লে আমার ভাগ্যবতী মাতা দেবী চম্পাবতীকে ব'লো যে, আমি তাঁর অযোগ্যা কন্যা নই! তাঁর নামের—তাঁর পিতৃ-শ্বশুর কুলের কোন অঙ্গের কোন স্থানে আমি কলঙ্ক-কালিমা-বিন্দুপাত ক'রে যাই নাই! দাদা—ঐ স্বর্গ দেখ্‌তে পাচ্চি! স্বর্গরাজ্যের রাজরাণীর কি স্নিগ্ধ প্রাণাভিরাম মূর্ত্তি—আহা—হা—সুমেরু-কুমেরু যুগল গিরিরাজ তাঁর পাদযুগল! শ্যামা বসুন্ধরা তাঁর কটীদেশ, বিরাট ব্যোমপ্রদেশ তাঁর গম্ভীর সুন্দর মুখমণ্ডল! আহা—হা—চন্দ্রসূর্য্য তাঁর যুগ্মচক্ষু—সমুদায় উন্মুক্ত নীলাকাশ তাঁর নিবিড় ঘনকৃষ্ণ মুক্ত কেশপাশ! মুক্তকেশী মা আমার বরাভয় যুগল কর প্রসার ক'রে—কত আদরে—কত স্নেহে আমায় আহ্বান ক'র্‌ছেন—যাই—মা—দাদা—আসি—বি—দা—য়! ( মৃত্যু )

জয়লক্ষ্মী। যাও ভগিনি—স্বর্গরাজ্যে—সতীলোকে রাজ্ঞঃ রাজেশ্বরী হ'য়ে বিরাজ করগে!

বলাদিত্য। যাও ভগিনি—আমাদিগে নিশ্চিন্ত ক'রে নিজে নিশ্চিন্ত হ'য়ে—সে নিশ্চিন্ত স্বর্গরাজ্যের নিশ্চিন্ত শান্তি ভোগ করগে! সেখানে দুশ্চারিণী চঞ্চলার কোন যন্ত্রণা তোমার পদচ্ছায়াস্পর্শ ক'র্‌তে পার্‌বেনা।

চঞ্চলা। ভগিনীর অপঘাত মৃত্যুতে বড় আনন্দ পেয়েছি'স্‌ নয় রে পাষণ্ড! এখন ভগিনী হ'তেও প্রিয় তোর প্রণয়িনীর নবস্বর্গ গমনের মধুর দৃশ্য দর্শনে আরও আনন্দ ভোগ করাই আয়। এই তীক্ষ্ণ ছু'রিকা দেখ্‌ছিস্‌, এই তীক্ষ্ণ ছুরিকায় তোর প্রণয়িনীর প্রত্যেক অঙ্গ গভীর দীর্ঘভাবে ভেদ ক'র্‌ব আর সেই গভীর ক্ষত রক্তধারা অঞ্জলিপুটে ধারণ ক'রে তোদের প্রেমের রক্তাভিষেক ক'র্‌ব—তুই আনন্দে চীৎকার ক'র্‌তে থাক্‌বি, আর আমিও মহানন্দে দুই বাহুতুলে হা-হা—হা—ক'র্‌তে থাক্‌ব! জয়লক্ষ্মি, প্রস্তুত হ', বড় ব্যথা দিয়েছিস্‌—আজ ব্যথার জ্বালা অনুভব কর্‌। (ছু'রিকা লইয়া জয়লক্ষ্মীকে আক্রমণ)

দ্রুতপদে বিদ্যাধরের প্রবেশ।

বিদ্যাধর। (চঞ্চলার হস্তধারণ ও ছুরিকা গ্রহণপূর্ব্বক) ক্ষান্ত হও রাণি! জয়লক্ষ্মীকে ব্যথা দিবার আগে যাকে তুমি অতি ব্যথা দিয়েছিলে, যাকে পদাঘাত ক'রেছিলে—আজ তার দত্ত গভীর ব্যথা অগ্রে গ্রহণ কর। তাহ'লেই তোমার সকল জ্বালার শান্তি হবে। আজ তোমার জন্য সেই শান্তিজল এনেছি! এই লও শান্তি—শান্তি—শান্তি! (চঞ্চলার মুখে তীব্র দ্রাবক সিঞ্চন)

চঞ্চলা। উহু—উহু—জ্বলে গেল—জ্বলে গেল—জ্বলে মলাম, জ্বলে মলাম—চটুলা, চটুলা, জল আন্—জল আন্—প্রাণ যায়—

[ বেগে প্রস্থান।

সখী। ওমা—ও মাগো—সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে—খুড়ো সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে!

[ বেগে প্রস্থান।

বিদ্যাধর। পালিয়ে কোথা যাবে রাণি, সে পথ রেখে আসিনি! আজ তোমার সকল হিংসার—বিশেষতঃ পদাঘাতের প্রতিহিংসা সাধন ক'র্‌বো, তবে আমার নাম বিদ্যাধর। এস ভাই বলাদিত্য, আগে তোমার বন্ধন মুক্ত ক'রে দি এস। ( তথাকরণ ) যাও, যাও, জয়লক্ষ্মীকে সঙ্গে নিয়ে যাও, পালাও, পালাও, যদি ভামতীর দেহ সৎকার ক'র্‌তে চাও, তা হ'লে তাও নিয়ে যাও। বিলম্ব ক'রোনা! আজ এই কারাগারে—এক বীভৎস রসের অভিনয় হবে, সে দৃশ্য—তোমাদের দর্শনীয় নয়—শীঘ্র পালাও, শীঘ্র পালাও—আমি এসে যেন তোমাদিগে না দেখি।

[ বেগে প্রস্থান।

বলাদিত্য। মা ভবানি! একি খেলা মা! এ মুক্তি কার দেওয়া! এস জয়লক্ষ্মি, পাপ নরক হ'তে প্রস্থান করি এস। এখন তোমার শৃঙ্খল মুক্তির সময় নাই! আমার হস্ত ধারণ কর।

[ জয়লক্ষ্মী সহ ভামতীর শবদেহ
লইয়া বলাদিত্যের প্রস্থান।

ঐকতানবাদন।

# পঞ্চম অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রঙ্কিণীদেবী-মন্দির।

**পত্র-মুকুট প্রস্তুত করিতে করিতে অন্ধ প্রদ্যোতবর্দ্ধনের প্রবেশ।**

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। আমার বোধ হ'চ্চে—আমার পদ্মনাভ এতদিন চঞ্চলাকে আমার সিংহাসন হ'তে বিতাড়িত ক'রে অবন্তিকা-রাজ্য জয় ক'রেছে! আজ সে নিশ্চয়ই আমায় নিতে আস্‌বে! তাই আমি পত্রের মুকুট আগে থেকে এই স্বহস্তে রচনা ক'র্‌ছি। মা শান্তি! কোথা গেলি রে বেটী! ছুটে আয়, ছুটে আয়—আমার পদ্মনাভ রাজ্য জয় ক'রে আমায় নিতে আসছে কিনা দেখ্! চল্—চল্—আজই যেতে হবে! শীঘ্র প্রস্তুত হ', মা শান্তি—

**ছুরিকা ও অর্দ্ধকর্ত্তিত ফলহস্তে সম্ভূতির প্রবেশ।**

সম্ভূতি। বাবা—

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। এসেছ মা শান্তি আমার! এত বিলম্ব

হ'চ্ছিল কেন? আমার পদ্মনাভ ঐ অদূরেই আস্‌ছে! চল্ না মা, ততক্ষণ আমরা পিতা-কন্যায় একটু অগ্রসর হই। আজ যে আমি রাজা হবো গো!

সম্ভূতি। হাঁ, তাইত, আপনি রাজা হবেন। আপনি বসুন, পদ্মনাভ এলেই যাব।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। পদ্মনাভ! পদ্মনাভ! এলে? কুশল ত? রাজলক্ষ্মী করতলগত ত? মা. চল্ চল্! আমার পদ্মনাভ অদূর হ'তে কি ব'ল্‌ছে না? দাঁড়াও, দাঁড়াও পদ্মনাভ, আমি যাচ্চি।

( গমনোদ্যত )

সম্ভূতি। বাবা, আবার পদস্খলিত হবেন! বন্ধুর পথে আবার পতিত হবেন, আবার গাত্রে আঘাত লাগ্‌বে।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। পাগল মেয়ে আমার! আমি কি আর অন্ধ আছি! আমি এখন সব দেখ্‌তে পাচ্চি। না—যাব না,আমার শান্তি আমায় নিবারণ ক'র্‌ছে! কেমন মা, যাব না? তাহ'লে আমার কষ্ট হবে!

সম্ভূতি। বাবা, আপনি এখানে বসুন, বেলা অনেক হ'য়েছে, আমি আপনার জন্য রন্ধনের আয়োজন করিগে।

[ প্রস্থান।

নেপথ্যে। জয় মহারাজ গুজরাট্ পতির জয়।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। ( উল্লাসে ) ঐ—ঐ বিজয়ী সেনাপতি পদ্ম-নাভ আস্‌ছে! আমাকে মণিময় রাজ-সিংহাসনে বসাতে আমার

অজেয় দুর্দ্ধর্ষ সেনাসামন্ত সঙ্গে নিয়ে আস্‌ছে! আমি কণ্ঠস্বরেই বুঝেছি! শান্তি—মা শান্তি—চ'লে আয়—চ'লে আয় মা—আজ রাজ-দুহিতা তুই! চ'লে আয়! আমার মাথায় রাজ-মুকুট পরিয়ে দে। শান্তি—শান্তি—বেটী, সব নষ্ট ক'র্‌লে, ছুটে আয়—ছুটে আয়—

দ্রুতপদে সম্ভূতির পুনঃ প্রবেশ।

সম্ভূতি। না বাবা, বিজয়ী সেনাপতি পদ্মনাভ ত আসেন নি, ওরা সব গুজরাটের সৈন্য, বোধ হয় কোন শত্রুদমনে বা কোন রাজ্যজয়ে জয়ধ্বনি ক'রে গমন ক'র্‌ছে।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। পদ্মনাভ নয়? হায় মা—আজ যদি ওরাই আমার সসৈন্য পদ্মনাভ হ'ত?

সম্ভূতি। বাবা, কে একটী সশস্ত্র বীরপুরুষ দীপ্ত ভাস্করমূর্ত্তি—এই দিকেই আস্‌ছেন। আসুন, আসুন, আমরা মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করি। আমাদিগে আত্মগোপন ক'রে থাক্‌তে—বাবা সিদ্ধিনাথের আদেশ।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। রাজদুহিতে! ভয় কি? আমি রাজা, কাপুরুষ নই।

বীরবিনোদের প্রবেশ।

বীরবিনোদ। (স্বগত) কে একটী অন্ধ বৃদ্ধ! দেখ্‌লেই বোধ হয়—দুর্দ্দশা এঁর পূর্ব্বসৌন্দর্য্য-শ্রী জয় ক'রে—ক্রীতদাস

ক'রেছে! আর একটী সন্ন্যাসিনী—বোধ হয় এ'রাই এই মন্দিরের প্রহরী!

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। তুমি কে হে? আস্‌তে আস্‌তে থাম্‌লে কেন? ভয় নাই, আমার অবাধ উন্মুক্ত সম্মুখে নির্ভয়ে তোমার সর্ব্বস্ব নিয়ে এস। তোমার পরিচয় দাও, তুমি কে?

বীরবিনোদ। আমি গুজ্‌রাটের রাজা।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। তুমি কতদিন রাজ্য ভ্রষ্ট হ'য়েছ? তোমার দুর্ভাগ্যরূপিনী চঞ্চলা, তোমায় কতদিন অন্ধ ক'রেছে? তুমি তোমার আনন্দদায়ক পুত্র শ্রীহর্ষকে কতদিন হারিয়েছ? তুমি তোমার সেনাপতি পদ্মনাভকে ত হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে পাঠিয়েছ? তার কি কোন সংবাদ পাওনি? তাই তার তত্ত্ব নিতে এই বনে এসেছ, তা বেশ, বেশ, এইখানে উপবেশন কর, সে এখনই আস্‌বে। আমিও তাঁর অপেক্ষা ক'র্‌ছি। তুমিও অপেক্ষা কর।

বীরবিনোদ। (স্বগত) অ্যাঁ—ইনিই কি রাজ্যভ্রষ্ট অন্ধ মহারাজ প্রদ্যোতবর্দ্ধন! আজ শরীরের এত পরিবর্ত্তন! কিছু মাত্র চিন্‌তে পার্‌ছি না। দেখ্‌ছি—মহারাজ হৃতসর্ব্বস্ব হ'য়ে বিকৃত মস্তিষ্ক হ'য়েছেন। হা ভগবান্, তুমি সব ক'র্‌তে পার। (প্রকাশ্যে) মহারাজ—

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। কে মহারাজ! তুমি কি ক্ষিপ্ত নাকি? মা শান্তি, আমার তরবারিটা দাও ত মা! এ ব্যক্তি—ক্ষিপ্ত, ওকে আমার বিশ্বাস নাই। এই মহারাজ ব'ল্‌ছে, আর এক

পরে ব'ল্‌বে—চোর। মানুষ জাতি ক্ষিপ্ত জাতি, এরা এক মুখে অনেক কথা বলে। হাঁ, হাঁ, জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে ভুলেছি! আমার কথা ছেড়ে দাও, তুমি না ব'ল্‌ছিলে—তুমি গুজ্‌রাটের রাজা? তা তুমি যাচ্ছ কোথা?

বীরবিনোদ। মহারাজ, আমায়—চিন্‌তে পার্‌ছেননা কি? আমি আপনার অনুগত দাস বীরবিনোদ। আমি আপনারই আশীর্ব্বাদে গুজ্‌রাটের রাজশক্তিধর হ'য়েছি এবং আপনারই হৃত-রাজ্যোদ্ধারের জন্য আজ অবন্তিকা-জয়ে সসৈন্য যাত্রা ক'র্‌ছি।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। বীর—বি—নো—দ—তা হবে—আমার আশীর্ব্বাদে তুমি গুজ্‌রাটের রাজা হ'য়েছ-আমার রাজ্য উদ্ধারের জন্য সসৈন্যে অবন্তিকা যাত্রা ক'র্‌ছ! তাহ'লে তুমি আমার আত্মীয়, পরমাত্মীয়! বেশ—বেশ—যাও, যাও, আমিও তার বিনিময়ে একটী অমূল্য রত্ন নিয়ে—তোমার জন্য এখানে অবস্থান ক'র্‌ব! তুমি আমার আত্মীয়ের কার্য্য সম্পন্ন ক'রে এলেই সেই অমূল্য রত্ন পাবে। তুমি মনে ক'রো না যে, আমার রাজ্য গেছে ব'লে—সে অমূল্য রত্নে আমি বঞ্চিত হ'য়েছি! বীর—বিনোদ—হাঁ, হাঁ, মনে প'ড়েছে, ঘোর অন্ধকারে জোনাকীর আলোর মত একটা আলো চোখে আস্‌ছে! বাল্যের অতীত স্মৃতি—অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনে যেন ঊষার বুকের অন্ধকার—দূর মুক্ত সূর্য্য-কিরণ-শলাকায় বিদীর্ণ ক'র্‌ছে! তা, তা, তুমি পার্‌বে কি?

বীরবিনোদ। কি ক'র্‌তে হবে ব'লুন?

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। বিশ্বাসঘাতিনী প্রেতিনী চঞ্চলার বুকের রক্ত

নিংড়াতে! এমন ক'রে নিংড়াবে—তাতে স্নেহ পদার্থ আর কিছু থাক্‌বে না! আচ্ছা—আচ্ছা, চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমনি রক্ত-আকর্ষণী যন্ত্র কিছু আছে কি জান? অহো হো—তার বুকে রক্ত নেই, রক্ত নেই! সেই স্থানটা তার বজ্র প্রস্তরের চেয়েও জমাট পরমাণু! সেখান হ'তে তার স্নেহ-রস কিছুই বেরুবে না! আর দেখ, তোমাকেও সেখানে তেমনি বুকে প্রবেশ ক'র্‌তে হবে।

বীরবিনোদ। হাঁ মহারাজ! আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন, আমি তেমনি বুকেই অবন্তিকায় প্রবেশ ক'র্‌ব, তেমনি নিষ্ঠুর নির্দ্দয়-ভাবে চণ্ডালিনী চঞ্চলার কঠোর নির্য্যাতন ক'র্‌ব। আপনিও কৃতঘ্নতার প্রায়শ্চিত্ত দর্শন ক'র্‌তে আমার সঙ্গে চ'লুন।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। যাব, নিশ্চয় যাব, সে মহাযজ্ঞ দেখ্‌তে আমি নিশ্চয় যাব, শুধু আমি একা যাব না, আমার কন্যাও যাবে—মা শান্তি, চল মা, আমি বীরবিনোদকে চিনেছি! ওর সঙ্গে গেলে বাবা সিদ্ধিনাথ অসন্তুষ্ট হবেন না! ধর বাবা বীরবিনোদ—তুমি বিজয়ী হ'য়ে এলে তোমায় যে আমি আমার এক অমূল্য রত্ন দোব ব'লেছিলাম, তা এখনই ধর—তোমার কর্ম্মের পূর্ব্বে তোমার সে পুরস্কার পাওয়া উচিত, তাই দিচ্চি—রাজ্যভ্রষ্ট সর্ব্বস্ব-হীন কাঙালের আর কিছু নাই বাবা, আছে কেবল তার বুকভরা—প্রাণভরা—কল্যাণময় আশীর্ব্বাদ! ধর, ধর—সেই আশীর্ব্বাদ। এই আশীর্ব্বাদ তোমায় চিহ্নিত অমর ক'র্‌বে—অব্যক্ত দুঃখ, গ্লানি, লজ্জা, বেদনার সৃষ্টি হ'তে দূরে রাখ্‌বে। চল—চল—

দানে মুক্তহস্ত বলি, পরোপকারে দধীচি আমার! পিশাচীর অসহনীয় উদ্বেগ অট্টহাস্য—দূর ক'রবে চল।

বীরবিনোদ। সৈন্যগণ—অবন্তিকাভিমুখী হও।

[ সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে সৈন্যগণ। জয় মহারাজ গুজরাটপতির জয়।

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথ।

জল-বিছুটীর প্রবেশ।

জল-বিছুটী।　　গীত।

হাদে ও নগরবাসি! ভবের ভেল্‌কী দেখ্‌বি আয়।
বাজী মারতে ভানুমতী, (বুঝি) ভবের পটল তুল্‌তে চায়॥

জল।　লাগ্‌ লাগ্‌ ভেল্‌কী ব'লে, পয়লা যখন পাক্‌টী দিলে,
বিছুটী।　তোমরা ত সব দেখেছিলে, রাজা অন্ধ হ'য়ে বনে যায়,
উভয়ে।　এখন সন্ধ্যে বেলা উল্‌টো খেলা, রোজার সাপে রোজায় খায়॥
জল।　পড়্‌ পাশা, পড়্‌ পাশা, পড়্‌ পাশা,
বিছুটী।　পড়্‌ পাশা, পড়্‌ পাশা, পড়্‌ পাশা,
বিজয় পাশা উল্‌টে গেল, কচেবার, পাকা গুটি কাঁচ্‌ল হায়॥

[ উভয়ের প্রস্থান।

নাগরিকদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম নাগরিক। এখন' খুড়ো বিদ্যাধর ধরা প'ড়েনি!

২য় নাগরিক। আশ্চর্য্য সাহস! রাণীর মুখে মহাদ্রাবক দেওয়া? শুন্‌ছি রাণী সংজ্ঞাশূন্য। ( নেপথ্যে—জয় গুজ্‌রাটপতির জয়।) ওকি—কিসের কোলাহল! পঙ্গপালের মত লোক ছুট্‌ছে! একটা বিকট আর্ত্তনাদ উঠেছে! দেখ্‌ত, দেখ্‌ত ভাই, কি হ'ল!

[ দ্বিতীয় নাগরিকের প্রস্থান।

দ্রুতপদে অন্যান্য নাগরিক ও নাগরিকাগণের প্রবেশ।

নাগরিকগণ। গীত।

এত ত্রাস করা দায়! রাখ পায় মা শঙ্করী।

নাগরিকাগণ। চা মা কৃপাপাঙ্গে, প্রবল আতঙ্গে, করুণা-তরঙ্গে শুভঙ্করী॥

নাগরিকগণ। পেয়েছি মা ভয়, দে মাগো অভয়,
জয় জয় শিবময়ী হিমাচল-কন্যে,

নাগরিকাগণ। বরাভয়করা, কালী কালহরা,
কালিকা কল্যাণী দেবীভুবন-বরেণ্যে,

নাগরিকগণ। আন মা অনন্তে, শান্তির বসন্তে,
দে সান্ত্বনা সন্তানে জল-স্থল-শূন্যে।

নাগরিকাগণ। শ্রীপদে প্রার্থনা, নাশ মা যন্ত্রণা, জেন'গো জননী
( মোরা ) আশ্রিতা কিঙ্করী॥

দ্রুতপদে জনৈক নাগরিকের প্রবেশ।

৩য় নাগরিক। তোমরা রাণীর দুর্দ্দশায় দুঃখিত হ'চ্চ কি? এস, এস, চ'লে এস, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! সে দৃশ্য মুখে ব'ল্‌তে পার্‌ব না, চ'লে এস, দেখ্‌বে ত ভবানী-মন্দিরে শীঘ্র এস, এবার রাজ্যে বাস ঘুচ্‌ল! হায়, হায়, কি হ'লরে!

সকলে। অঁ্যা, বল কি, চল—চল, কি হ'য়েছে দেখিগে চল।

[ সকলের দ্রুতপদে প্রস্থান।

---

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভবানী-মন্দির।

দ্রুতপদে বিদ্যাধরের প্রবেশ।

বিদ্যাধর। রাজ্যবাসি, নগরবাসি, নিজের নিজের প্রকৃত মানুষের প্রাণ নিয়ে ছুটে এস, তোমাদের বন্ধু বিদ্যাধরকে—রাণী চঞ্চলার কবল হ'তে রক্ষা কর। দেশের একটী উজ্জ্বল রত্ন রক্ষা ক'র্‌তে গিয়ে আজ আমি শয়তানী রাণীর খপ্পরে প'ড়েছি। ঐ প্রহরীরা আমায় ধ'র্‌তে আসছে, পালাই, পালাই! আমি আর সে বিদ্যাধর নই,আমি আজ তার প্রেতাত্মা! কে ধ'র্‌বি—আমায়

ধর্। আমি পোড়ার মুখী চঞ্চলার মুখ পুড়িয়েছি, বেশ ক'রেছি হাঃ—হাঃ—হাঃ—বেশ ক'রেছি।

[ বেগে প্রস্থান।

নাগরিকগণ, মৃতা ভামতী স্কন্ধে ও জয়লক্ষ্মীর বন্ধনশৃঙ্খল হস্তে বলাদিত্যের প্রবেশ।

নাগরিকগণ। বাবা বলাদিত্য, বল বল, ব্যাপার খানা কি? কে তোমাদের এ দুর্দ্দশা ক'রলে? রাণী চঞ্চলা?

বলাদিত্য। চুপ, চুপ, চুপ, অতো উচ্চ কণ্ঠে নয়—ধীরে—ধীরে—ধীরে—নৈলে বালিকার ঘুম ভেঙ্গে যাবে! ওগো—এই মাত্র ঘুমিয়েছে গো, এই মাত্র ঘুমিয়েছে! বোন্‌টী আমার, ঘুমাও—ঘুমাও—নিশ্চিন্ত হ'য়ে প্রলয়ের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই উন্মুক্ত বাতাসে ( ভূমিতলে রক্ষা করিয়া ) প্রাণ ভ'রে ঘুমাও দিদি আমার!

নাগরিকগণ। অহো হো পাপিনী রাণী ক'রেছে কি? পাপিনীর অত্যাচারে—কঠোর পীড়নে—ভামতী মৃত?

বলাদিত্য। মৃত নয় গো মৃত নয়, বোন্‌টী আমার ঘুমিয়েছে অভাগিনী দুই বৎসর অনিদ্রায় কারাগারের অব্যক্ত যন্ত্রণা পেয়েছিল, জানত? সে সময় সে আকুল প্রাণে আকাশস্পর্শী চীৎকারে তার অজেয় মহাবীর—রাজ্যের সেনাপতি পিতা পদ্মনাভকে আহ্বান ক'রেছিল, এই নরাধম দুর্ব্বল ঘৃণ্য বলাদিত্যকেও ে

তখন তার সরল বিশ্বাসে ভ্রাতৃভক্তির অমূল্য আসনে বসিয়ে মুক্তির বর প্রার্থনা ক'র্‌তে ভুলেনি! হে রাজ্যবাসি, হে নগরবাসি আপনাদেরও সহানুভূতির উদ্দেশে সে আশ্রয়হীনা তার বেদনার অশ্রুতে শুষ্ক কারাগারকেও প্লাবিত ক'রেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য যখন তার সমুদায় চেষ্টাকে নিস্ফল ক'র্‌লে—তখন সে একটী দীর্ঘ অন্তিম নিশ্বাস ফেলে অভিমান ভরে চিরদিনের জন্য মৌন হ'য়ে চক্ষু মুদ্রিত ক'র্‌লে!

জয়লক্ষ্মী। অহো হো—হে রাজ্যবাসি, হে নগরবাসি, আর কি শুন্‌তে চাও পরবর্ত্তী ঘটনা—কত অস্থি-প্রস্তরভেদী দারুণ শেলের কত ব্যথা বুকে নিয়ে আজ তোমাদেরও বক্ষ বিদীর্ণ ক'র্‌তে সজ্জিত হ'য়েছে?

বলাদিত্য। শোন—শোন—সে শোককাব্যের যুগান্ত অভিনয়-কাহিনী কত মর্ম্মস্পর্শিনী—কত বজ্রময়ী চিত্তদ্রোহিণী, তা শোন! তারপর দুশ্চারিণী "ঐ ভ্রাতা কর্ত্তৃক ভগিনীর সতীত্ব নাশে" বিফল-মনা হ'লে তার প্রতিহিংসায় নিজ পাদুকাঘাতে আমার সর্ব্বদেহকে ক্ষত বিক্ষত ক'র্‌লে! দেখুন দেখুন, এখনও সেই ক্ষত-নিঃসৃতা রক্তধারা রাণীর অতীত কীর্ত্তি-স্মৃতি কিরূপে ঘোষণা ক'র্‌ছে! অবহেলে তা সব সহ্য ক'রেছি! তাতেও রাণীর চিত্ত শান্ত হ'লোনা, পরিশেষে বালিকাকে নিজ সতীত্ব রক্ষা ক'র্‌তে রাণীদত্ত বিষপান ক'র্‌তে হ'ল। চক্ষের সম্মুখে একটী আশা-সৌন্দর্য্যের সুন্দর উৎস দেখ্‌তে দেখ্‌তে তা নৈরাশ্যের ভীম-মরুতে পরিণত হ'ল! সম্মিলিত কুন্দযুঁথিকা-শেফালিকার শুভ্র অম্লান প্রভা পলকের মধ্যে

কালকূটের নীলাভায় আচ্ছন্ন ক'র্‌লে—এই দেখ গো—এই দেখ গো—বিধাতার পুণ্য-শ্বেতপদ্ম দুই বৎসরের দিনান্তে সে আজ মহাঘুমে ঘুমিয়েছে! আরও দেখুন, যশস্বিনী রাণী—এই দেশ-মান্যা অবন্তিকার ধনকুবেরের কন্যা বিনীতা জয়লক্ষ্মীর পদোচিত মর্য্যাদা কি ভাবে রক্ষা ক'রেছেন দেখুন। এই দলিতা কুসুমিকা মহা-নিদ্রাহতা বালিকা ভামতী আজ সেই বিজয়িনী রাণীর বিজিত রাজ্য! আর এই ছিন্ন মলিনবাসা অস্থিকঙ্কালময়ী জয়লক্ষ্মীর মূর্ত্তি তার সেই রাজ্যের গৌরব স্তম্ভ! আর রক্তমুখ—রক্তনিঃসৃত প্রহরী-বেত্রপীড়নস্ফীত শতক্ষত এই বলাদিত্যের বীরদেহ তার রাজশক্তির স্তম্ভচূড়া-সংবদ্ধ জয়পতাকা! এবার যাও, যাও, রাজ্যবাসি, নগরবাসি, আর কিছু ব'ল্‌বনা, আর বল্‌বারও কিছুই নাই।

নাগরিকগণ। ব'ল্‌বে কি, বল্‌বার আছে কি বলাদিত্য! আমাদেরও বলার এই চরম—এই অন্তিম—এই শেষ!

জয়লক্ষ্মী। ওঠ সতী-লাবণ্যে লাবণ্যময়ী লীলাবতী বিজয়িনী ভগিনী আমার! আর মৌন অভিমান কেন বোন্‌টী! পুর-বালিকারা আজ তোমার অদ্ভুত বীরত্বের সুন্দর কাহিনী নব রাগিনীতে আকাশের-বীণায় কেমন সুন্দর গান ক'র্‌ছে, শোন! আজ রাজ্যবাসি—নগরবাসি—তোমার কথা বুকে নিয়ে কেমন অধীর হ'য়েছে দেখ!

বলাদিত্য। অভিমানিনী অভিমান ত্যাগ ক'রে শোন্‌! এদেশের উপর রাগ ক'রিসনি বোনটী আমার! দেশের লোক যে তোর সব ভাই! ভেয়ের উপর কি রাগ ক'র্‌তে আছে দিদি!

দ্রুতপদে উন্মাদিনী ভাবে চম্পাবতীর প্রবেশ।

চম্পাবতী। কে রাগ ক'রেছে বলাই! আমার বুকের ধন ভামতী—ছিন্নতন্ত্রী বীণা? কৈ আমার তপস্বিনী মহেশ্বেতা—বাবা মহেশের পাদপদ্মে ধ্যানরতা রয়েছে? কৈ আমার সতী-দময়ন্তী-সাবিত্রীরূপিণী বিশুদ্ধা সিন্ধু-মুক্তা? তোমরা বাবা আমার তাকে নগরের রাজপথে ধূলিশয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়েছ কেন? আয় মা আমার রাজভাণ্ডারের গজদন্তনির্ম্মিত পেটিকার নিধি, মায়ের বুকের অঞ্চল-ছায়ার মধ্যে আয়। ( ক্রোড়ে গ্রহণ ) ওরে, ও মেয়ে আমার কাঙালিনী নয়—বিশ্বরাজ্যের রাজরাণী! ভুবনেশ্বরী! ধন্যা কন্যা ভামতী! ধন্যা মাতা চম্পাবতী! ধন্য রাজ্য অবন্তিকা, যে রাজ্য সেই মহাসতীর চরণ-রেণু স্পর্শ ক'রেছে! ধন্য রাজ্যবাসী-নগরবাসী—যারা আজ সেই মহাশক্তি মহাদেবীর আত্মত্যাগের কণিকা বুঝে তার ভক্তি-পূজার জন্য চক্ষের জলে তাকে আজ অভিষিক্ত ক'র্‌ছে!

দ্রুতপদে পদ্মনাভের প্রবেশ।

পদ্মনাভ। আর চম্পাবতি, ধন্য তার পিতা—এই বৃদ্ধ পদ্মনাভ, যে আজ কর্ত্তব্যতীর্থস্নাত হ'য়ে—সেই মহাশক্তি-পূজার গৌরব-স্তোত্র পাঠ ক'র্‌তে এসেছে! জয় মা যশোভানুকরোজ্জ্বলা ভামতি! তোমার জয় হোক্! যে অখণ্ড প্রতাপ অবন্তিকার সেনাপতি পঞ্চাশত বর্ষব্যাপী অসিচালনায় যে কীর্ত্তি-সম্পদ্ অর্জ্জন ক'র্‌তে পারেনি, যে গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনপুত্র আমার কঠোর তপস্যায় যে

গৌরবরাজ্য লাভে ক্ষমবান্ হয়নি, আজ মা ক্ষুদ্র কুসুমকোমলা বালিকা তুই, ভোগ-স্বার্থের পরপারে অনায়াসে উত্তীর্ণ হ'য়ে আত্মত্যাগের দেবরাজ্য জয়লাভে আমাদের সকলকে পরাজিত ক'রেছিস্! জয় মা, তোর জয় হোক্।

১ম নাগরিক। সেনাপতি মহাশয়! এসেছেন, এখন কি ক'র্‌তে হবে ব'লুন! প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণ করুন! আজ আমরাও আপনার সমব্যথী! এই শোচনীয় চিত্রে প্রত্যেক জনপদবাসী একটা উত্তেজনার ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছে! কেবল একটা নেতার পদক্ষেপণার পথপ্রতীক্ষা ক'র্‌ছে! কেবল আজ্ঞার অপেক্ষা! আমরা অত্যাচারিণী চঞ্চলার অত্যাচার সব সহ্য ক'রেছি কেন, তা ত আপনি সব জানেন! কেবল আপনার আদেশে রাজ অসম্মানের ভয়ে—কর্ত্তব্যের বিরুদ্ধে।

নাগরিকগণ। কোন কাজ ক'র্‌তে পারিনি, কিন্তু আজ ক'র্‌ব—

পদ্মনাভ। স্থির হও—স্থির হও, বড় আঘাত—বড় যন্ত্রণা—বড় শক্তিশেল! মা ভামতি—ছদ্মবেশিনী অবন্তিকার নারীকুলের কল্যাণী আমার—স্বর্গের সমুদায় দেবীর আশীর্ব্বাদরূপিণী-মর্ত্ত্যের দেবী সতীকন্যা আমার—আজ কি মা, এ হেন আত্ম-বিসর্জ্জনে আত্ম প্রকাশ ক'র্‌তে হয়! দাও চম্পা, দাও আমাদের তেজস্বিনী ব্রতসিদ্ধা তপস্বিনীকে দাও—এবার এই বাষ্পবিগলিত নেত্রে-বাক্‌নিরুদ্ধ কণ্ঠে আজীবন এই মহাদেবীর মহিম্নস্তোত্র পাঠ করিগে দাও। ( গ্রহণ ) মা ভামতি কে তুই আমার কন্যা—কে

আমি তোর পিতা ? তুই যে মা আমার মাতৃত্বের পূর্ণ তৃপ্তিময়ী মূর্ত্তি ! অতি উজ্জ্বলা সুশীতলা—অতি স্নিগ্ধ.মাধুরী - অতি অনিন্দিতা সৌরভময়ী ! হায় মা—হৃদয়ের এই অতি ক্ষোভ—এই অতি বেদনা—এই অতি দুঃখ যে—এ হেন নিষ্ঠুর দেশে তোর জন্ম, সে দেশ তোকে চিন্‌তে পার্‌লেনা ! তোর সম্মান, তোর মর্য্যাদা কেউ রাখ্‌লেনা। অভিমানিনি জননি আমার, তাই কি তুমি জন্মমরণজয়িনী হ'য়েও আজ মৃতার ন্যায় কথা ক'চ্চনা ! মা ভামতি—

বলাদিত্য। দিদি ভামতি! দে বোন্ উত্তর দে ! আজ তোকে কে এসে কোলে ক'রেছে—একবার চোখ মিলে চেয়ে দেখ ভগিনী আমার ! রাজ্যবাসি, নগরবাসি ! যা হবার তা গত হ'য়েছে, আর অপেক্ষা কেন, অমরাপুরবাসিনী দেবী কুমারী ভামতীর জীবিতাবস্থায় তার যে প্রাপ্য সম্মান, তোমরা দান কর নাই ; এক্ষণে সেই প্রাপ্য সম্মান এই মৃত দেহে দান কর।

১ম নাগরিক। বাবা বলাদিত্য ! আমরা যে নিঃসম্বল, আমাদের এমন কি সম্পদ্ আছে যে, তাই দিয়ে এই তেজময়ী দেবীর যোগ্য সম্মান রক্ষা ক'র্‌তে পারি ! ( ভামতীর দেহস্পর্শ পূর্ব্বক ) তবে এই সর্ব্বশক্তির আধার জ্যোতির্ম্ময়ী যোগিনী দেবীর নিষ্পাপ পবিত্র দেহস্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি যে, আমি আমার সর্ব্বস্ব পণে এই যোগিনীহন্ত্রী পাপিনীর সমুদায় অত্যা-চারের প্রায়শ্চিত্ত বিধান ক'র্‌বো—ক'র্‌বো—ক'র্‌বো !

নাগরিকগণ। আমাদেরও সেই প্রতিজ্ঞা ! ( ভামতীকে স্পর্শ-

পূর্ব্বক ) সত্য, সত্য, সত্য ! আমরাও এই দেবীদেহ স্পর্শ ক'রে ব'ল্‌ছি, এই ঘোর অত্যাচারের প্রতিবিধান ক'র্‌ব, ক'র্‌ব, ক'র্‌ব।

### ভবানী, শক্তিপ্রসাদ, সিদ্ধিনাথ, দরাস ও ও সৈন্যগণের প্রবেশ।

সিদ্ধিনাথ। প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হউক ! প্রতিজ্ঞাপূর্ণ হউক ! প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হউক ! হে রাজ্যবাসি, নগরবাসি ! আমরাও আজ তোমাদের সহিত আমাদের আজন্মার্জ্জিত পুণ্য-শক্তির পণে এই বালিকা মহাদেবীর পুণ্যদেহ স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি—চঞ্চলার অধর্ম্ম-ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত অটল সিংহাসন চঞ্চল ক'র্‌বো, ক'র্‌বো, ক'র্‌বো !

দরাস ও অন্যান্য সকলে। আজ অবন্তিকার কৃষ্ণপক্ষ অবসানে শুক্লপক্ষোদয়ে আমরাও এই অমরলোকগত সুরসুন্দরীর পবিত্র পদস্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি—আজ অবন্তিকার রাজ-সিংহাসন হ'তে অশ্লেষা-মঘারূপিণী চঞ্চলাকে বিতাড়িত ক'রে আমরা আমাদের ভূতপূর্ব্ব মহারাজকে পুনঃ স্থাপিত ক'র্‌বো, ক'র্‌বো, ক'র্‌বো !

### গীত।

দরাস। নৈলে বাজ্‌বে কেন যায় জয় শাঁখ।

শক্তিপ্রসাদ। চল জয় ব্রহ্মময়ী ব'লে, তাতে যায় যাবে প্রাণ যাক্।

দরাস। আজ বুকের ব্যাথা চোখের জলে, দিয়ে মায়ের পদতলে,

শক্তিপ্রসাদ। গিয়ে সবে রণস্থলে দিব জগদম্বে ব'লে হাঁক্।

সকলে। ওগো মায়ের প্রাণ কি সৈতে পারে, শুনে ছেলের কাতর ডাক্।

## ব্যস্তভাবে জনৈক নাগরিকের প্রবেশ।

জনৈকনাগরিক। মহাশয়—মহাশয়—সর্ব্বনাশ উপস্থিত! নগরের পূর্ব্বপ্রান্তরে দেখে এলাম, অসংখ্য সৈন্য-শিবির সন্নিবিষ্ট হ'য়েছে। বোধ হয়, কোন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা অবন্তিকা রাজ্য জয় ক'র্‌তে বা বর্ত্তমান রাণীর সাহায্য ক'র্‌তে এসেছে।

সিদ্ধিনাথ। অসম্ভব! মা ভবানি—

ভবানী। বাবা, রাত্রির পর কি রাত্রি আসে? দিনই আসে বাবা! এখন তোমাদের কর্ত্তব্য তোমরা কর! নগরপ্রান্তের সমাগত সৈন্য তোমাদেরই। তোমরা কি অবন্তিকার রাজ-হিতৈষী মহাবীর বীরবিনোদকে ভুলে গেছ? যাক, এখন আমার আদরিণী বোনটী ভামতীকে আমায় দাও দাদা! যত দিন পর্য্যন্ত তোমরা অবন্তিকা উদ্ধার ক'র্‌তে না পার, ততদিন আমি তোমাদের হৃদয়ে শক্তিদানের জন্য এই শক্তিসঞ্জীবনী দেবীর মৃত দেহ সযত্নে রক্ষা ক'র্‌ব দাও।

পদ্মনাভ। লও মা দেবি, তুমিই আমাদের ভামতীর দেবী-দেহের মর্য্যাদা বোঝ! তুমিই সে মর্য্যাদা রক্ষা কর। তোমার আদেশানুসারেই কার্য্য-সিদ্ধির পর আমরা আমাদের দেবী মায়ের সৎকার ক'র্‌ব। কোথায় ল'য়ে রক্ষা ক'র্‌বে, চল মা, সেই স্থানে এই দেবীদেহ রক্ষা ক'রে আসি। চল চম্পা—বীরাঙ্গনা

তুমি, তুমিও চল, চল পুত্র—একদিন ব'লেছিলাম, পিতাপুত্রের সংগ্রাম হবে, তখন উদ্দেশ্য ভিন্নমুখী ছিল—এখন সেই উদ্দেশ্য একমুখী হ'য়েছে, আজ দামোদর, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র—এক স্থানে মিলিত, ক্রমশঃ অজয়, কপোতাক্ষ, ভৈরব, দারুকেশ্বর ও সিন্ধু সকলেই সম্মিলিত হ'য়েছে। চল, চল, আজ এই মহাস্রোতের মহাবেগ কে ধারণ ক'র্‌তে পারে, তাই দেখিগে চল।

সৈন্যগণ ও নাগরিকগণ। গীত।

কে নিবারে যবে মুক্তদামিনী জলদ হ'তে সহ বজ্র, রুদ্র হুঙ্কারে।
কে নিবারে যবে ঘূর্ণবায়ু করি চূর্ণ গিরি, ছুটে দিগন্তের পারে ॥
কে রোধিবে রে প্রবল তরঙ্গে, শতোর্ম্মিমণ্ডিত সমুদ্র-বক্ষে,
কে রোধিবে রে সহস্র-রশ্মি-রশ্মি, থাকি বিধাতৃ বিপক্ষে,
কে রোধিবে রে সতী বিয়োগী শঙ্করে,যবে দক্ষ-যজ্ঞ নাশে সে আগুসারে।

[ সকলের প্রস্থান।

---

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

### রণস্থল।

### উন্মত্ত বিদ্যাধরের প্রবেশ।

বিদ্যাধর। এবার বোম ফাট্‌বে হুড়ুম্ হুড়ুম্, লোক প'ড়্‌বে হুড়ুম্ হুড়ুম্! আমি চঞ্চলার মাথা চিবোব'—কুড়ুম্

ক'ড়ুম্—খুব জম্‌জমাট! অষ্টবজ্রের একত্র মহামিলন—উর্ব্বশী উদ্ধার হবেই হবে।

[ বেগে প্রস্থান।

বেগে বলাদিত্যের প্রবেশ।

বলাদিত্য। যাও, যাও, বীরগণ! অগ্রসর হও!

বেগে বীরবিনোদের প্রবেশ।

বীরবিনোদ। সৈন্যগণ! যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর! জয়-পরাজয়ের উভয় ব্যবধানে অপক্ষপাতিনী মৃত্যুর কোমল শয্যা পাতা আছে—সমর-শ্রান্তিতে সকলেই অন্তিম বিশ্রাম ক'র্‌তে পার্‌বে—সে শান্তির কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী নাই! এখন অক্লান্তভাবে যুদ্ধ কর! তাহ'লেই জয়লক্ষ্মী তোমাদের।

মণিমুক্তা হস্তে দ্রুতপদে জয়লক্ষ্মীর প্রবেশ।

জয়লক্ষ্মী। বাবা বীরবিনোদ! আবার—আবার আমাদের সৈন্যগণকে ঘোষণা কর, জয়লক্ষ্মী তোমাদের! তাই আজ স্বয়ং জয়লক্ষ্মী তোমাদের উপহার দিতে জয়লক্ষ্মীর পিতৃ-সঞ্চিত:ধনরত্ন-মণিমুক্তা সমুদায় স্বহস্তে এনেছে! এই লও, বিনিময় কর, বিনিময় কর। আজ এই যুদ্ধে জয়লক্ষ্মীর সমুদায় সম্পদ্ বিনিময়ে জয়লক্ষ্মীকে ক্রয় কর! বাবা বীরবিনোদ, শত্রুকে অবহেলা ক'রোনা। চণ্ডালিনী চঞ্চলা—তার সৈন্যগণের সমুদায় অস্ত্রে বিষ লিপ্ত ক'রেছে! মহাবীর বলাদিত্যের প্রাণ সংহারের জন্য পৃথক্ গুপ্ত

ব্যবস্থা ক'রেছে! প্রতারক নগরবাসী কয়েকজন তার প্রলোভনে মুগ্ধ হ'য়ে পক্ষ সমর্থন ক'রেছে! আরও শুন্‌ছি—রাণী চঞ্চলার সাহায্যের জন্য কলিঙ্গবঙ্গরাজ সৈন্য প্রেরণ ক'রেছেন! ক্ষুদ্র ভেবোনা, ক্ষুদ্র ভেবোনা—শত্রু ক্ষুদ্র নয়, শত্রু ক্ষুদ্র নয়! ঐ দেখ—ঐ দেখ—ক্ষিপ্ত সাগর-তরঙ্গবৎ ঐ রাণী চঞ্চলার সৈন্যদল!

[ বেগে প্রস্থান।

বীরবিনোদ। মা—মা—আজ অনেক বলি সংগ্রহ হ'য়েছে! আয় রণ-উলঙ্গিনী মুক্তকেশা মুক্তবাসা—নেচে নেচে আয় মা! মুণ্ডমালা প'র্‌বি আয়, নরকর-কিঙ্কিণী প'র্‌বি আয়! লজ্জা নিবারিনি, লজ্জা নিবারণ ক'র্‌বি, আয় মা আয়।

[ বেগে প্রস্থান।

নেপথ্যে চঞ্চলার সৈন্যগণ। জয় রাণী চঞ্চলামায়িকী জয়।

নেপথ্যে রাজসৈন্যগণ। জয় মহারাজ প্রদ্যোতবর্দ্ধনের জয়।

পদ্মনাভ, বলাদিত্য, বীরবিনোদ ও উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ ও প্রস্থান।

পদ্মনাভ ও বলাদিত্যের প্রবেশ।

পদ্মনাভ। পুত্র! সাবধান, অধীর হয়োনা! যুদ্ধের গতি ভিন্নমুখী হ'য়েছে। আমরা পূর্ব্বে যা অনুমান ক'রেছিলাম, চতুরা চঞ্চলা সে অনুমান ব্যর্থ ক'রেছে। সে এত অল্প সময়ের মধ্যে যে এত অধিক রাজশক্তি-সাহায্য সংগ্রহ ক'র্‌তে পার্‌বে,

তা আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই। আজ এই যুদ্ধে—তুমিই তার প্রধান লক্ষ্য! প্রাণাধিক, তুমিও অসহায় নও! তুমি এই স্থান রক্ষা কর! আমি রণভূমির সর্ব্বদিক হ'তেই তোমার প্রতি লক্ষ্য রাখ্‌তে পার্‌ব! দেখ', স্থানভ্রষ্ট হ'য়োনা!

[ বেগে প্রস্থান।

বলাদিত্য। ধন্য ভগবান্—তুমি পিতৃ-প্রাণকে কি স্বর্গীয় উপাদানে সৃষ্টি ক'রেছ! তোমার চক্ষে—জগৎ যেমন শিশু, তেমনি পিতার চক্ষে সন্তানও চির শিশু। বৃথা আমরা আমাদের এ যৌবন-দেহের গর্ব্ব করি, পিতার আমার বৃদ্ধ বাহুতে কত বল! বৃদ্ধ হৃদয়ে কত শক্তি! কি জানি মা ভবানি! আজ এই যুদ্ধে জয়লক্ষ্মী কার?

মাল্য হস্তে জয়লক্ষ্মীর প্রবেশ।

জয়লক্ষ্মী। জয়লক্ষ্মী তোমার।

বলাদিত্য। একি জয়লক্ষ্মি, তুমি এখানে কেন?

জয়লক্ষ্মী। জান না কি বীর, যেখানে বলাদিত্য—সেইখানেই জয়লক্ষ্মী।

বলাদিত্য। তাহ'লে যুদ্ধের পরিণাম আমি ভাব্‌ছি কেন জয়লক্ষ্মি!

জয়লক্ষ্মী। সে ভাবনা ত জয়লক্ষ্মীর! তুমি বীর—তুমি তা ভাব্‌বে কেন? তুমি বলের আদিত্য স্বরূপ, সেই জন্যইত জয়লক্ষ্মী তার সর্ব্বস্ব তোমায় চিরদিন অর্পণ ক'রে রেখেছে! তুমি :বীর-

পুরুষ রণক্ষেত্রে তুমি প্রাণত্যাগ ক'রলেও তোমার বীর-গৌরব বীর-সমাজে চির প্রতিষ্ঠিত থাক্‌বে, তুমি চির-স্মরণীয় চির-বরণীয় হবে, কিন্তু এই যুদ্ধের গতি যদি পরাজয়মুখী হয়, তাহ'লে বল দেখি বলাদিত্য, তোমার জয়লক্ষ্মীর কি হবে! সেকি অনাথিনী হবে না? তখন কার ভাবনা অধিক বল দেখি বীর!

বলাদিত্য। তবে কি দেবী জয়লক্ষ্মীর ধারণা যে, বলাদিত্যের পরাজয় হবে?

জয়লক্ষ্মী। যুদ্ধের পরিণাম অনিশ্চিত! বিশেষতঃ এ যুদ্ধ বলের নয়, ছলের। পাপিনী চঞ্চলার একমাত্র উদ্দেশ্য—তোমার প্রতি প্রতিহিংসা সাধন! তাই যে ভয় হয় বলাদিত্য!

বলাদিত্য। ভয়-মুক্তির উপায় তুমি কি স্থির ক'রেছ জয়লক্ষ্মি!

জয়লক্ষ্মী। কি স্থির ক'রেছি ব'ল্‌ছি শোন! কেন আমার মনে এ বিশ্বাস হয় বলাদিত্য, বল আর জয় যদি পুরুষ-প্রকৃতি-রূপে ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হয়, তাহ'লে তাদের আর ধ্বংস হয় না।

বলাদিত্য। তাই কি মালা এনেছ? কিন্তু জয়লক্ষ্মি, এ যে রণস্থল! আমি যে জীবন-মরণের সঙ্কট-সন্ধিস্থলে এসে দণ্ডায়মান হ'য়েছি? বর্ত্তমান দেশ—কালপাত্র কি সেই ধর্ম্মবন্ধনের উপযোগী জয়লক্ষ্মি! বিশেষতঃ আমি জানি যে, তুমি চির-কৌমার্য্য-প্রতিজ্ঞা-ব্রতধারিনী তপস্বিনী! তবে—সে ব্রত ভঙ্গ ক'র্‌বে কেন?

জয়লক্ষ্মী। সে তপস্বিনী সে ব্রত গ্রহণের পূর্ব্বে যে তোমার

মত দেব-পুরুষকে কখন দেখেনি! তাই সে স্বভাব-বিরোধী ব্রত গ্রহণ ক'রেছিল। আবার এখন সে নিজ ভ্রম বুঝ্‌তে পেরে সে ব্রত ভঙ্গ ক'র্‌ছে!

বলাদিত্য। সব বুঝ্‌লাম, কিন্তু জয়লক্ষ্মি, তোমার ব্রত ভঙ্গে যে জগতে এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা হবে! আসন্ন মৃত্যু সংগ্রামভূমির মধ্যস্থলে যুবক-যুবতীর বিবাহ-বন্ধন দৃশ্য—নায়ক নায়িকার প্রেম দৃশ্য—অদ্ভুত নয় কি? আর এ বিবাহে তোমারই বা তৃপ্তি কি হবে?

জয়লক্ষ্মী। বলাদিত্য! স্বামিন্! প্রাণেশ্বর! বিবাহ কি ভোগের না ত্যাগের! কামের না প্রেমের? হে বাসনাবিজয়ী মহাপুরুষ, তুমি কি আমার এ বিবাহের উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে পার্‌ছ না? এ বিবাহ আজ হয়নি! যে দিন তুমি পরার্থে আত্মত্যাগী হ'য়েছিলে, সেই দিন! সে আজ কতদিন বল দেখি বলাদিত্য! সেইদিন হ'তে আমি আমার এই মালা রচনা ক'রে আস্‌ছি! চেয়ে দেখ সে মালা, এখনও বাসি হইনি! দেখ্‌লেই বোধ হবে, যেন মালা সদ্যস্ফুরিত কুসুমদামে রচিত। এই লও ধর। (মালাদান)

## গীত।

আমার সাধের মানসী-মালা ধর বঁধু পর গলে।
হয় রেখো পদতলে ( নয় ) ভাসায়ো অকূল জলে॥
কোন কথা কহিব না, কোন মান করিব না,
কোন দ্বিধা ভাবিব না, নীরবে যাইব চলে॥

তটিনীর মত হয়ে, দিবারাতি যাব ব'য়ে,
রব তব মুখ চেয়ে, লতা যথা তরুতলে।

আমার কার্য্য আমি শেষ ক'র্‌লাম! যার জন্ত তুমি এতদিন নানা যন্ত্রণা ভোগ ক'রেছ, সে তোমার পর নয়, তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী! সে তোমার ঋণ গ্রহণ ক'র্‌বে কেন? তাই আজ আমি আত্মদানে ঋণ পরিশোধ ক'র্‌লাম! বল, আমি ঋণ মুক্ত?

বলাদিত্য। জয়লক্ষ্মী, তুমি ঋণমুক্ত, কিন্তু আমায় যে ঋণযুক্ত ক'র্‌লে!

জয়লক্ষ্মী। আমার মালার দেবতা ভোগী নয়, তবে সে ঋণযুক্ত হবে কেন?

বলাদিত্য। আমারও অর্দ্ধাঙ্গিনী ভোগ-বিলাসিনী কামিনী নয়, সে আত্মত্যাগিনী তপস্বিনী! কিন্তু এ মালা যে বড় গুরুভার, তাই বলি তপস্বিনি; এস, এই গুরুভার পর্য্যায় ক্রমে দুইজনে বহন করি। (জয়লক্ষ্মীকে মাল্যদান ও জয়লক্ষ্মীর প্রণাম)

জয়লক্ষ্মী। হয়ত এই রণ-তরঙ্গে এই শেষ দেখা—একটু কাঁদ্‌ব কি? যেমন সাধারণে কাঁদে!

বলাদিত্য। না—না—তুমি কাঁদ্‌বে কেন? তুমি যে অসাধারণ!

জয়লক্ষ্মী। তবে যাই—আমি ফুলশয্যার ফুল তুলিগে। দেখো, যেন আমার সে ফুল না শুকায়।

[ প্রস্থান।

বলাদিত্য। সতি! তোমার কোমল করের কোমল ফুল

চির অম্লানই থাক্‌বে! তার গন্ধে আমি চিরদিনই আমোদিত থাক্‌বো।

নেপথ্যে—জয় মহারাণী চঞ্চলামায়িকী জয়।

বলাদিত্য। কি হ'ল—আমাদের অজেয় সৈন্যগণ কেন পশ্চাদ্‌পদ হ'চ্চে! ওকে আসে—পিতা, আর বীরবিনোদ! কতিপয় ক্লিষ্ট সৈন্য!

## পদ্মনাভ, বীরবিনোদ ও কতিপয় সৈন্যগণের প্রবেশ।

পদ্মনাভ। বৎস বীরবিনোদ! এই রণনীতি ব্যতীত জয়ের আর কোনও আশা নাই। আমাদের সৈন্যসকল পশ্চাদ্‌পদ হ'চ্চে দেখে—শত্রুসৈন্য নিশ্চয়ই অগ্রসর হবে, সেই সময় তুমি কতিপয় সৈন্যের অধিনায়ক হ'য়ে তাদের পশ্চাদ্ভাগে আক্রমণ ক'র্‌বে।

বীরবিনোদ। সেটী হচ্চেনা বাবা, আমি সামনাসামনি থেকে যুদ্ধ ক'র্‌ব। বিষাক্ত অস্ত্রের ভয়ে ধর্ম্মযুদ্ধকে কলঙ্কিত ক'র্‌তে পারবনা বাবা! গুরুদেব! আপনার শিক্ষানীতি ত ধর্ম্মবিরোধী নয়।

পদ্মনাভ। বীর বীরবিনোদ, সমান ধর্ম্মপ্রাণ ধার্ম্মিকের যুদ্ধেই ধর্ম্মযুদ্ধ হ'য়ে থাকে, নতুবা শঠ প্রতারক অধার্ম্মিকের যুদ্ধে সে ধর্ম্ম-যুদ্ধের প্রত্যাশা ক'র্‌ছ কেন? সমুদায় জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রই দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী। উপস্থিত যুদ্ধে যে কাল উপস্থিত, তাতে কূটনীতি

অবলম্বন ব্যতীত জয়ের আশা—দুরাশা মাত্র! ঐ এলো—ঐ এলো, শত্রুসৈন্য সমাগত হ'য়েছে! বীরবিনোদ—বীরবিনোদ! আর অপেক্ষা নয়—চল, চল, এই সৈন্য ল'য়েই তুমি শত্রুসৈন্যের পশ্চাৎ-ভাগে আক্রমণ কর। আমি সম্মুখ যুদ্ধ করিগে। বাবা বলাদিত্য, তুমি পলায়িত সৈন্যগণকে এবার সম্মুখ যুদ্ধ ক'র্‌তে বলগে।

[বেগে প্রস্থান।

বীরবিনোদ। চল ভাই, বৃদ্ধের বাক্য অমোঘ বেদবাক্য! হাজার হোক—আমরা এখনও নাবালক!

[ বেগে প্রস্থান।

বলাদিত্য। সৈন্যগণ! এইবার—এই বার বক্ষ সম্মুখে রাখ! শত্রুকে পৃষ্ঠ দেখিওনা।

[ বেগে প্রস্থান।

---

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

### শরীররক্ষিগণ, সখীগণ, পারিষদগণ ও চঞ্চলার প্রবেশ।

চঞ্চলা। আমায় তোমরা কোথায় নিয়ে যেতে চাও। যুদ্ধমত্ত বিপক্ষ সৈন্যসকল পুরীমধ্যে প্রবেশ ক'রেছে! এখনিত এ রাজসভায় এসে রাজসিংহাসন অধিকার ক'র্‌বে! তখন—তখন—

আমি কোথায় থাক্‌ব? কে আমায় রক্ষা ক'র্‌বে? এই ক'জন শরীর-রক্ষী? আর কেন, অধোমুখী রসাতলের গভীর গহ্বর কোথায় দেখিগে যাই, যেতে দাও। ছবি আঁকা শেষ হ'য়ে গেছে! কল্পনার ছবি আঁকা শেষ হ'য়ে গেছে! দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছবির রামধনুর রং বর্ষার আকাশের রংএে মিশিয়ে গেছে। বাজীমাৎ হ'ল! কিন্তু পতিতার বেদনার রাত্রি আর প্রভাত হ'ল না।

১ম সখী। রাণি! অধীর হ'য়োনা। এখনও তোমার সৈন্য যুদ্ধে লড়্‌ছে!

চঞ্চলা। হাঁ, হাঁ, লড়্‌বে বৈকি! যতক্ষণ তাদের শরীরে রক্ত থাক্‌বে, ততক্ষণ লড়্‌বে। তারা যে আমার নিমক্ খায়! উঃ, তারা ত আর আমার মত পতিত—নিমক্‌হারাম হয়নি! কিন্তু কতক্ষণ লড়্‌বে? ঐ কি দেখ্‌ছ না, সন্ধ্যার তপ্ত তাম্রবর্ণ মেঘের শয্যায় মধ্যাহ্ন সূর্য্য অকালে শয়ন ক'র্‌ছেন!

১ম সখী। কেন সখি! হতাশ হ'চ্চ! যুদ্ধের গতি যে নিতান্তই তোমার প্রতিকূল হবে, তারই বা স্থির কি?

চঞ্চলা। আর কি স্থির হ'বে! দৈবশক্তি যখন চঞ্চলার অদৃষ্ট-আসনে ভৈরবীমূর্ত্তি ধারণ ক'রেছে, তখন আর পরাজয়ের অনিশ্চয়তা কি আছে? সৈন্যগণ! এখনও চঞ্চলার প্রাণের আশা ক'র্‌ছ? কিন্তু তোমরা জাননা কি—চঞ্চলা একদিন এ প্রাণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ ধর্ম্ম বিক্রয় ক'রে এই রাজসিংহাসন ক্রয় ক'রেছিল, আজ সেই প্রাণের জন্য এই সিংহাসন ত্যাগ

ক'র্‌ব! না—না প্রাণ চাইনা, সিংহাসন চাই! সে সিংহাসন কিছুতেই ত্যাগ ক'র্‌বো না!

বীরবিনোদ, জয়লক্ষ্মীর হস্তধারণপূর্ব্বক প্রদ্যোতবর্দ্ধন, পদ্মনাভ, চম্পাবতী ও নীরুজার প্রবেশ।

বীরবিনোদ। ত্যাগ ক'র্‌তে হবে মা! ঐ দেখ, মহারাজ প্রদ্যোতবর্দ্ধন জয়লক্ষ্মীর হস্ত ধারণ ক'রে অবন্তিকার রাজসভায় উপস্থিত! অস্ত্র ত্যাগ কর মা! আমি এতদিন তোমার একটী অনুরোধ এখন পর্য্যন্ত পালন ক'রে আস্‌ছি, আজ পুত্রকে পুরস্কার দিতে হ'বে! মা, তরবারি ত্যাগ কর; এই আমার সেই অনুরোধ-রক্ষার পুরস্কার চাই!

চঞ্চলা। সন্তান, মাতৃদত্ত পুরস্কারের বিনিময়ে আজ প্রত্যেককে মাতৃলাঞ্ছনা দর্শন করাবে? করাও—এই অস্ত্রত্যাগ ক'র্‌ছি! ( অস্ত্রত্যাগ )।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। মা জয়লক্ষ্মি! কার কণ্ঠস্বর? সেই রাক্ষসীর নয়? কৈ সে কোথায়? আমায় তার নিকটে নিয়ে চল। আজ অবন্তিকার রাজরাণীর সম্বর্দ্ধনা আমি সহস্তে ক'র্‌ব? কৈ কোথায় সে—নরকের পূতিপুরীষবিষ্ঠাময়ী ক্লামরূপা চঞ্চলা! অস্ত্র ত্যাগ ক'র্‌বে কি বীরবিনোদ! অস্ত্র আমাকে দাও! আর আমার সে সর্ব্বনাশীকে দেখিয়ে দাও, আমি স্বহস্তে তরবারি দিয়ে পাপিনীর দেহকে শতস্থানে শতবার বিদ্ধ ক'রে শতচ্ছিন্ন ক'র্‌ব।

চঞ্চলা। না—না—রাজা, মার্জ্জনা কর, দয়া কর!

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। দয়া ক'র্‌ব, ক'র্‌ব বৈকি? এমন দয়ার পাত্রীকে দয়া ক'র্‌ব না! দয়া ক'র্‌ব—তোর অস্থিকে চূর্ণ ক'রে—তোর মস্তক পদে পেষণ ক'রে—তোর হৃদ্‌পিণ্ডটা স্বহস্তে বিদীর্ণ ক'রে এমন দয়ার দৃষ্টান্ত দেখাব যে,জগতের আর কোন নারী যেন এ পথের পথিকা না হয়—কাছে আয়, কাছে আয়, দেখ্‌তে পাচ্চিনা যে—কছে আয়! আজ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মত—তার পুত্রঘাতী ভীমের লৌহমূর্ত্তি আলিঙ্গনের মত তোকে একবার আলিঙ্গন করি আয়! দুশ্চারিণী চঞ্চলা—দয়া ক'র্‌ব না—এত হিতৈষিণী—উপকারিনী তুই, তোকে দয়া ক'র্‌বনা—হো—হো—চঞ্চলা—চঞ্চলা—দুশ্চারিণি—আয়—আয়—আয়। (আক্রমণোদ্যত)

দ্রুতপদে উলঙ্গ অসি হস্তে বলাদিত্যের প্রবেশ।

বলাদিত্য। ভয় নাই চঞ্চলা, আমি তোমায় রক্ষা ক'র্‌ব! তুমি নারী, তুমি শত অপরাধে অপরাধিনী হ'লেও তুমি অসহায়া! মহারাজ! নারীকে ক্ষমা ক'রুন! নারী অবধ্য—চিরক্ষমার্হ!

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। এঁ্যা—এঁ্যা—পুত্রবধূহন্ত্রী চঞ্চলাকে—ক্ষমা! রাজদ্রোহিণী দুশ্চারিণীকে ক্ষমা! কে তুমি,কে তুমি স্বর্গবাসী দেবতা! আমার রাজ্যে এমন মহাপুরুষও আছে? অহো—হো—তুমি সেনাপতি পুত্র বলাদিত্য নও? কণ্ঠ স্বরে ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি. তুমি বলাদিত্য! বাবা বলাদিত্য, তোমাকে আমি একদিন রাজদ্রোহী ভেবে মৃত্যুদণ্ড দিতে প্রস্তুত হ'য়েছিলাম, আজ দেখ্‌ছি—তুমি তমোময় খনিগর্ভে কৌস্তুভ রত্ন! পঙ্কিল সরসীর শতদল পুণ্ডরীক তুমি! নরদেহে দেবতা তুমি! এস দেবতা, আজ

তোমায় তোমার যথাযোগ্য পূজা করি —অগ্রে একবার আলিঙ্গন দাও! আমার ক্রোধদগ্ধাঙ্গ শীতল হোক্! ( আলিঙ্গন ) তারপর এস মা, মা আমার অরণ্যের সহচারিনী পালিনী স্নেহময়ী জননী জয়লক্ষ্মী আমার, আজ আমরা যে জয়লাভ ক'র্‌লাম—সেই জয়ের লক্ষ্মীরূপা তুমি—জয়লক্ষ্মী! আজ তুমি আমাদের সমুদায় বলের আদিত্যরূপী বলাদিত্যকে আশ্রয় কর! বাবা বলাদিত্য, তুমিও আমার দত্ত পুরস্কার গ্রহণ কর। ( উভয়ের হস্ত মিলন এবং উভয়ের রাজাকে প্রণাম ) এখন এস—দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয়! তোমাদের উপযুক্ত স্থান এ অবন্তিকার রাজসিংহাসন!

বলাদিত্য। একি অনুপোযোগী অনুমতি ক'র্‌ছেন মহা-রাজ! আপনি যে স্বয়ং রাজরাজেশ্বর উপস্থিত—

পদ্মনাভ। মহারাজ! আপনি স্বয়ং এই রাজসিংহাসনে উপবেশন ক'রুন।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। পদ্মনাভ—অদ্বিতীয় রাজভক্ত, আমার অরণ্যবন্ধু! আমি যে ইন্দ্রিয়হীন, আমি যে অন্ধ—বৃদ্ধ—আমি ত রাজসিংহাসনের উপযুক্ত পাত্র নই! আর হায়রে—অদৃষ্ট আমার, আজ যে প্রাণের প্রাণ শ্রীহর্ষ নাই!

## শ্রীহর্ষ, সম্ভূতি ও সিদ্ধিনাথের প্রবেশ।

সিদ্ধিনাথ। কে বল্লে মহারাজ! আপনার শ্রীহর্ষ নাই? আপনার সবই আছে! এই নিন্—অবন্তিকার বর্দ্ধনকুলতিলক রাজকুলকুমার শ্রীহর্ষকে আর এই নিন্ রাজকুললক্ষ্মী আপনার

পুত্রবধূসম্ভূতিকে—যে সম্ভূতি মা—আপনাকে অরণ্যে রঙ্কিণী-দেবীর মন্দিরে আপনার কন্যাবৎ সেবা ক'রেছিল—

শ্রীহর্ষ ও সম্ভূতি। ( প্রদ্যোতবৰ্দ্ধনকে প্রণাম ও আলিঙ্গন ) বাবা—বাবা—

প্রদ্যোতবৰ্দ্ধন। ( কম্পিত দেহে ) একি—একি—ইন্দ্রজাল! বাবা—সিদ্ধিনাথ—আমি কোথায়! মা ভবানি—এ কি তোর মায়া? হায়রে—চঞ্চলা, দে—দে—দে—একবার বিদ্যুতের মত মুহূর্ত্তের জন্য আমার দৃষ্টিশক্তি দে—আমি একবার চক্ষু ভরে—বাছাদের চাঁদমুখখানি দেখি! বাবা সিদ্ধিনাথ—এ কার আশীর্ব্বাদ!

কমণ্ডলু হস্তে ভবানীর প্রবেশ।

ভবানী। এ তোমার মা ভবানীর আশীর্ব্বাদ! পরোক্ষ আশীর্ব্বাদ তোমার আত্মীয় রাজ্যসহ পুত্র-পুত্রবধূ লাভ, আর প্রত্যক্ষ আশীর্ব্বাদ এই দেখ—(চক্ষে জলসিঞ্চন পূর্ব্বক) মা ভবানীর চরণামৃতে তোমার দৃষ্টিশক্তি লাভ।

প্রদ্যোতবৰ্দ্ধ। এ কোন্ জগৎ! মা—মা—তুই আমায় কোন্ অন্ধকার রাজ্য হ'তে কোন্ আলোকময় রাজ্যে আন্‌লি! মা—আমি অন্ধ হ'য়ে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ক'রেছি ব'লে কি এত দিন আমায় অন্ধ ক'রে অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছিলি! তোর আশীর্ব্বাদই বটে মা এখন আলো দেখে—তোর সব তত্ত্বই বুঝেছি। জয় মা—ভবানীর জয়—মা—মা—সন্তানের অপরাধ মার্জ্জনা কর।

ভবানী। মার্জ্জনা ক'র্‌লাম—এখন অনাথ অবন্তিকার রাজ-সিংহাসনকে সনাথ কর ভাই শ্রীহর্ষ আমার! ব'স, এই রাজ-সিংহাসনে ব'স! আর ব'স ভগিনী সম্ভৃতি! অবন্তিকার রাজলক্ষ্মী হ'য়ে শ্রীহর্ষের বামে ব'স। (উভয়কে সিংহাসনে স্থাপন)।

সিদ্ধিনাথ। বৎস শ্রীহর্ষ আমার! এতদিন যে তপশ্চর্য্যায় সংযমশিক্ষা লাভ ক'রেছ, সে গৌরব যেন এই হিরণ্ময় রাজসিংহাসন লাভে কলঙ্কিত না হয়। রাজবংশধর—রাজপুত্র তুমি—তপশ্চারণে তুমি এখন প্রকৃত রাজোপাধি লাভ ক'রেছ। সেই রাজপদের সম্মান রক্ষা কর বাবা! তোমার সঙ্গে আমাদের তপস্যাও সিদ্ধিলাভ ক'রুক।

বলাদিত্য। মহারাজ! এবার আমায় পুরস্কার দান ক'রুন। যে স্নেহদৃষ্টিতে আপনি আমার পিতাকে দর্শন ক'রে—তাঁর সেনা-পতিত্বপদ অক্ষুণ্ণ রেখে ছিলেন, আমিও সেই উত্তরাধিকারী-সূত্রে রাজকুমারের নিকট সেই অক্ষুণ্ণ পদ প্রার্থনা করি।

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। তথাস্তু! তুমিই আমার শ্রীহর্ষের সেনাপতি, মন্ত্রী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তুমিই অবন্তিকারাজ্যের মেরুদণ্ডরূপী প্রহরী। বৎস শ্রীহর্ষ! আমার পিতা তাঁর মৃত্যুকালে আমায় যাঁর হস্তে দান ক'রে গিয়েছিলেন, আজ আমি আমার জীবনসন্ধ্যায় তোমাকে তাঁর পুত্রের হস্তে সমর্পণ ক'রে যাচ্ছি।

পদ্মনাভ। বৎস বলাদিত্য! সাদরে মহারাজদত্ত পুরস্কার গ্রহণ ক'র্‌লে, দেখ' যেন তোমার জীবনে এ পুরস্কারের গৌরব হানি না হয়।

চম্পাবতী। ভবানিরে! সবাইকে সব দিলি মা, কেবল দিলি না আমায় আমার অভাগিনী ভামতীকে—

ভবানী। সেকি মা—তোর ভামতীর কি হ'য়েছে! সে ত মরেনি! বিষ পানে কি মানুষ মরে? যে বিষ সে পান ক'রেছিল, তা ভবানীর চরণামৃতে অমৃত হ'য়ে গেছে। ঐ যে মা—ভামতী তোর দাঁড়িয়ে! আয় না দিদি, মাকে দেখা দে না! (সহসা ভামতীর আবির্ভাব)

ভামতী। মা—মা—মা—

চম্পাবতী। মা—মা—মা—

পদ্মনাভ। মা—মা—মা—

বলাদিত্য। ভগিনী—ভগিনী—ভগিনী—

সকলে। জয় মা ভবানীর জয়!

ভবানী। ঐ জয়ের সঙ্গে—সকলে বল জয় গুজরাটরাণী ভামতীর জয়। ভাই বীরবিনোদ—স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ! তোমার নিঃস্বার্থতার প্রথম পুরস্কার—গুজরাটের রাজসিংহাসন লাভ আর দ্বিতীয় পুরস্কার—এই ভবানীদত্তা বিষপরীক্ষোত্তীর্ণা সতী সাবিত্রী-জানকীরূপিনী ভামতী—একে গ্রহণ কর। জগতে পুণ্যের পুরস্কার দেখাও। (ভামতীকে বীরবিনোদের হস্তে দান)

সকলে। জয় মা ভবানীর জয়! (উভয়ের প্রণাম)

উন্মত্ত বিদ্যাধরের বেগে প্রবেশ।

বিদ্যাধর। হাঃ, হাঃ, হাঃ, ভবানি! ভবানি! তুই নাকি

দাতা হ'য়েছিস, সবাইকে সব দিচ্চিস্, রাজাকে রাজলক্ষ্মী দিচ্ছিস, বলাদিত্যকে জয়লক্ষ্মী দিচ্চিস, বীরবিনোদকে সতী সাবিত্রী দিচ্চিস্ আর আমাকে কি দিবি দে! হাঃ, হাঃ, হাঃ—দিবি? আমাকে একটা কিছু দিবি? দে—দে—দে—মহালক্ষ্মী—মহাসাবিত্রী—ঐ মহাসতী চঞ্চলাকে! এ মহাপাপী মাণিক—জোড়ের শাস্তি কেউ দিতে পারেনি, এস চঞ্চলা, আজ এ অভিনয়ের যুগলমিলনের চূড়ান্ত ছবি দেখাই। এই বিষাক্ত ছুরিকা—প্রেম কর, আগে তুমি, তার পর বিদ্যাধরেরও শেষ প্রেম! ( চঞ্চলাবক্ষে ছুরিকাঘাত, চঞ্চলার পতন ও নিজ বক্ষে ছুরিকাঘাত ও পতন )

প্রদ্যোতবর্দ্ধন। বাবা পদ্মনাভ! এই কাব্যের অভিনেতা-গণ যে যার কার্য্যের পুরস্কার লাভ ক'র্‌লে, এখন চল, আমরাও চির জীবনের মত মা ভবানীর আশ্রয় গ্রহণ ক'রে—এই দৃশ্য কাব্যের যবনিকাপাত করি!